পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 205 Tuesday, 25 June, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২০৫ সংখ্যা ❋ ১০ আষাঢ়, ১৪৩১, মঙ্গলবার, ২৫ জুন, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সংসদের বাইরে সংবিধানের কপি হাতে বিক্ষোভ ইন্ডিয়া জোটের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুনঃ আশঙ্কাই সত্যি হল। দিল্লিতে ১৮ তম সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিন ঝড় তুললেন বিরোধীরা। সরকারকে চাপে ফেলতে সংসদের বাইরে সংবিধানের কপি হাতে বিক্ষোভে শামিল বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে শুরু করে তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, নবনির্বাচিত বাপি হালদার সকলেই নামলেন প্রতিবাদে। সঙ্গী অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরাও। তাঁদের দাবি, ''সংবিধানকে বাঁচানোর লড়াই করছি আমরা। নতুন সরকার একাধিক বিষয়ে ইতিমধ্যেই পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে। আর তা রুখতে আমরা প্রথম দিন থেকে সক্রিয়, প্রতিবাদ শুরু করেছি।'' চব্বিশের লোকসভা ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় এমনিতেই বিরোধীদের চাপের মুখে বিজেপি। তার মধ্যে সর্বভারতীয় একাধিক পরীক্ষায় কেলেঙ্কারির মতো বড় ইস্যু। তা হাতিয়ার করতে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করেননি বিরোধীরা। ইন্ডিয়া জোটের সমস্ত শরিক সোমবার নতুন সংসদ ভবনের বাইরে জমায়েত হয়ে নিজেদের বিরোধিতার সুর কার্যত সপ্তমে

তুললেন। সংবিধানের কপি হাতে নিয়ে গান্ধীমূর্তির পাদদেশ থেকে নতুন সংসদ ভবন পর্যন্ত মিছিলে হাঁটলেন বিরোধী সাংসদরা। ভিন্ন ভিন্ন ইস্যুতেই নতুন সরকারের বিরোধিতা শুরু হয় সোমবার সকাল থেকে। কেন কংগ্রেসের আটবারের সাংসদ কে সুরেশকে বাদ দিয়ে প্রোটেম স্পিকার ৭ বারের ভর্তৃহরি মহতাব? এই প্রশ্ন তুলে সোনিয়া গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গেরা প্রতিবাদে শামিল হন। রাহুল গান্ধির অভিযোগ, মোদি-শাহরা দেশের সংবিধানের উপর আঘাত হানতে চাইছেন, কিন্তু কোনও ক্ষমতা, কোনও শক্তিই সংবিধানকে ছুঁতে পারবেন না। আর তৃণমূলের ইস্যু, তাদের বাদ দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গাচুক্তির পুনর্নবীকরণ। লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা তথা প্রোটেম স্পিকারের সহযোগী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট বক্তব্য, ''ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে জলচুক্তি হল বাংলার তৃণমূল সরকারকে অন্ধকারে রেখে। এটা একেবারে একপাক্ষিক ব্যাপার, গণতন্ত্রের পরিপন্থী। তাই প্রথম দিন থেকে আমরা গণতন্ত্র বাঁচানোর লক্ষ্যে নেমেছি।'' এদিকে, সংসদের ভিতরেও স্লোগান তুলে সরগরম করলেন বিরোধীরা। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সাংসদ হিসেবে শপথ নিতে উঠলে তাঁর উদ্দেশে বিরোধীদের বেঞ্চ থেকে 'নিট', 'নিট' স্লোগান তোলা হয়।

পুর-পরিষেবা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীর

'আমি টাকা তোলার লোক চাই না, আমি জনসেবক চাই'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ আজ, সোমবার সমস্ত পুরসভার চেয়ারম্যানদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ নবান্ন সভাঘরের বৈঠকের শুরু থেকেই তীব্র ক্ষোভ উগরে দিতে শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী এই বৈঠকে প্রশ্ন তোলেন, ''পরিষেবা না পেলে পুরসভার দরকার কী? একের পর এক বেআইনি বাড়ি তৈরি হচ্ছে। বাংলার ছবি বদলে দিচ্ছে। জনপ্রতিনিধি থেকে পুলিশ-আমলা অনেকেই যুক্ত। সবার নাম প্রকাশ্যে বলে অপমান করতে চাই না।'' রাজ্যের পুরসভার পরিষেবা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে এই বৈঠকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রশাসনিক অফিসারদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। এই বৈঠক থেকে হাওড়া পৌরনিগমের ব্যবস্থা নিয়ে কার্যত ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী। জমি দখল থেকে শুরু করে নানা দুষ্কৃতী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''আমি টাকা তোলার লোক চাইছি না। আমি জনসেবক চাইছি। আগামী দিনে কাজ দেখে টিকিট দেওয়া হবে। যারা ঠিক করে কাজ করবেন না। তাদের আর লাগবে না। কিছু জমি মাফিয়া আইনি প্রোটেকশন পেয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের জমিও নেবে আর আরবিট্রেটরের নামে টাকাও নেবে।'' অন্যদিকে আজকের বৈঠকে পুরনো কথাও মনে করিয়ে দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। আর তা নিয়ে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ''সারা হাওড়াতে বেআইনি ভবনে ভরে গিয়েছে। রথীন যখন চেয়ারম্যান ছিল হাওড়াটাকে বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে। ওখানে তো বোর্ড মেম্বার, কখনও কমিশনার, ডিএম, এসপি, মন্ত্রী আছে। সরু রাস্তায় বাড়ি তৈরি হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স ঢোকার জায়গা পর্যন্ত সেখানে নেই। অথচ কোনও অ্যাকশন নেওয়া হয় না। একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে। খালি জায়গা দেখলেই লোক বসিয়ে দিচ্ছে। একে তো কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। আমি কত টানব? বাংলার আইডেনটিটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেন বুঝতে পারছেন না? আপনার এবং আপনাদের টাকা খাওয়ার জন্য বাংলার পরিচয় নষ্ট হচ্ছে। রাজ্য সরকারের জমি পেয়ে বেচে দিচ্ছেন।'' এছাড়া এখনও যেসব সমস্যা আছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ''ফুটপাত জবরদখল বেড়েই চলেছে। পুরসভা তো চোখ দিয়ে দেখে না। পুলিশও

দেখে না। যারা দেখে না তাদের সরিয়ে দেওয়া হবে পদ থেকে। বেআইনি পার্কিং থেকে শুরু করে রাস্তা আটকে অটো, টোটো দাঁড়িয়ে থাকছে। পুলিশ দেখেও দেখছে না। লোভটা বন্ধ করে দিন। যারা লোভ করবে তাদের মুখ লিউকোপ্লাস্ট দিয়ে বন্ধ করে দিন। টেন্ডার করার ক্ষমতা আর লোকালি হবে না। সব সেন্ট্রালি হবে। আমি হাওড়ার জেলা প্রশাসকের অধীনে বিধায়কদের নিয়ে একটা কমিটি করতে বলছি। কাউকে পোষার জন্য আমি এখানে আসিনি। আমি মানুষকে দেখার জন্য এখানে এসেছি। রাজ্য সরকার টাকা দিলেও হাওড়ায় আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনের কাজ হয়নি। প্ল্যান পাশ করতে গিয়েও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। অথচ আমরা অনলাইন করে দিয়েছিলাম। হাওড়ায় কোনও বোর্ড নেই। এসডিও চালান। তিনি কোনও কাজ করছেন না।'' সল্টলেক, রাজারহাট, গোপালপুর মূলত অফিস পাড়া। আর রাস্তার দু'পাশে ফুটপাত দখল করে গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের খাবারের দোকান। বিশেষ করে সল্টলেক চত্বরে গেলে এই দৃশ্য কারও অজানা নয়। এবার এই নিয়েই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক থেকেই কার্যত বিধাননগর বিধানসভার বিধায়ক সুজিত বোসের দিকে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা গেল, একটা করে ত্রিপল টাঙাচ্ছে আর বসে পড়ছে। কত টাকার বিনিময়ে, কারা নিয়েছে টাকা? কেন এখানকার কাউন্সিলররা কাজ করেন না? এ দিন বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সল্টলেক আমার বলতে লজ্জা লাগছে। রাজারহাটেও শুরু হয়েছে বেআইনি দখল। সল্টলেকেও ইচ্ছামতো সুজিত বসু লোক বসাচ্ছেন। কেন বাইরের লোক বসবে।'' এরপরই একটি ছবি তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''ছবি দেখালে নিজেরাই লজ্জা পাবেন। এআরডি অফিসের সামনের রাস্তাও দখল হয়ে গিয়েছে। একটা করে ত্রিপল লাগাচ্ছেন বসে পড়ছেন। কেন? হোয়াই... হোয়াই... হোয়াই? কেন রাস্তা ঝাড় দেয় না। শুধু কি উপর দিকে তাকালে হবে? কলকাতা শহরের ভিডিয়ো করা ছিল কোন রাস্তা কতটা দখল রয়েছে। তা সত্ত্বেও একটা করে নতুন ওসি আসে। আর বসিয়ে দেয়। আমি বেরলেই দেখতে পাই। অথচ পুলিশের চোখে পড়ে না।'' এদিনের রিভিউ মিটিংয়ে রুদ্রমূর্তিতে দেখা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক, পদাধিকারীদের কড়া বার্তা তো দিলেনই, একই সঙ্গে বড় ঘোষণা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়েও। জানালেন, রিভিউ ভিজিল্যান্স হবে। নজরে রাখার জন্য আলাদা কমিটি থাকবে। উন্নয়নের কাজে কোনওরকম বাধা সহ্য করা হবে না বলে এদিন কড়া বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তার উপর অনেক আধিকারিকও তাল ঠোকেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ''অনেক অফিসার আসেন, ভাবেন তিনি তো দু'বছর থাকবেন। কোনওরকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই হল। কিন্তু সেটা তো হবে না। আপনি দু'বছর থাকলেও মনে রাখবেন আপনার কার্যসময়ের রিভিউ হবে। আপনি যাওয়ার আগে স্বচ্ছতা মেনে চলেছেন কি না তাও দেখা হবে। এখন থেকে রিভিউ কমিটি সেটা দেখবে। সেখানে ভিজিল্যান্স থাকবে, এসিপিকে রাখা হবে, সিআইডিকে রাখা হবে। এডিজি ল' অ্যান্ড অর্ডার থাকবে। ডাইরেক্টর অব সিকিউরিটিকেও এখানে থাকতে বলব। পাবলিক সিকিউরিটিটা যেহেতু তাদের দেখতে হয়।''

জনগণ ফের আশীর্বাদ করেছে, আমরা তিনগুণ কঠোর পরিশ্রম করব!

অধিবেশন শুরুর আগে বললেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২৪ জুনঃ আঠারো তম লোকসভার প্রথম অধিবেশনের আগে জাতির উদ্দেশে ভাষণ। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, জনগণ তাদেরকে তৃতীয় মেয়াদে আশীর্বাদ করেছে। তাঁরা তিনগুণ কঠোর পরিশ্রম করবেন বলে আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রেষ্ঠ ভারত, বিকশিত ভারত গড়ার সংকল্প নিয়ে এদিন থেকে শুরু হচ্ছে আঠারোতম লোকসভা। সংসদীয় গণতন্ত্রে আজকের দিনটি গৌরবের বলেও মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''স্বাধীনতার পরে প্রথমবারের মতো নতুন সংসদ ভবনে নতুন সাংসদদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হচ্ছে। আগে পুরনো সংসদ ভবনে এটা হতো।'' প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই তাৎপর্যপূর্ণ দিনে তিনি সব নব নির্বাচিত সংসদ সদস্যকে আন্তরিক স্বাগত, শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাচ্ছেন। তবে এদিন প্রধানমন্ত্রী বিরোধী কংগ্রেসকে খোঁচাও দেন। তিনি বলেন, ''মঙ্গলবার ২৫ জুন জরুরি অবস্থার বার্ষিকী। যা ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি কালো দাগ। যার ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে। ভারতের নতুন প্রজন্ম কখনই ভুলবে না, একটা সময় ভারতের সংবিধানকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। দেশকে কারাগারে পরিণত করা হয়েছিল।'' প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''বিশ্বের সব থেকে বড় নির্বাচন অত্যন্ত জাঁকজমক পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ স্বাধীনতার পর ৬০ বছর পরে দ্বিতীয়বারের মতো দেশের মানুষ একটি সরকারকে টানা তৃতীয়বারের মতো দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়েছে।'' তিনি আরও বলেন, সব সাংসদের কাছ থেকে দেশের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ''দেশের মানুষ বিরোধীদলের কাছ থেকে ভাল পদক্ষেপ আশা করে। গণতন্ত্রের মর্যাদা বজায় রাখার প্রত্যাশা করেন।'' তিনি নিশ্চিত যে বিরোধীরা এব্যাপারে পাশে দাঁড়াবেন। তিনি বলেন, ''জনগণ স্লোগান নয়, স্থায়িত্ব চায়। দেশকে দারিদ্রমুক্ত করতে সাফল্য পেতে পারি। এই বাড়িটি (সংসদ ভবন) যেন সংকল্পের ঘর হয়।'' প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তৃতার পরে অবশ্য কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিশানা করে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, ''অ-জৈবিক প্রধানমন্ত্রী কিছুই বলেননি।'' নিষ্ঠুরতা উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এর আগে প্রধানমন্ত্রী ১৮-তম লোকসভার প্রথম অধিবেশন শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী সংসদে পৌঁছন। তার আগে প্রোটেম স্পিকার হিসেবে শপথ নেন ভর্তৃহরি মহতাব। জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। তারপরেই লোকসভায় হইচই শুরু হয়ে যায়। সংসদের বাইরে সংবিধানের প্রতিলিপি নিয়ে বিক্ষোভ দেখান বিরোধী ইন্ডিয়া ব্লকের সাংসদরা।

রাজ্যসভায় নতুন নেতা বেছে নিল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৪ জুনঃ সদ্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন বিজেপির হেভিওয়েট জেপি নড্ডা। মোদি মন্ত্রিসভার এই মন্ত্রী পেলেন আরও একটি দায়িত্ব। রাজ্যসভার কক্ষের নেতা হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন জেপি নড্ডা। এর আগে এই পদে ছিলেন পীযূষ গোয়েল। তাঁর জায়গায় এবার এলেন নড্ডা। আজ সোমবার শুরু হয়েছে লোকসভার প্রথম অধিবেশন। ২০২৪ লোকসভা ভোটের পর আজ নবনির্বাচিত সাংসদরা শপথ পাঠ করেন। এর আগে, রাজ্যসভার কক্ষ নেতা হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে লোকসভা ভোটে উত্তর মুম্বই থেকে পীযূষ সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে সংসদের উচ্চকক্ষে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ৪১ জন প্রার্থীর মধ্যে অন্যতম জেপি নাড্ডা। নড্ডা ছাড়াও, বিজেপি মাত্র তিনজন সদস্য মনোনীত করেছে রাজ্যসভা নির্বাচনের সর্বশেষ দফায় দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য। এই মনোনীতরা হলেন, অশ্বিনী বৈষ্ণব, এল মুরুগান এবং দলের মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী।

'চরিত্রেরই তো ঠিক নেই', সায়ন্তিকার শপথ ইস্যুতে রাজ্যপালকে তুলোধনা ফিরহাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ একমাস হতে চলল বরাহনগর বিধানসভার উপনির্বাচনে লড়ে জয়ী হয়েছেন তৃণমূলের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে রাজভবন থেকে শপথবাক্য পাঠ নিয়ে 'গ্রিন সিগন্যাল' না আসায় পরিষেবা দিতে পারছেন না তিনি। এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে কার্যত একহাত নিলেন তিনি। জানালেন, এটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম। কোনও জটিলতা নেই। শুধু শুধু ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে। আজ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন সায়ন্তিকা। ছিলেন ফিরহাদও। সেই বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন রাজ্যের মন্ত্রী। বলেন, ''আমি নিজে ২০০৯ সালে এই বিধানসভার উপনির্বাচনে জিতেছিলাম। ভোট হল। তৎকালীন অধ্যক্ষ রাজ্যপালের অনুমতি নিলেন। রেজাল্টের সাত-আটদিন পর শপথ হয়ে গেল।'' তাঁর আরও সংযোজন, ''প্রতিবার অসভ্যতা করেন উনি। অধ্যক্ষের অধিকার খর্ব করছেন। গায়ের জোরে কেন্দ্রীয় সরকারের মোটা লোকটার কথায় উঠছেন বসছেন।'' এখানেই শেষ নয়, রাজ্যপালের

শপথ বাক্য পাঠ নিয়ে সায়ন্তিকা রাজ্যপালকে চিঠি পাঠালে সেই চিঠি গ্রহণ করেন সি ভি আনন্দ বোস।

বিরুদ্ধে ওঠা নারী নির্যাতন বিতর্কের কথাও মনে করিয়ে দেন ববি। ক্ষুব্ধ মন্ত্রী বলেন, ''রাজ্যপালের চরিত্রের ঠিক নেই। আমি ওঁর জায়গায় থাকলে রিজাইন করতাম।'' ফিরহাদ বলেছেন, ''রাজ্যপাল নির্বাচিত জন প্রতিনিধি অধ্যক্ষকে অসম্মান করছেন। আমরা নির্বাচিত। আর আপনি মনোনিত। আমাদের দর অনেক বেশি। হাউ ডেয়ার ইউ স্টপ আওয়ার ওথ? স্পিকারের অধিকার শপথবাক্য পাঠ করানো। দিনের পর দিন চলে আসেছে। বিধানসভার নিয়ম বিধায়ক স্পিকারের সান্নিধ্যে থাকবে।'' রাজ্যের মন্ত্রীর কথায়, ''কাকে অপমান করছেন? আপনি মানুষকে অপমান করছেন। শপথ না নেওয়া পর্যন্ত কাজ করতে পারবে না ওরা। কে রাজ্যপাল? কীসের রাজ্যপাল? ওঁর ক্ষমতা আছে মানুষের রায়ের বিরুদ্ধে যাওয়ার? কোনও কারণ নেই ইস্যু বানানোর।'' প্রসঙ্গত, বরাহনগরের তৃণমূল বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবানগোলার নির্বাচিত বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকারের শপথ গ্রহণ ঘিরে বেশ কয়েকদিন ধরে রাজ্য-রাজভবনের জটিলতা চলছে। চালাচালি হচ্ছে দু'তরফের মধ্যে চিঠি। আজ শপথ বাক্য পাঠ নিয়ে সায়ন্তিকা রাজ্যপালকে চিঠি পাঠালে সেই চিঠি গ্রহণ করেন সি ভি আনন্দ বোস। তবে এই সবের মধ্যে আটকে গিয়ে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। এর আগে ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূলের নির্মল চন্দ্র রায়ের শপথ গ্রহণ ঘিরেও তৈরি হয়েছিল জটিলতা। তাঁর শপথ সংক্রান্ত ফাইল ফেলে রাখার অভিযোগ তুলেছিল শাসকশিবির। পরে যদিও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নির্মল রায়কে শপথ বাক্য পাঠ করান।

'বাংলার জল বিক্রি করে দিলে দেশজুড়ে আন্দোলন হবে', হুঁশিয়ারি মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ গঙ্গা-তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশের দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হয়েছে। তা নিয়েই কেন্দ্রকে তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোমবার এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লেখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে নবান্ন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''তিস্তায় ১৪টা হাইড্রোইলেট্রিক পাওয়ার হয়েছে তখন চোখে দেখেনি। ফরাক্কা নিয়ে আবার চুক্তি রিনিউ হচ্ছে আমাদের জানালো না। আগে এগুলো নিয়ে মিটিং হয়েছে। বাংলাকে টোটাল বাদ দিয়ে। জলের আরেক নাম জীবন। ওরা জানে না উত্তরবঙ্গের একটা মানুষ আগামিদিন পানীয় জল পাবে না। জল নেই তিস্তায়। গায়ের জোরে ভাবছে নর্থ বেঙ্গল থেকে জিতেছি বলে যা খুশি করব।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন জানান, জল বণ্টন নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে কথা না বলে কোনও সিদ্ধান্তকে মান্যতা দেওয়া হবে না। মমতার হুঁশিয়ারি, বাংলাকে না জানিয়ে এক তরফা কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে বাংলাজুড়ে আন্দোলন চলবে, দেশজুড়ে আন্দোলন হবে। মমতার কথায়, ''বলছে তিস্তার জল দেবে। যেন মহারাজ সব। এখনও পর্যন্ত শপথ হল না সাংসদদের। বাংলার জল বিক্রি করে দিল না জানিয়ে।'' তিস্তা, গঙ্গার জলবণ্টনকে সামনে রেখে এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার কথায়, বাংলাকে বঞ্চনা এবং বাংলার জল বিক্রি করে দেওয়া মানে আগামিদিন গঙ্গার ভাঙন আরও বাড়বে। মানুষের ঘরবাড়ি জলে তলিয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি দু' দিনের সফরে ভারতে এসেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১০টি মউ স্বাক্ষর হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। ফরাক্কা গঙ্গা চুক্তি সম্পন্ন করার দিকে এগিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর খুবই ভাল সম্পর্ক। এর আগে নরেন্দ্র মোদি-শেখ হাসিনা-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক মঞ্চেও দেখা গিয়েছে। তবে এই জলচুক্তি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, বাংলার গঙ্গা, ভাগীরথী কিংবা তিস্তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হলে তা নিয়ে রাজ্য সরকারকে অন্তত অবগত করা উচিত। এদিন ফরাক্কা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন মমতা। বলেন, ড্রেজিং করে না। তার প্রভাব কলকাতা বন্দরে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকার সলিলসমাধি হচ্ছে। মমতা বলেন, ''এখন বলছে সব জল দিয়ে দাও। জল দিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু থাকলে তো দেব। আমি বন্ধুত্ব করতে চাই। কিন্তু বাংলাকে বিক্রি করার বিনিময়ে নয়।''

খাস কলকাতায় অপহরণের পর মুক্তিপণ দাবি
তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধার পুলিশের, ধৃত ৮

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ খাস কলকাতায় ফের অপহরণের অভিযোগ। মুক্তিপণ চেয়ে এল ফোন। তিলজলা থানা এলাকার ঘটনা। যদিও নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তিলজলা থানার পুলিশ ও লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখার যৌথ উদ্যোগে উদ্ধার করা হয় অপহৃতকে। গ্রেফতার ৮। পুলিশ সূত্রের খবর, গত ২২ জুন তিলজলা থানায় একটি অপহরণের মামলা দায়ের করা হয়। অপহৃত ব্যক্তির বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে রুজু করা হয় মামলা। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি ২১ জুন সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হন। কিন্তু ২২ জুন বিকেল পর্যন্ত তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর একটি অজানা নম্বর থেকে ফোন আসে এবং ১২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। এমনকী টাকা না পেলে ওই ব্যক্তির প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়। এরপরেই তিলজলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অপহৃত ব্যক্তির বাবা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। গোপন সূত্রের খবর পেয়ে, মুকুন্দপুর এলাকার একটি হোটেল থেকে অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়। একইসঙ্গে তিলজলা থানা ও লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখার যৌথ উদ্যোগে মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা হল বিবেক আগরওয়াল, আশুতোষ রায়, সুরজ কুমার সিং, রোহিত রায়, মহম্মদ আলকামা, আমন কুমার গুপ্তা, কুন্দন শ্রীবাস্তব ও ডেভিড। পুলিশ সূত্রে খবর, অপহৃত ব্যক্তি একটা সময় নরেন্দ্রপুরে একটি কল সেন্টার চালাতেন। কিন্তু সেখানে পুলিশি অভিযান চলে। যার ফলে কল সেন্টারটি বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় ওই ব্যক্তি ডেভিডের থেকে ১৬ লাখ টাকা ঋণ নেন। কিন্তু তিনি তা পরিশোধ করছিলেন না। এরপরেই তাঁকে অপহরণ করার ছক কষে ডেভিড। যদিও পুলিশের তৎপরতায় দ্রুততার সঙ্গে উদ্ধার করা হয় অপহৃত ওই ব্যক্তিকে। একইসঙ্গে ৮ জনকেও জালে তোলে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, প্রথমে ডেভিড ও বিবেককে গ্রেফতার করা হয়। তাদের জিজ্ঞাবাদ করে বাকি ৬ জনকে গ্রেফতার পরে পুলিশ। ঘটনায় জড়িত আরও একজন এখনও পলাতক রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তার খোঁজেও তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

নিট দুর্নীতির জেরে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা বিপন্ন, ফেরানো হোক জয়েন্ট, মোদিকে চিঠি মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ অস্বচ্ছতার অভিযোগে সারা দেশ উত্তাল। প্রশ্ন ফাঁস থেকে অতিরিক্ত নম্বর-একাধিক অভিযোগ উঠেছে এই পরীক্ষাকে ঘিরে। বাড়তি নম্বর পাওয়া পড়ুয়াদের রিটেস্টও নিতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্র। বিরোধী দলগুলি এই ইস্যুতে একযোগে আক্রমণ করেছে মোদি সরকারকে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, আগের মতো যেন আবার রাজ্যগুলি নিজেদের দায়িত্বে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা অর্থাৎ রাজ্যভিত্তিক জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরিচালনা করার সুযোগ পায়। ডাক্তারিতে সুযোগ পাওয়ার জন্য পরীক্ষাব্যবস্থার যে কেন্দ্রীয়করণ করে 'নিট' পরীক্ষার সিস্টেম চালু হয়েছে, তার বিরোধিতা করেছেন তিনি। যুক্তি সাজিয়ে জানিয়েছেন, কেন 'নিট' পরীক্ষাব্যবস্থাটি দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না এবং তা বাতিল করা দরকার। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'নিট পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন ফাঁস, ঘুষ নেওয়া, বাড়তি নম্বর দেওয়া-এসব যা যা অভিযোগ উঠেছে, সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ইস্যুগুলির দিকে পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়া উচিত কেন্দ্রের।

সম্পূর্ণ, স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ তদন্তও প্রয়োজন। লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার মেডিক্যাল পড়ার স্বপ্নকে ভেঙেচুরে দিতে পারে এই ধরনের ঘটনা। এই ঘটনা যে কেবল মেডিক্যাল পড়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করবে তাই নয়, গোটা দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেই নড়বড়ে করে দেবে।'' মমতা মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, ২০১৭ সালের আগে পর্যন্ত রাজ্যগুলি তাদের নিজেদের ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা করত এবং কেন্দ্রও আলাদা করে তা পরিচালনা করত। এই ব্যবস্থায় অনেক ভালভাবে পরীক্ষা নেওয়া যেত কোনও সমস্যা ছাড়া। পড়াশোনার মানও রক্ষা হতো। সর্বোপরি, রাজ্য সরকার যেখানে এক এক জন ডাক্তারি পড়ুয়ার পড়াশোনা ও ইন্টার্নশিপের পিছনে ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি খরচ করে থাকে, সেখানে রাজ্যের তো স্বাধীনতা থাকাই উচিত, রাজ্যভিত্তিক জয়েন্ট প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ডাক্তারি পড়ুয়া বাছাই করে নেওয়ার।' চিঠিতে তাঁর অভিযোগ, 'পুরনো পদ্ধতি বদলে যখন গোটা সিস্টেমটির কেন্দ্রীয়করণ করে 'নিট' পরীক্ষা চালু করা হল, তখন রাজ্যের হাতে আর কোনও নিয়ন্ত্রণ রইল না। এটা মেনে নেওয়া যায় না। এটা দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোরও পরিপন্থী। শুধু তাই নয়, এই কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ব্যবস্থায় ভয়াবহ দুর্নীতির সুযোগ থেকে যাচ্ছে। এর ফলে কেবল ধনীরা টাকা দিয়ে মেডিক্যাল পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। মেধাবী অথচ গরিব এবং মধ্যবিত্তরা পরিস্থিতির শিকার হয়ে পিছিয়ে পড়ছে।' মুখ্যমন্ত্রী সবশেষে লেখেন, 'এই অবস্থায় আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি, দয়া করে বিষয়টিতে গুরুত্ব দিন। আপনি এমন কোনও পদক্ষেপ করুন, যাতে নিট পরীক্ষার বদলে, রাজ্যগুলিতে পুরনো পরীক্ষা ব্যবস্থা ফিরে আসে। এতে ছাত্রদেরই ভাল হবে, গোটা পরীক্ষা পদ্ধতি আবার স্বাভাবিক হবে।'

একশৃঙ্গ গন্ডারের ছবি আঁকা ইঞ্জিনে, নাম ‘জলদাপাড়া’

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ হলংয়ের অগ্নিকাণ্ড নিয়ে মনখারাপের আবহেই জলদাপা।া ও তার অন্যতম আকর্ষণ একশৃঙ্গ গন্ডারদের স্বীকৃতি দিতে এক অভিনব পদক্ষেপ করল ভারতীয় রেল। আস্ত একটি WDP4D ৪০০৯৬ মডেলের ডিজেল লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের নামকরণ করা হয়েছে ‘ জলদাপাড়া’আর তার গায়ে আঁকা হয়েছে একটি একশৃঙ্গ গন্ডারের ছবি। হালে ওই ঝাঁ চকচকে ইঞ্জিনটিকে দেশের জন্যে উসর্গ করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশন। ইঞ্জিনটিকে ‘ জঙ্গল লুক’ দিতে ব্যবহার করা হয়েছে গাঢ় সবুজ, অ্যাকোয়া ব্লু ও কালো রং। সবুজকে ব্যবহার করা হয়েছে জঙ্গল ও প্রকৃতিকে বোঝাতে। অ্যাকোয়া ব্লু দিয়ে বোঝানো হয়েছে ডুয়ার্সের পাহাড়ি নদী আর নীল পাহা।রে ব্যাকড্রপকে। শেষে ওই সবুজ আর নীলের ক্যানভাসে কালো রং দিয়ে আঁকা হয়েছে এক ঢাউস একশৃঙ্গ গন্ডার। তাতেই এক জমকালো লুক পেয়েছে ডিজেল ইঞ্জিনটি।সম্প্রতি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে বালুরঘাটগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসকে নিয়ে ছুটেছে ওই ‘জলদাপাড়া লোকোমোটিভ’। বিষয়টি স্যোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে কাটিহার ডিভিশনের পক্ষ থেকে। তাই লক্ষ্য করে আলোড়ন তৈরি হয়েছে নেটপাড়ায়। রেলের ওই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন বনাধিকারিক থেকে প্রকৃতিপ্রেমিক ও সাধারণ মানুষেরাতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে অসমের মালিগাঁও থেকে বলেন, ‘ জলদাপাড়া ও তার অন্যতম আকর্ষণ তো শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের হেরিটেজ হতে পারে না। গন্ডার সংরক্ষণে জলদাপা।া জাতীয় উদ্যান দেশের মধ্যে অন্যতম দিশারী। তাই ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে ওই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিতে লোকোমোটিভটির নামকরণ করা হয়েছে ‘ জলদাপাড়া’ আর ইঞ্জিনটি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট রুটে আবদ্ধ থাকবে না। জলদাপাড়ার বার্তা নিয়ে ছুটবে দেশের নানান প্রান্তে। আর ভারতীয় রেলের নিয়ম অনুসারে একটি লোকোমোটিভের নামকরণ একবারই করা হয়। দ্বিতীয় কোনও ইঞ্জিনে ওই নামকরণ করা হবে না।’বিষয়টি জেনে জলদাপাড়া বনবিভাগের ডিএফও প্রবীণ কাসোয়ান বলেন, ‘ আমরা রেলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। যা একশৃঙ্গ গন্ডারের সংরক্ষণের প্রশ্নে ও মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে নতুন বার্তা বয়ে নিয়ে যাবে।’আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি বিশ্বজি সাহা বলেন, ‘ জলদাপাড়া ও একশৃঙ্গ গন্ডার দেশের অমূল্য রত্ন। তাকে যে ভাবে ভারতীয় রেল স্বীকৃতি দিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে এক অভিনব পদক্ষেপ।’

প্যারিস অলিম্পিকের জন্য ভারত তীরন্দাজিতে পুরুষ ও মহিলা দলের নাম ঘোষণা করেছে

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃ সোমবার বিশ্ব তীর ঃদাজ র‍্যাঙ্কিংয়ের উপর ভিত্তি করে ভারত প্যারিস অলিম্পিকের জন্য পুরুষ ও মহিলা দলের নাম ঘোষণা করেছে।ভারত প্যারিসের পাঁচটি পদক ইভেন্টে পুরুষ এবং মহিলা দল, ব্যক্তিগত এবং মিশ্র বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।ভারতের স্কোয়াডঃপুরুষঃ তরুণদীপ রাই, ধীরাজ বোম্মাদেভারা এবং প্রভিন যাদব।মহিলাঃদীপিকা কুমারী, ভজন কৌর এবং অঙ্কিতা ভকত।

কোটি কোটি মানুষকে প্রতারণা করেছে বিজেপিঃঅখিলেশ যাদব

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃ নিট ও নেট পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে বিজেপি তথা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান তথা সাংসদ অখিলেশ যাদব। সোমবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন, এটা নতুন কিছু নয়, এটা বিজেপির নতুন পন্থা।সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে বলেছেন, আপনি যদি ইতিহাস দেখেন, বিজেপি নিজেদের লোকজনকে খুশি করার জন্য পেপার ফাঁস করে। উত্তর প্রদেশে এটি অনেক বড় ইস্যু, এখন তা দিল্লিতে এসে পৌঁছেছে। তাঁরা কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

ভ্রমণ ভাতা নিয়ে বিরাট ঘোষণা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের,সরকারি কর্মীদের বড় সুখবর

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ সম্প্রতি রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য একাধিক ভাতা ও সুবিধার কথা ঘোষণা করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই আবহে এবার সরকারি কর্মচারীদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ঘোষণা রাজ্য সরকারের। ভ্রমণ ভাতা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মেমো জারি করেছে অর্থ দফতর।এতদিন পর্যন্ত সরকারি কর্মচারীরা সপরিবারে ভ্রমণের জন্য প্লেন বা ট্রেনের টাকা পেতেন। গাড়িতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে কোনও টাকা পাওয়া নিয়ে সমস্যা হত। বলে রাখা ভালো এতদিন গাড়িতে ভ্রমণের জন্য কোনও সংস্থান রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য ছিল না। তবে এবার এই নিয়েই বিরাট সিদ্ধান্ত।ন্ডযে সমস্ত স্বল্প দূরত্বের গন্তব্য যেখানে যেতে বিমান বা ট্রেনের দরকার হয়না এবং গাড়ি ভাড়া করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে প্রতি কিমি পথ যেতে ১৬ টাকা বা ভ্রমণে মোট খরচ, যেটা কম, এলটিসি বাবদ তার রিইম্বার্সমেন্ট প্রদান করা হবে। রাজ্য সরকারি কর্মীদের রিইম্বার্সমেন্ট রাজ্য সরকার। অর্থা এবার সরকারি কর্মচারীরা ভ্রমণের সময় গাড়িও ব্যবহার করতে পারবেন।গাড়িতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে তাদের টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করবে সরকার। রাজ্য অর্থ দফতরের তরফ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই ভ্রমণের ভাতা দেওয়ার জন্য দফতরগুলিকে অর্থ দফতরের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই । যে কোনও দফতর নিজেরাই এই অর্থের অনুমোদন দিতে পারবে।গাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে লিভ ট্র্যাভেল কনসেশনের বিষয়ে রাজ্যের সকল দফতরকেই এই নিয়ম মেনে চলতে হবে। রিইম্বার্সমেন্টের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মীকে প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে। প্রসঙ্গত বিগত কিছু সময়ে লিভ ট্র্যাভেল কনসেশনের বিষয়ে নানান দফতর ও বিভাগ থেকে অর্থ দফতরে প্রশ্ন আসছিল। সরকারি কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তিও বাড়ছিল। তাই এই বিষয়ে এবার নির্দিষ্ট মেমো জারি করে সমস্তটা পরিস্কার করল অর্থ দফতর।অর্থ দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, কোনও গন্তব্যে পৌঁছতে যে রুটটি সবথেকে সংক্ষিপ্ত, সেই পথের দূরত্বের হিসেবেই সরকারি কর্মীরা লিভ ট্রাভেল অ্যালাওয়েন্স পাবেন।

ফের রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত,বোসের ডাকে সায়ন্তিকা রাজভবনে যাবেন না কেন?

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃআবার বিধায়কদের শপথ নিয়ে দোলাচল ! এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে ফের রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত বঙ্গে । রানগরের নতুন নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক সায়ন্তিকা বঃে দ্যাপাধ্যায়কে আগামী ২৬ জুন রাজভবনে ডেকেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। আর এক নতুন বিধায়ক, ভগবানগোলার রেয়াত হোসেন সরকার অবশ্য এখনও এমন আমন্ত্রণ পাননি বলে জানিয়েছেন। তবে আমন্ত্রণ পেলেও সরাসরি বিধায়কদের রাজভবনে না যেতে বলারই অবস্থান নিচ্ছে তৃণমূল।লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই ভগবানগোলা ও বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছিল। কিন্তু রাজভবন থেকে সবুজ সংকেত না পাওয়ায় দুই বিধায়কের শপথ গ্রহণ আটকে রয়েছে বলে তৃণমূলের তরফে অভিযোগ। এর মধ্যে প্রবীণতম মহিলা বিধায়ক-সহ আরও কিছু তথ্য চেয়ে রাজ্যপাল বোস চিঠি পাঠিয়েছেন। ক্ষুব্ধ বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও পাল্টা চিঠি দিয়ে রাজ্যপালকে ‘সাংবিধানিক নিয়ম’ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই টানাটানির মধ্যেই আগামী ২৬ তারিখ রাজভবনে সায়ন্তিকাকে ডেকে পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল। সায়ন্তিকা গত রবিবার বলেছেন, উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারকে শপথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেন রাজ্যপাল। কিন্তু তা না করে, বিধানসভাকে কিছু না জানিয়ে সরাসরি আমাকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তবে ভগবানগোলার বিধায়ককে কোনও চিঠি পাঠানো হয়নি বলেই শুনেছি। সেখানে আমি একা কেন যাব? আমি যাব না। আর রেয়াতের বক্তব্য, শপথ গ্রহণের জন্য এখনও আমি কোনও ডাক পাইনি। তিন সপ্তাহ পরেও শপথ না নিতে পারা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়।বিধানসভার বিষয়ে স্পিকার যা বলবেন, তা-ই করব।

কামদুনির প্রতিবাদী টুম্পা কয়ালের স্বামীর উপর হামলা, অভিযুক্ত তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) বিজয় মিছিল থেকে কামদুনি (Kamduni News) কাণ্ডের প্রতিবাদী মুখ টুম্পা কয়ালের (Tumpa Kayal) স্বামী বিশ্বজি মণ্ডলকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রাজু নস্কর।এই ঘটনায় তিনি বিধাননগর কমিশনারেটের টেকনো সিটি থানা পুলিশের দ্বারস্থ হন। তবে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন টুম্পা।অভিযোগ, আকন্দকেশরীর বাসিন্দা টুম্পা কয়ালের স্বামী কাজে থেকে ফিরে আর্ট কলেজের কাছে চায়ের দোকানে বসেছিলেন। ওই এলাকায় দিয়ে যাচ্ছিল তৃণমূলের বিজয় মিছিল। অভিযোগ, সেই মিছিলে থাকা একদল তৃণমূল কর্মী টুম্পা কয়ালের স্বামীকে ঘিরে ধরে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের পাশাপাশি বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। আহত অবস্থায় জিরানগাছা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসা শুরু হয়।প্রাথমিক চিকিৎসার পর টুম্পা কয়াল তাঁর আক্রান্ত স্বামীকে নিয়ে নিউটাউনের টেকনো সিটি থানায় যান। তাঁর দাবি, অভিযোগ জানাতে গেলে টুম্পা কয়ালের পরিচিত এক ব্যক্তিকে দিয়ে সাদা কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হয়। অভিযোগপত্রে সামান্য ভুল রয়েছে বলেই পুলিশকে জানান টুম্পা কয়াল। তবে তা সত্ত্বেও পুলিশের তরফে অভিযোগপত্র সংশোধন করা হয়নি বলেই অভিযোগ। মারধরের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রাজু নস্করকে গ্রেপ্তারির দাবিতে টেকনো সিটি থানার সামনে ধরনায় বসেন টুম্পা। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ‘ স্বামীও।ন্ডমূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত ধরনা চলবে বলেই জানান টুম্পা। এদিকে, এই ঘটনার কথা জানাতে টুম্পা কয়াল বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে ফোন করেন। সুকান্ত বলেন, টুম্পা কয়ালের স্বামীকে মারধর করা হয়েছে শুনেছি। গত রবিবার নেটওয়ার্কের সমস্যায় ফোন ধরতে পারেনি। সোমবার কথা বলব।

বেহাল পথে দুর্ভোগ রাজারহাটে! স্বপ্নের ৪ লেন পেতে রোজ দু ঃস্বপ্নের যাত্রা

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ কলেজ যাবেন বলে সকালবেলা স্কুটি নিয়ে বেরিয়েছিলেন কাশীনাথপুরের একটি আবাসনের বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা পাল। পাথরঘাটা-রাজারহাট মেন রোড হয়ে কিছুটা এগোতেই রাস্তার ওপর পড়লেন আছাড় খেয়ে। গোটা রাস্তা জুড়েই জলকাদা।ওমরহাটির বাসিন্দা আলমগীর মোল্লা সাইকেলে করে সব্জি নিয়ে বিষ্ণুপুর যাচ্ছিলেন। কালিকাপুরের কাছে রাস্তার ওপর পড়ে থাকা বড় পাথরে পিছলে পড়লেন তিনি। কাদায় নষ্ট হয়ে গেল সমস্ত সব্জি, নিজেও জখম হলেন।দুটো কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নিত্যদিন এমনটা ঘটছে রাজারহাট-পাথরঘাটা রোডে। মাত্র সাড়ে ৬ কিলোমিটার পথ যেতে লেগে যাচ্ছে আধ ঘণ্টাও বেশি। প্রাক বর্ষায় রাস্তার বড় বড় গর্তে জল জমেছে। প্রশাসন ও পূর্ত দপ্তরের কর্তারা রাস্তা নিয়ে অভিযোগ শুনছেন না, দাবি বাসিন্দাদের একাংশের। বারাসত হাইওয়ে ডিভিশনের এক কর্তা জানাচ্ছেন, বিষ্ণুপুর বটতলা থেকে পাথরঘাটা বাজার পর্যন্ত বর্তমান রাস্তাটিকে চার লেন করা হচ্ছে।আর সেটা করতে গিয়েই যত সমস্যা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে নিউ টাউন লাগোয়া রাজারহাটের বিষ্ণুপুর-পাথরঘাটা সাড়ে ছ'কিলোমিটার রোডের বিপুল সংস্কারের সিদ্ধান্ত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রায় ১৭ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করেছে পূর্ত বিভাগ। কয়েক মাস আগে থেকে এই সংস্কারের কাজ শুরু হলেও তা ধীরগতিতে হওয়ায় নিত্যযাত্রীরা সমস্যায় পড়ছেন, অভিযোগ এমনই।পিডব্লিউডি সূত্রের খবর, রাস্তাটি চার লেনের হবে। মাঝখানে থাকবে ডিভাইডার। তাই জায়গা বের করতে রাস্তার দু'দিকে একাধিক গাছ কাটা হচ্ছে, সরছে অস্থায়ী ঝুপড়ি। ইলেকট্রিক খুঁটি উপড়ে চালু রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড কেব্ল পাতার কাজ। রাস্তায় কয়েকটি কালভার্ট নির্মাণের কাজও হচ্ছে। এতগুলো কাজ চলার ফলেই যাতায়াতে প্রতিনিয়ত ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন পাথরঘাটা এবং বিষ্ণুপুর দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাপনা, গাঁড়াগড়ি, কাশীনাথপুর, কালিকাপুর, মহম্মদপুর, জামালপাড়া, বসিনা অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ।ভুক্তভোগী বাসিন্দাদের বক্তব্য, দীর্ঘ কয়েক বছর পরে পাথরঘাটা-বিষ্ণুপুরের রাস্তা চওড়া হচ্ছে বলে তাঁরা খুশি ঠিকই, তবে দুর্ভোগও প্রবল পোহাতে হচ্ছে। ওই পথেই অটো এবং বাস চলাচল করে পাথরঘাটা থেকে রাজারহাট পর্যন্ত। স্থানীয় অটোচালক মানিক মণ্ডল বলছেন, ‘ রাস্তার কিছুটা অংশ সারিয়ে বাকিটা ভাঙতে পারত পূর্ত দপ্তর। গোটা পথটাই একসঙ্গে খুঁড়ে ফেলায় বিপদ বেড়েছে নিত্যযাত্রীদের। রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর করের বক্তব্য, এলাকার মানুষের অনেকদিনের দাবি, নিউ টাউনের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ চাই। রাস্তাটা হয়ে গেলে সাপুরজি, টাটা মেডিকেল, ইকোস্পেস, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রামীণ রাজারহাটের যোগাযোগ সহজতর হবে। ভাঙড়-হাড়োয়ার মানুষও উপকৃত হবেন।কবে মিটবে সমস্যা? পূর্ত দপ্তরের এক ইঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য, ডাবল লেনের রাস্তাকে চার লেন করা হচ্ছে। ফলে রাস্তার পাশ থেকে প্রচুর গাছপালা, ইলেকট্রিক পোল, অবৈধ দোকান সরাতে হচ্ছে। জল নিকাশির জন্য কালভার্ট ড্রেন তৈরি করতে হচ্ছে। পুরোটা ঠিক হতে বছরখানেকের ওপর সময় লাগবে।

আবাস যোজনার তৈরি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে নবান্ন ,ত্রুটিমুক্ত তালিকা তৈরির নির্দেশ গেল জেলায়

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ কেন্দ্রের মোদী সরকার বাংলার বকেয়া টাকা আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ। ১০০ দিনের কাজের টাকা দেয়নি। সেই বকেয়া টাকা শ্রমিকদের সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এছাড়া একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকারই। ভোটের প্রচারে আবাস যোজনার বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট মিটতেই ওই প্রকল্পের উপভোক্তাদের তালিকা ফের যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সেই নির্দেশ মেনে একশো ভাগ ত্রুটিমুক্ত উপভোক্তা তালিকা তৈরির বার্তাও জেলা প্রশাসনের কর্তাদের দিয়েছে পঞ্চায়েত দফতর। যদিও পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য ভাল। স্বচ্ছতার সঙ্গে সমঝোতা আমরা করি না। একটা ভুল বেরোলেও তো শোরগোল পড়তে পারে। তাই একশো ভাগ খাঁটি তালিকার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।ন্ডএই প্রকল্পে ১১ লক্ষ উপভোক্তা ধরলে, রাজ্য সরকারকেই ১৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা (মাথাপিছু ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার হিসেবে) খরচ করতে হবে। টানাটানির সংসারে যা খুবই কঠিন। তবে মন্ত্রী-আধিকারিকদের অনেকের মতে, তৃতীয় এনডিএ সরকার অনেকটাই শরিক-নির্ভর। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্বে ‘ মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহ বা প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জনও নেই। তাই নতুন মন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানের থেকে ইতিবাচক পদক্ষেপের আশা করছে রাজ্য। প্রশাসনের একাংশের মতে, সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন তালিকা কেন্দ্রের সামনে তুলে ধরে বরাদ্দ নিশ্চিত করার লক্ষেই জেলা প্রশাসনের চাপ বাড়াচ্ছে নবান্ন।দ্বিতীয় এনডিএ সরকারের প্রায় অর্ধেক সময় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বরাদ্দ বন্ধ ছিল । ২০১৮ সালে যে ‘ প্লাস’ (প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়) শুরু হয়েছিল তা শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২২ সালে। রাজ্যের দাবি, প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকায় ৩৩ লক্ষের নাম থাকলেও, প্রয়োজনের নিরিখে ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার উপভোক্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের পর্যায়ে রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে ৩৪ হাজারের নিজস্ব জমি না থাকায় ১১ লক্ষ ২ হাজার উপভোক্তাকেই অনুমোদন দেয় কেন্দ্র।বাজেটের তথ্য অনুযায়ী চলতি আর্থিক বছরে (২০২৪-২৫) রাজ্যের আয়ের সম্ভাবনা ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ১১৪ কোটি টাকা। খরচ হতে পারে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ১১৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ আয়ের তুলনায় ব্যয় হবে দু'কোটি টাকা বেশি। এই অবস্থায় অত বিপুল বরাদ্দ কী ভাবে ব্যবস্থা করবে রাজ্য? সরকারের অন্দরের বক্তব্য, প্রথম কিস্তিতে ৫০ শতাংশ, পরের দু'টি কিস্তিতে ৪০ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ টাকা ছাড়া হতে পারে। কিন্তু তা-ও এই আর্থিক বছরে প্রথম কিস্তিতে ৬০ হাজার টাকা দিতে হলে খরচ অতিরিক্ত হবে ৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। তার সংস্থান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রীর কথায়, তুলনায় দুর্বল সরকার। তাই সুবিধা তো একটু হওয়া উচিত। নতুন মন্ত্রী সদ্য দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি একটু থিতু হলেই এগোনো হবে। তা ছাড়া, কেঃদ্রই তো ২০২২ সালের নভেম্বরে রাজ্যের উপভোক্তা তালিকাকে অনুমোদন দিয়েছিল! তাঁর সংযোজন, তবে এটাও ঠিক, একশো ভাগ নিশ্চিত না হলে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন না। তিনি নিশ্চয় ইতিমধ্যেই অর্থ সংস্থানের পরিকল্পনা সেরে ফেলেছেন। তবে কেউ কেউ এ-ও বলছেন, নতুন মন্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা ব্যর্থ হলে রাজ্যের সামনে ধারের রাস্তা তো খোলাই আছে।

২০২৩ সালে প্রতি মাসে ১৪ লক্ষেরও বেশি ভিসার আবেদন জমা পড়েছেঃএস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃ দ্বাদশ পাসপোর্ট সেবা দিবস উপলক্ষ্যে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ভারতে ও বিদেশে থাকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি জানান, বিদেশ মন্ত্রক ২০২৩ সালে ভারতীয় নাগরিকদের ১.৬৫ কোটি পাসপোর্ট-সম্পর্কিত পরিষেবা প্রদান করেছে এবং প্রতি মাসে ১৪ লক্ষেরও বেশি ভিসা আবেদন জমা পড়েছে।ভারত এবং বিদেশে থাকা সমস্ত পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষকে শুভেচ্ছা জানিয়ে জয়শঙ্কর উল্লেখ করেছেন, বিদেশ মন্ত্রক কেন্দ্রীয় পাসপোর্ট সংস্থার সঙ্গে এই উপলক্ষকে চিহ্নিত করছে এবং সময়মত ভারতের নাগরিকদের পাসপোর্ট এবং সম্পর্কিত পরিষেবা প্রদানের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ এবং দক্ষ পদ্ধতিতে পুনর্নবীকরণ করছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চিঠি লিখলেন দিল্লির মন্ত্রীরা, জল সঙ্কট সমাধানের আহ্বান

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃদিল্লিতে জল সঙ্কটের সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একটি চিঠি লিখেছেন দিল্লির মন্ত্রীরা। সেই চিঠিতে জাতীয় রাজধানীতে জল সঙ্কটকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছেন তাঁরা। সোমবার দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই এই কথা বলেছেন।এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রেখে দিল্লির মন্ত্রী গোপাল রাই, সৌরভ ভরদ্বাজ, কৈলাশ গেহলট এবং ইমরান হুসেন বলেছেন, অতিশীর অনির্দিষ্টকালের অনশন চতুর্থ দিনে প্রবেশ করেছে এবং তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। সোমবার অতিশীর অনশনস্থলে বৈঠকের পরই দিল্লির মন্ত্রীরা জল সঙ্কটের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অন্যদিকে জলের জন্য দিল্লির জলমন্ত্রী অতিশীর অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন সোমবার চতুর্থ দিনে পড়ল। সোমবার অনশন মঞ্চ থেকে অতিশী জানিয়ে দিলেন, ২৮ লক্ষ দিল্লীবাসী জল না পাওয়া পর্যন্ত অনশন চলবে। অতিশী এদিন বলেছেন, আমি অনশনে করছি, কারণ দিল্লিতে জলের প্রবল ঘাটতি রয়েছে। গত ৩ সপ্তাহ ধরে, হরিয়ানা দিল্লিবাসীদের জল সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে। হরিয়ানা সরকার গত ৩ সপ্তাহ ধরে দিল্লিতে ১০০ এমজিডি কম জল দিচ্ছে।এরপরই অতিশী বলেছেন, গত রবিবার ডাক্তার এসে আমার শারীরিক পরীক্ষা করলেন। তিনি বলেন, আমার বিপি কম হচ্ছে, আমার সুগার কম হচ্ছে, ওজন কমছে। তিনি আরও বলেন, কিটোনের মাত্রা অনেক বেড়ে গিয়েছে। কিটোনের মাত্রা এত বেড়ে যাওয়া ভালো নয় বলে পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক। এটি শরীরের ক্ষতি করতে পারে, এটি স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু আমার স্বাস্থ্য যতই খারাপ হোক, শরীরে যতই ব্যথা থাকুক না কেন, এই অনশন করার জন্য আমার সংকল্প দৃঢ়। আর যতক্ষণ না পর্যন্ত ২৮ লক্ষ দিল্লিবাসী জল না পাচেছন, ততক্ষণ আমার অনির্দিষ্টকালের অনশন চলবে।

বিষমদ কাণ্ডে ফের স্ট্যালিনের ইস্তফা চাইলেন পালানিস্বামী, একহাত নিলেন ডিএমকে-কে

চেন্নাই, ২৪ জুন ঃ তামিলনাড়ুর কাল্লাকুরিচি জেলায় বিষমদ কাণ্ডে আবারও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের ইস্তফা চাইলেন এআইএডিএমকে নেতা তথা বিরোধী দলনেতা ই কে পালানিস্বামী। একহাত নিয়েছেন স্ট্যালিনের দল ডিএমকে-কে। পালানিস্বামী বলেছেন, বেআইনি মদ বিক্রির নেপথ্যে রয়েছে ডিএমকে-র লোকজন।সোমবার ই কে পালানিস্বামী বলেছেন, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনকে পদত্যাগ করতে হবে। আমি, সমস্ত এআইএডিএমকে বিধায়ক বিষমদ কাণ্ডে রাজ্যপাল আর এন রবির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। পালানিস্বামী আরও বলেছেন, আমি মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনের মতো নই। ডিএমকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মা. সুব্রহ্মণ্যন দাবি করেছেন, তাঁদের কাছে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ মজুত রয়েছে। তবে, আমরা যে ওষুধের কথা বলছি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী অন্য কথা বলছেন।

বিশ্ব টেবিল টেনিসঃপ্রথম ভারতীয় হিসেবে সৃজা আকুলা জিতলেন ডাবলসের খেতাব

লাগোস, ২৪ জুন ঃ বর্তমান সময়ে ভারতীয় টেবিল টেনিস ও বিশ্ব টেবিল টেনিসে অন্যতম জনপ্রিয় একজন প্যাডলার সৃজা আকুলা। প্যারিস অলিম্পিক যাওয়ার আগে তিনি এক নজির তৈরি করেছেন। নাইজেরিয়ার লাগোসে রবিবার তিনি প্রথম ভারতীয় প্যাডলার হিসেবে ডব্লুটিটি আয়োজিত কন্টেন্ডারে সিঙ্গেলসের খেতাব জয়ের নজির গড়েছেন। সৃজার এই

ফোনেই থাকবে কেস ডায়েরি, সাধারণ মানুষের জন্য দুর্দান্ত অ্যাপ আনছে কলকাতা পুলিশ

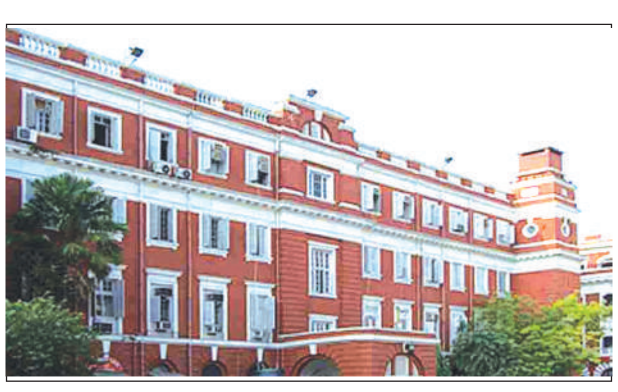

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ আইন-শৃঙ্খলা, ট্র্যাফিক এবং শহরের প্রবীণ নাগরিকদের সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য নয়া অ্যাপ আনছে কলকাতা পুলিশ। কেস ডায়েরি থাকবে পুলিশের হাতের মুঠোয়। প্রয়োজনে মোটা ফাইল বয়ে বেড়ানোর বদলে এবার মোবাইলেই রেখে দেওয়া যাবে পুরো কেস ডায়েরি।পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি থানার পুলিশ আধিকারিকরা এই অ্যাপটির ব্যবহার শুরু করেছেন।এখনও বহু ক্ষেত্রে পুলিশ (Police) ডিজিটালের বদলে কাগজের নথিই ব্যবহার করে। সেই তালিকায় রয়েছে মামলার কেস ডায়েরিও। এই ক্ষেত্রে মামলার তদন্তকারী আধিকারিককে যাবতীয় নথিপত্র সংগ্রহ করে তা ফাইলেই রাখতে হয়। প্রয়োজনমতো সেই ফাইল থেকেই কাগজপত্র বের করতে হয়। আবার আদালতে (Court) বিচারক কেস ডায়েরি দেখতে চাইলে পুরো ফাইলটিই তাঁর হাতে পুলিশ আধিকারিক তুলে দেন। কিন্তু এত কাগজপত্র একই ফাইলে থাকার ফলে পুলিশ আধিকারিকরা অনেক সময় সমস্যায়ও পড়েন। বিশেষ করে যখন অনেক দিন পর মামলার শুনানি শুরু হয়, অথবা কোনও মামলা ফের শুরু হলে আদালত সমন দিলে ওই কেস ডায়েরির ফাইল পুলিশ আধিকারিকদের আবশ্যিকভাবে নিয়ে যেতে হয়।এই সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতেই এবার একটি বিশেষ ‘ ডায়েরি অ্যাপ’ তৈরি করছে পুলিশ।ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে। বেহালা অঞ্চলের কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের মোবাইলে ডাউনলোড করা হয়েছে অ্যাপটি। এই অ্যাপে কেস ডায়েরি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আপলোড করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে আপলোড হচ্ছে ফরেনসিক রিপোর্ট ও যাবতীয় ছবিও। প্রত্যেকটি মামলার জন্য এই অ্যাপে আলাদা আলাদা ফোল্ডার থাকছে। কোনও ঘটনা ঘটার পর তার তদন্ত শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ আধিকারিক শুরু থেকেই যাবতীয় নথিপত্র ওই অ্যাপে আপলোড করতে পারবেন। এমনকী, প্রয়োজনমতো ঘটনাস্থলের ছবি তুলেও তা ‘ সেভ করে রাখা যাবে ওই ফোল্ডারে। এর পর থেকে তদন্তের যা যা নথি পুলিশ আধিকারিক সংগ্রহ করবেন, তা তিনি সহজেই সেগুলি কেস ডায়েরি অ্যাপে সংগ্রহ করতে পারবেন। এই অ্যাপটি পরীক্ষায় পাস করলে তা প্রথমে বেহালা অঞ্চলের সব পুলিশ আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে। ক্রমে ওই অ্যাপ কলকাতা পুলিশের অন্য আধিকারিকরা ব্যবহার করতে পারেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৫জুন মার্ট ঃমঙ্গলবার, ১০ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১০ আষাঢ় মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১০ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১০ আষাঢ় মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৮ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৮.০৫ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৭০শতকরা। বৃষ্টিহয়েছে সোমবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল -৭টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন হবে। **বৃষভ রাশিঃ**যার অস্তিত্ব আছে সেইদিকে আপনার চিন্তা এবং উদ্যম চালনা করুন। শুধু চিন্তা করে গেলে কিছু লাভ নেই।। **মিথুন রাশিঃ**যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। আজ আপনার সামনে উপস্থাপিত বিনিয়োগ স্কিমগুলিকে নিয়ে দুইবার ভাবা উচিত। একটি ।
কর্কট রাশিঃশারীরিক সুস্থতা এবং ওজন কমানোর কর্মসূচী আপনাকে আরো ভালো আকারে আনতে সাহায্য করবে। অর্থ ব্যয়। **সিংহ রাশিঃ**আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা। বিবাহের যোগ হতে পারে। **কন্যা রাশিঃ**আপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। সন্তান হতে পারে। **তুলারাশিঃ**সামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। সংসারে শান্তি হতে পারে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। বিবাহের যোগ হতে পারে। **ধনু রাশিঃ**বাইরের কাজকর্ম আপনাকে লাভ দেবে। দুর্গের মত শৈলীতে ভালোবাসা এবং সর্বদা নিরাপত্তার চিন্তা কেবলমাত্র আপনার শারীরিকের পাশাপাশি মানসিক বিকাশকেই ব্যাহত করে। **মকর রাশিঃ**ব্যস্ত কাজের সূচী আপনাকে খিটখিটে করে তুলতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে। **কুম্ভ রাশিঃ**কথা বলবার আগে দুবার ভাবুন। আপনার মতামতগুলি অজান্তেই কারোর অনুভূতিকে আহত করতে পারে। শুভ রং নীল **মীন রাশিঃ**আপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আপনি চমকার নতুন ধারণা নিয়ে আসবেন যা আপনাকে আর্থিক ভাবে লাভবান করবে। আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত উপহার এবং উপঢৌকন পাবেন। যারা তাদের প্রেমিক থেকে দূরে থাকেন তারা

কলকাতার ব্রিটানিয়া কোম্পানিতে বিস্কুট তৈরি বন্ধ হয়ে গেল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুন ঃ বাংলায় বন্ধ হয়ে গেল আরও এক কারখানা। তারাতলার ব্রিটানিয়া কোম্পানিতে আর তৈরি হবে না বিস্কুট! কলকাতার বুকে ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে থাকা এই কারখানার কাজ সোমবার বন্ধ হয়ে গেল। বিপুল জনপ্রিয় এই বিস্কুটের ব্র্যান্ড। কিন্তু আজকাল আর লাভের মুখে দেখছিল না ব্রিটানিয়া। সেই কারণেই তারাতলার কারখানা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কর্মীদের একাংশের দাবি। যদিও কারখানা কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে সরকারিভাবে কিছুই জানায়নি।

জানা গেছে, স্থায়ী কর্মীদের ১৩ লক্ষ টাকা থেকে ২২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিয়েছে তারাতলার ব্রিটানিয়া কোম্পানি। ১০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে কাজ করা কর্মীরা সবথেকে বেশি টাকা পেয়েছেন, ২২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। ছ থেকে দশ বছরের নীচে যারা চাকরি করেছে, তাঁদেরকে তাঁদেরকে ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দিয়েছে কোম্পানি। আর তারও কম সময়ে যারা কর্মরত ছিল তারা ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করে পেয়েছে। ১২২ জন স্থায়ী কর্মীর পাশাপাশি বর্তমানে এই কোম্পানিতে ২৫০ জন অস্থায়ী কর্মী ছিলেন। এদিকে অস্থায়ী কর্মীদের অভিযোগ, তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি এবং দেওয়া হবে বলে কোনও আশ্বাস দেয়নি কর্তৃপক্ষ। কর্মীদের একাংশ জানিয়েছে, সোমবার তারা কাজে গিয়ে হঠাৎ করেই কারখানার গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস দেখতে পান। দেশের অন্যতম বড় খাবার প্রস্তুতকারী সংস্থা ব্রিটানিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গে তাদের তৃতীয় বৃহত্তম মার্কেট। বছরে ৯০০ কোটি টাকার বেশি লাভ করে এই কোম্পানি। তবে তারাতলার কারখানা বন্ধ হলেও বিস্কুট উপাদনের কাজে কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না বলে কোম্পানির এক আধিকারিক দাবি করেছেন। কলকাতা বন্দরের ১১ একর জমির ওপর তৈরি হওয়া এই ব্রিটানিয়া কারখানা ২০১৮ সালেই জমির লিজ ৩০ বছর পর্যন্ত পুনর্নবীকরণ করেছিল। সেই সময়ে কর্তৃপক্ষ ৩০০-৩৫০ কোটি টাকা বাংলায় নতুন করে বিনিয়োগ করার কথাও ভেবেছিল বলে জানা গেছে। তবে জমির লিজের মেয়াদ পুনর্নবীকরণের ৬ বছরের মধ্যে কেন তারাতলার কারখানা বন্ধ হল, তার স্পষ্ট উত্তর মিলছে না। বাংলায় চাকরি নেই, শিল্পের অভাব বলে আক্রমণ করতেই থাকে বিরোধীরা। বাংলায় বন্ধ হয়ে গেল আরও এক কারখানা। তাই প্রতিবাদের ঝাঁজ আরও বাড়বে।

এলাকাজুড়ে গজিয়ে ওঠা চোলাইয়ের ঠেক ভেঙে আগুন ধরিয়ে দিলেন গ্রামের মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ জুন ঃ হাওড়ার জগবল্লভপুরের শঙ্করহাটি নবাসনে চোলাই মদের ঠেক ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দিলেন এলাকার মহিলারা। সোমবার সকালে এলাকা জুড়ে বেশ কয়েটি চোলাইয়ের ঠেকে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। অভিযোগ, প্রশাসনের নাকের ডগায় এতদিন ধরে বেআইনিভাবে চলছিল এইসব মদের ঠেক। অবশেষে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙায় এর প্রতিবাদে সোমবার সকালে এলাকার মহিলারা ব্যাপক ভাঙচুর চালায় চোলাই মদের ঠেকে। ঘটনাস্থলে জগবল্লভপুর থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা আল্পনা মন্ডল বলেন, এখানে চোলাই মদ বিক্রি হত। অনেক বাড়ির পুরুষরা সেখানে যেত। এই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি লেগে থাকত। মারধর করত। এই নিয়ে বাড়িতে ঠিকমতো খাওয়া হতনা। বাচ্ছাদের দেখত না। বাচ্ছাদের পড়াশোনার খরচ দিত না। লক্ষ্মী

ভান্ডারের টাকা দিয়ে কোনওরকমে সংসার চলছে। আমরা চাইছি এখানে মদ বিক্রি বন্ধ হয়ে যাক। আজ ভাঙচুর করা হয়েছে। আবার যদি মদ বিক্রি হয় তাহলে আবার ভাঙা হবে। এই ব্যাপারে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। এদিন প্রশাসন আমাদের সাহায্য করেছে। আরেক বাসিন্দা সুলেখা মালিক বলেন, স্বামীরা মদ খেয়ে বাড়িতে এসে মারধর করে। এখানে অনেকগুলো মদের ভাটি ভাঙা হয়েছে। আমরা চাইছি মদ বিক্রি বন্ধ হোক। এই ব্যাপারে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। যতদিন না মদ বিক্রি বন্ধ হচ্ছে ততদিন আমাদের আন্দোলন চলবে।

কাজ শুরু হলো দীর্ঘ প্রতিক্ষিত গঙ্গাসাগর সেতুর

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৪ জুন ঃ সু ন্দরবন তথা সাগর বাসীদের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে এবার এবার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়তে চলেছে গঙ্গাসাগর। বিদ্যুতের টাওয়ারের পাশ দিয়েই মুড়িগঙ্গার সেতু তৈরি হতে চলেছে।এবারের রাজ্য সরকারের বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, মুড়িগঙ্গা নদীর উপর সেতু রাজ্য সরকারই তৈরি করবে।আর ভোট মিটতেই সেই সেতু নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু করে দিল প্রশাসন। কবেথেকে এবং কীভাবে এই সেতু তৈরি হবে, নদীর উপর কোন অংশ দিয়ে সেটি যাবে এসব নিয়ে কিছু পরিকল্পনা ও হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গেল,ইতিমধ্যে এই সেতুর প্রাথমিক একটি নকশা তৈরি করেছেন ইঞ্জিনিয়াররা। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মুড়িগঙ্গা নদীর উপর বসানো বিদ্যুতের টাওয়ার গুলির সমান্তরালে এই সেতুটি তৈরি হবে। পূর্তদপ্তর দপ্তর সূত্রে জানা গেল, এই সেতু তৈরি করতে অন্তত চার-পাঁচ বছর লাগবেই।এই সময়কালে ভেসেল পরিষেবা যাতে বিঘ্নিত না হয়, তা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। তাই জেটিঘাট থেকে দূরে একটি জায়গা চিহ্নিত করে সেখান থেকে সেতুর কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, বহু বছর আগে সমীক্ষা করে লট এইট থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত বিদ্যুতের টাওয়ারগুলি নির্দিষ্ট রুট ধরে বসানো হয়েছে। মোটের উপর ওই পথ ধরেই সেতুটি নিয়ে যাওয়া গেলে বাড়তি পরীক্ষা নিরীক্ষা খুব একটা করতে হবে না। সময় এবং সরকারের খরচ, দু'য়েরই সাশ্রয় হবে। প্রস্তাবিত এই সেতুটির মোট দৈর্ঘ্য হবে ৪.৭৬ কিলোমিটার। দু'টি বাঁক থাকবে সেতুতে। লট এইট এবং কচুবেড়িয়ার দিকে অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করতে ১২ একর জমি প্রয়োজন। মুড়িগঙ্গার উপরের অংশ হবে ৩১৬৮ মিটারের।লট এইটের দিকে অ্যাপ্রোচ রোড হবে ৯৩২ মিটার এবং কচুবেড়িয়ার দিকে থাকবে ৬৬০ মিটারের অ্যাপ্রোচ রোড। সেই জমি সরকার কিনে নেবে। এখন তার জন্য সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। মুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক জাহাজ চলাচল করে।আর তাই সেই কথা

মাথায় রেখে নদীর জলস্তর থেকে ১২ থেকে ১৩ ফুট উচ্চতায় সেতুটি তৈরি করা হবে বলে ঠিক হয়েছে।এও জানা গেল, কল্যাণীর ঈশ্বর গুপ্ত সেতুর যে ধরন, এখানেও ঠিক সেই ধাঁচে সেতু হবে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরিভাষায় একে বলে ' সেগমেন্টাল বক্স গার্ডার এক্সট্রা ডোজড ব্রিজ'।এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, সেতুর কাঠামো সেতুর মূল গার্ডারের শক্তি বৃদ্ধি করবে। নদীর উপর দুটি পিলারের মাঝে ১৫০ মিটারের তফা থাকার কথা রয়েছে। মূল দুই লাইনের সঙ্গে থাকবে একটি রিকভারি লেনও। অর্থাৎ তিন লাইনের ক্যারিয়েজওয়ে থাকবে এই সেতুতে। সূত্রের খবর, রাইটসকে এই প্রকল্পের ডিপিআর তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য পূর্ত দপ্তরের তরফে। যার শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে।তবে প্রকল্পের খরচ অনেকটাই বাড়ছে বলেই জানা গিয়েছে।আগে এই সেতুর নির্মাণ খরচ বাবদ ১২০০ কোটি টাকাধরা হলেও,বর্তমান হিসাবঅনুযায়ী এর খরচ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা। যার সম্পূর্ণটাই দেওয়া হবে রাজ্যের কোষাগারথেকে। ইতিমধ্যে, দ.২৪ পরগনার জেলা প্রশাসনের তরফে দুপারেই জমি কেনার কাজ ও শুরু হয়ে গেছে। রাজ্য সরকার চাইছে পুজোর আগেই এই সেতুর শিলান্যাসের কাজটা সেরে ফেলতে। সেই মতো প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এই সেতু তৈরি হয়ে গেলে সু ন্দরবনের আরও একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ (সাগর দ্বীপ) সড়কপথে জুড়ে যাবে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে।শুধু তাই নয়, কলকাতা থেকে গাড়ি করেই তখন সরাসরি পৌঁছনো যাবে কপিল মুনির আশ্রমে। সুবিধা পাবেন গোটা দেশের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। গঙ্গা সাগর মেলা আরও জমজমাট হয়ে যাবে। ইতিপূর্বে এভাবে সেতুর মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে সুন্দরবনের কাকদ্বীপ পাথরপ্রতিমা, ক্যানিং-বাসন্তী,কুলতলি মৈপীঠের মতো বিভিন্ন এলাকা। এব্যাপারে সাগরের বিধায়ক তথা রাজ্যের সু ন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বংকিম চন্দ্র হাজরা বলেন,রাজ্য সরকার তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিলে কথা রাখতে জানে। কেন্দ্রকে এতবার বলার পরে ও এই সেতু নির্মাণে তাঁরা এগিয়ে এলো না। আমাদের রাজ্য সরকার তাই সেই কাজ করে দেখিয়ে দিতে চলেছে। আর এই সেতু তৈরি হচ্ছে জেনে খুশি সাগরের মানুষ। এই সেতু তৈরি হলে পর্যটনে আলাদা মাত্রা এনে দেবে এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ গঙ্গাসাগর।

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে তরুণীকে গণধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ বারুইপুরে

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৪ জুন ঃ প্রেমিকাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে গণধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানা এলাকায়। ২ দিন নিখোঁজ থাকার পর বাড়ির কাছাকাছি একটি জলাশয়ে দেহ ভাসতে দেখা যায় সেই নিখোঁজ তরুণীর। রবিবার দুপুরে ঘটনার খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ সেখানে এসে দেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় রবিবার রাতেই বারুইপুর থানায় ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে প্রেমিক সহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। নির্যাতিতার সাথে ফেসবুকে আলাপ হয় অজয় মন্ডল নামে এক যুবকের। অজয়ের বাড়ি বারুইপুরের মদনপুরে। নির্যাতিতার পরিবার নরে ন্দ্রপুর থানা এলাকায় থাকত। অভিযুক্তের বাড়ির কাছাকাছি মামাবাড়ি নির্যাতিতার। শুক্রবার রাতে ৮টা নাগাদ বাড়ি থেকে ফোন করে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। বেশ কয়েকজন মিলে তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। মূল অভিযুক্ত অজয় এলাকায় খারাপ ছেলে হিসেবেই পরিচিত। এলাকার নানান মহিলাদের প্রতি কটুক্তি করত বলে অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। সেদিন থেকেই নিখোঁজ ছিল নির্যাতিতা তরুণী। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও কোন হদিস না পেয়ে বারুইপুর থানায় নিখোঁজ ডাইরি করেন। এরপর রবিবার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সোমবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার রাতে নিখোঁজ হওয়ার পর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। রাত্রি ১১টার পর নির্যাতিতার ফোনও বন্ধ হয়ে যায়। এখনো ফোন পাওয়া যায়নি। রবিবার উদ্ধার হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে ১ জুন দিদিমার সাথে মামাবাড়ি এসেছিল নির্যাতিতা। সেই থেকে মামাবাড়িতেই ছিল সে। এই ঘটনায় ধৃত দুজনকেই সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

পরীক্ষামূলক যাত্রার পরে রাতের মেট্রোয় নতুন সময়সূচি চালু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুন ঃ এক মাসের পরীক্ষামূলক যাত্রার পর সোমবার থেকেই রাতের মেট্রোয় নতুন সময়সূচি চালু হচ্ছে। গত ২৪ মে থেকে রাতে পরীক্ষামূলকভাবে এই পরিষেবা শুরু চালু করে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। আর এক মাসের মাথায় তার সময়সূচি বদল হতে চলেছে। এতদিন রাত ১১টায় ছাড়ত পরীক্ষামূলকভাবে চলা এই মেট্রো। সোমবার থেকে তা ছাড়বে আরও ২০ মিনিট আগে। সেক্ষেত্রে দমদম ও কবি সুভাষ থেকে মেট্রো ছাড়বে রাত ১০টা ৪০ মিনিটে। সপ্তাহে ৫ দিন, সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত পাওয়া যাবে এই পরিষেবা। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে ২৪ জুন থেকে পরীক্ষামূলকভাবে চলা এই মেট্রোর জন্য কোনও স্টেশনেই টোকেন কাউন্টার খোলা থাকবে না। এক্ষেত্রে স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করে যাত্রীরা মেট্রোয় চড়তে পারেন। আর নয়তো ইউপিআই পেমেন্ট মোড ব্যবহার করে সমস্ত স্টেশনে বসানো অটোমেটিক স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন (এএসসিআরএম) থেকে টোকেন সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা। রাতের মেট্রো সমস্ত স্টেশনেই দাঁড়াবে।

নিয়োগের দাবিতে ডায়মন্ড হারবারে ডেপুটেশন প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ২৪ জুন ঃ ২০০৯ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন ডায়মন্ড হারবারে। সোমবার ডায়মন্ড হারবার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন জমা দিল ২০০৯ -এর প্রাথমিকর চাকরিপ্রার্থীরা। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, ২০০৯ -এর ১৮৩৪ প্যানেলের প্রথমে ১৫০৬ ও পরে ৩৬৪ জনের প্যানেল ঘোষণা করা হলেও এখনও ১৮৩৪ প্যানেলে অনেক শূন্য পদ রয়েছে। সেই শূন্য পদে নিয়োগের দাবি জানিয়ে সোমবার ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন ২০০৯ -এর প্রাথমিকের চাকুরী প্রার্থীরা। এদিনের ডেপুটেশন কর্মসূচি থেকে চাকুরী প্রার্থীরা হুঁশিয়ারি দেন তাদের দাবি না মানলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।

বালি বোঝাই লরি উল্টে গিয়ে বিপত্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুন ঃবালি বোঝাই লড়ি উল্টে গিয়ে.বিপত্তি। স্থানীয.সূত্রে জানা যাচ্ছে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে.পাশে রশিদ পার্ক এর পাশে বালি বোঝাই গাড়ি উল্টে যায.। পাশেই বড় ঝিল সেই ঝিলের পার বেঁধে রাস্তার মেরামতির কাজ হচ্ছিল সুতরাং নরম মাটি থাকার জন্য গাড়ির চাকা বসে যায.তার পর পুরো গাড়িটি পাশের ঝিলে পরে যায। ঘটনাটি ঘটে আজ সকাল ৬ টার দিকে রশিদ পার্ক এ একটি নির্মাণের কাজের জন্য বালি নিয়ে.যাচ্ছিল চালক বুঝতে না পাড়ার জন্য এই ঘটনা ঘটে । ঘটনার খবর পেযে.কোনা ট্রাফিক গার্ড পুলিশ এর তরফ থেকে ২ টি খক্কি গাড়ি এনে প্রায.৩০ মিনিটের চেষ্টায.গাড়িটি কে তুলতে পারে। কোনো হতা হতের খবর নেই।

মোদীকে কটাক্ষ করে তথাগতের তোপের মুখে তৃণমূলের জহর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়ের তোপের মুখে পড়লেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি সচিব জহর সরকার। তথাগতবাবু এক্স বার্তায় জহরবাবুকে লিখেছেন, তোমার দিদিমার প্রতি তোমার আনুগত্য জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু আপনার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হচ্ছে, জওহর! আপনি ভুলে গেলেন যে পুরো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ডুবে যাচ্ছে! বিবেকানন্দ ফ্লাইওভার ভেঙে পড়েছে, মাঝেরহাট ব্রিজও। সন্দেশখালী হয়ে উঠেছে ধর্ষণ, জমি দখল ও অবৈধ অনুপ্রবেশের রাজধানী। রাজনীতি থেকে দূরে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের শিলিগুড়ির আশ্রমে ভূমি মাফিয়াদের হামলা হয়েছে! এসব হিমশৈলের চূড়ামাত্র। দশ ফুটের খুঁটি দিয়ে.কোনও শিল্পপতি এই অসহায় অবস্থা স্পর্শ করবে না! কর্মসংস্থানের

সন্ধানে বাঙালিরা চলে যাচ্ছে অন্যত্র! আইন-শৃঙ্খলা তার তলানিতে। নির্বাচনী হিংসা জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। পুলিশ রাজনৈতিক কূটকৌশলে পরিণত হয়েছে। তোমার লজ্জা করে না জহর! প্রকাশিত সংবাদের নমুনা যুক্ত করে জহরবাবু এক্স বার্তায় লিখেছিলেন, রাম লল্লার রাগ হয়েছে! অযোধ্যা বিজেপিকে বিতাড়িত করেছে। এবার প্রধানমন্ত্রী যে অযোধ্যা স্টেশনের উদ্বোধন করলেন সেই প্রাচীর ভেঙে পড়ল! এক সপ্তাহে বিহারে তিনটি সেতু ভেঙে পড়েছে। রাস্তা তলিয়ে যাওয়া, সি-লিঙ্কের জল, প্রধানমন্ত্রীর দুটি অহং প্রকল্প (সেন্ট্রাল ভিস্তা এবং জি ২০)। ন্যূনতম বৃষ্টিতে প্লাবিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অটল সুড়ঙ্গ! এর জেরেই তোপ তথাগতবাবুর। প্রসঙ্গত, রাম মন্দিরের উদ্বোধন এবং রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল অযোধ্যাধাম রেল স্টেশন। রাম মন্দিরের আদলেই তৈরি হয়েছিল এই স্টেশন। সেই নবনির্মিত স্টেশনের দেওয়ালই কি না ভেঙে পড়েছে বলে সম্প্রতি একটি ভাইরাল ভিডিও নিয়েই তুমুল হইচই হয় সামাজিক মাধ্যমে। সংবাদসংস্থা পিআইবি এবং কেন্দ্রের তরফে বলা হয়েছে এই ভিডিওটি ভুয়ো এবং বিভ্রান্তিকর। সাফ জানান হয়েছে, অযোধ্যার রেল স্টেশনের বাইরের একটি দেওয়াল ভেঙে পড়েছে এ তথ্য ঠিক, তবে তা পুরোনো স্টেশনটি। নবনির্মিত রেল স্টেশনের প্রতিটি অংশ অক্ষতই রয়েছে।

বিধানসভাতেই শপথ নিতে চান, রাজ্যপালকে চিঠি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুন ঃ বিধানসভা উপনির্বাচনের জয়ী দুই বিধায়কের শপথ নিয়ে বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। সোমবার সেই বিতর্কে নয়া মাত্রা যোগ হল। রাজ্যপালকে চিঠি পাঠালেন বরানগরের নবনির্বাচিত বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে তিনি রাজ্যপালের কাছে দাবি করেছেন, যেহেতু তিনি রাজ্য বিধানসভার সদস্য, তাই তাঁর শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান বিধানসভায় হলেই ভালো। পাশাপাশি, যেহেতু অধ্যক্ষ বিধায়কদের তত্ত্বাবধায়ক, তাই তিনি চান এক্ষেত্রে শপথ বাক্য পাঠ করানোর অনুমতি যেন তাঁকেই দেওয়া হয়। শনিবার সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে আগামী ২৬ তারিখ দুপুর ১২ টায় সায়ন্তিকাকে রাজভবনে শপথের কথা জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এরপর পালটা চিঠি দিয়ে রাজ্যপালকে বিধানসভায় শপথ নিতে চেয়ে অনুরোধ করলেন নবনির্বাচিত বিধায়ক। এদিন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় গিয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখাও করেন।

হাইকোর্টের নির্দেশ, তবু দখলদার হঠাতে গিয়ে স্থানীয় বাধায় থমকে গেল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুন ঃ কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে জমি দখলমুক্ত করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়ল পুলিশ। মাঝেরহাট স্টেশনের কাছে হেলেন কেলার সরণিতে এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়। বন্ধ কাজ। পুনর্বাসনের দাবিতে সরব এলাকাবাসী। পোর্ট ট্রাস্টের দাবি, হেলেন কেলার সরণিতে পোর্ট ট্রাস্টের জমি রয়েছে। সেখানে একটি ঝুপড়ি গড়ে উঠেছে। রয়েছে ক্লাব। করা হয়েছে বেআইনি নির্মাণ। জবরদখলকারীদের হঠাতে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় পোর্ট ট্রাস্ট। আদালতের নির্দেশে ওই এলাকায় যায় পুলিশ। সোমবার সকালে পুলিশ ও বুলডোজার দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পুলিশের তরফে মাইকে প্রচার করা হয়। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশের কথা জানানো হয়। তা সত্ত্বেও আং দালনে অনড় থাকে স্থানীয়রা। এলাকায় বসবাসকারীদের দাবি, আমরা দখল করিনি। এটা ফুটপাথ। পোর্টের গেট প্রায় ৬০০ মিটার দূরে। এখানে একটি ক্লাব রয়েছে। সেখানে নানা জনসেবামূলক কাজ হয়। ক্লাবে স্কুল চলে। সেখানে এলাকার কচিকাঁচারা পড়াশোনা করে। বিনা নোটিসে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত না করলে উচ্ছেদ সম্ভব নয় বলেই এককাট্টা এলাকাবাসীরা। তার ফলে আপাতত বন্ধ জবরদখলকারীদের উচ্ছেদের কাজ। যদিও পোর্ট ট্রাস্ট্রের তরফে দাবি করা হয়েছে, জমি দখল করে কোনও ক্লাব নয়, সেখানে তৃণমূল কার্যালয় ছিল। রাতারাতি ক্লাব তৈরি করে এবং জনসেবামূলক কাজের কথা বলে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করছেন স্থানীয়রা।

এসওটিসি একটি শক্তিশালী মার্কেট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে

কলকাতা ২৪ জুনঃ এসওটিসি ট্রাভেল, ভারতের অন্যতম প্রধান ভ্রমণ এবং পর্যটন সংস্থা, আজ পূর্ব ভারতের ভ্রমণ-প্রবণতা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করল। চমকপ্রদ বিষয় হল, এই তথ্য কলকাতার অবস্থানকে এসওটিসি ট্রাভেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উস মার্কেট হিসাবে তুলে ধরেছে-শুধুমাত্র শহর নয়, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি থেকেও চাহিদা বো।ছে, যা কোম্পানির বৃদ্ধির গতিপথকে মজবুত করে তুলছে। ইউরোপ (সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়া), জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া সহ প্রিমিয়াম গন্তব্যগুলির জন্য বছরের পর বছর প্রায় ২১ শতাংশ চাহিদা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে আছে কোম্পানি।

পশ্চিমবঙ্গ কলকাতার ২০২৪ সালের ভ্রমণ-প্রবণতা সংক্রান্ত তথ্য ঃ

. ২০২৪ সালে ভ্রমণ পরিকল্পনাঃ বছরের পর বছর ২১শতাংশ বৃদ্ধি।

. একাধিক ভ্রমণের ইচ্ছা ঃ গত বছরের তুলনায.২৫ শতাংশ বেশি।

. বেশি খরচঃগত বছরের তুলনায় ১৫-২০ শতাংশ বেশি।

. শীর্ষস্থানীয় গন্তব্যগুলি

০ অন্তর্দেশীয়ঃ কাশ্মীর, লাদাখ, চারধাম, সিকিম, আন্দামান, ভুটান এবং শ্রীলঙ্কা

০ আন্তর্জাতিক ঃ ইউরোপ, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, ভিয়েতনাম, বালি, সিঙ্গাপুর- মালয়েশিয়া, জর্জিয়া,

SOTC
A FAIRFAX Company

জাপান

০ নতুন উদীয়মান ঃ আজারবাইজান এবং দক্ষিণ কোরিয়া

০ ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ এবং দর্শনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বেড়েছে-অযোধ্যা এবং চারধাম

অন্যরকম পছন্দঃ অভিজ্ঞতামূলক ছুটি কাটানো, ডোমেস্টিক ক্রুজ, সাফারি এবং বাইক ট্রিপের প্রতি উচ্চ-আগ্রহ।

শীর্ষস্থানীয় গ্রাহক বিভাগঃ দীর্ঘ প্রজন্মের পরিবার, মিলেনিয়ালস এবং জেন জেড। সর্বাধিক বিক্রয় পণ্যঃ বালিতে দুর্গা পুজো - বালি, অসাধারণ ভিয়েতনাম - ভিয়েতনাম, জাপানে শারদোসব- জাপান, এশিয়া তে হইচই সঙ্গে থাইল্যান্ড-সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া এবং বিস্ময়কর পূর্ব ইউরোপ-পূর্ব ইউরোপ, অপূর্ব ফ্রান্স ও সুইস - ফ্রান্স এবং সুইস ডেলাইট, সু ন্দর ইউরোপ - বেলজিয়াম-সুইস-জার্মানি এবং অন্যান্য। মিঃ ড্যানিয়েল ডি'সুজা, প্রেসিডেন্ট এবং কান্ট্রি হেড - হলিডেজ, এসওটিসি ট্রাভেল বলেন কলকাতার এই অঞ্চল থেকে আমাদের শীর্ষ উৎস মার্কেটের চাহিদা বছরের পর বছর ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রীষ্মের মরসুমে এই অঞ্চল থেকে একইভাবে আন্তর্জাতিক এবং অন্তর্দেশীয় উভয় গন্তব্যেই গত বছরের তুলনায় ২৩ শতাংশেরও বেশি চাহিদার বৃদ্ধি ঘটেছে।

মজার বিষয় হল যে, গতানুগতিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব ভারতের ভ্রমণকারীরা পুজোর সময়ে তাদের পরিবারের সাথে সময় কাটাতেন, যেখানে আজকের ভ্রমণকারীরা ভ্রমণ করেন-- তাদের পরিবারের সাথে উৎসব উদযাপন করার জন্য। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আমরা ৩৫টিরও বেশি গ্রুপ এসকর্টেড ট্যুর এবং কাস্টমাইজড অপশনের মধ্যে একটি বিশেষভাবে পরিকল্পিত পুজো-পোর্টফোলিও প্রস্তুত করেছি।

এসওটিসি একটি ভারতীয় উদ্ভাবিত ব্রান্ড, যা ৭৫ বছর ধরে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে দেশে গোষ্ঠীয় সহগমিত ভ্রমণ নেতৃত্ব করেছে। কোম্পানি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে আজ, 'এসওটিসি'র চেয়ে ভারতীয় ভ্রমণকারীকে কেউ ভালো বোঝে না'

পাথরপ্রতিমায় এক বিজেপির দম্পতিকে মারধরের অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ২৪ জুন ঃ লোকসভা ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত এখনো দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। মথুরাপুর লোকসভার অন্তর্গত পাথরপ্রতিমার শ্রী ধরনগরে এক বিজেপি দম্পতিকে বেধ।ক মারধরের অভিযোগ উঠলো এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এমনকি ওই বিজেপি দম্পতির বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার অভিযোগ জানানোর পর এফআইআর তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে ওই দম্পতিকে।এরপর পুলিশেরউপস্থিতিতে সাদা কাগজে সই করিয়ে নেওয়ার ও অভিযোগ করেছেন ওই দম্পতি।আর এই ঘটনার পর থেকে আতঙ্কিত হয়ে গ্রাম ছে।ছেন ওই পরিবার বর্তমানে জয়নগর এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া করে আছেন তাঁরা। ওই বিজেপি কর্মী ডিআইজি,সু ন্দরবনের পুলিশ সুপার, কাকদ্বীপের এসডিপিওকে ও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।আর অভিযোগের তালিকায় নাম আছে গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার ওসি চন্দন পণ্ডিত ও সিভিক ভলান্টিয়ার তাপস মাইতির নাম। সু ন্দরবন পুলিশ জেলা সূত্রে জানা গিয়েছে,এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয় নি। এ ব্যাপারে পাথরপ্রতিমার তৃণমূল বিধায়ক সমীর জানা তাদের বিরুদ্ধে তোলা এই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পাল্টা তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে গোলমালের অভিযোগ তুলেছেন।আর এই দম্পতির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকাইত।

পূর্ব রেলের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে গত ৬ মাসে শতাধিক অসুস্থতা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুন ঃ রেলে যাত্রাপথে বুকে খুব ব্যাথা করছে? হার্ট অ্যাটাক মনে হচ্ছে? পেটে কোলিক পেইন? আর থাকতে পারছেন না? আপনার কোনো সহযাত্রী কি অজ্ঞান হয়ে গেছে ? ভাবছেন চলতি ট্রেনে ডাক্তার কোথায় পাবেন? কোনো চিন্তা নেই। রেলের রেল মদত হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯ আছে তো! এই হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯ ডায়াল করে বা রেল মদত অ্যাপে রেজিস্টার করে আপনি বা আপনার সহযাত্রী যে কেউ রেলের কাছ থেকে সাহায্যের জন্য আবেদন করতে পারেন। আপনাদের পাঠানো বার্তা সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল রুমে পৌঁছে যাবে এবং সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হবে যাতে রেলের সাহায্য যত দ্রুত সম্ভব আপনার কাছে পৌঁছায়। পূর্বরেলে এই সর্বভারতীয় হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯ বা রেল মদত অ্যাপের মাধ্যমে আসা অনুযোগগুলি প্রতিনিয়ত ২৪ x ৭ ভিত্তিতে মনিটর করা হচ্ছে এবং যাত্রীদের যথাসাধ্য সাহায্য করা হচ্ছে। গত ৬ মাসে পূর্বরেলের আসানসোল স্টেশনে ৪৭৯টি, মধুপুরে ২০৮ টি, ভাগলপুরে ৭৭ টি, রামপুরহাটে ১৪৫ টি, মালদা টাউন স্টেশনে ৩৮৪ টি এবং বর্ধমানে প্রায় ১০০ টির উপরে যাত্রাকালীন অসুস্থতা সংক্রান্ত হেল্পলাইন কল অ্যাটেন্ড করা হয়েছে এবং তার যথাযথ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছা।াও শিয়ালদহ, হাও।া ইত্যাদি বড় স্টেশনে এম্বুলেন্স সদা প্রস্তুত আছে যাত্রীদের সেবায়। রেলের এই অভিনব ব্যবস্থা রিয়েল টাইম প্রযুক্তিভিত্তিক দ্রুত সমাধানে সাহায্য করছে যাতে যাত্রীদের যাত্রাপথ আরও সুগম হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২০৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১০ আষাঢ়, ১৪৩১

রাশিয়া চিন কোরিয়া জোট

সম্পাদকীয়

রাশিয়া চিন এবং উত্তর কোরিয়া এখন আমেরিকা বিরোধী জোট তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। পুতিন এখন নেটোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সঙ্গে করে নিচ্ছে চিন, উত্তর কোরিয়া এবং পাকিস্তানকে। প্রয়োজন হলে আফগানিস্তানকে সঙ্গে করে নিতে পারেন পুতিন। তাহলে ইসলামিক দেশগুলি রাশিয়ার পক্ষে থাকলে পুতিন জোট শক্তিশালী হবে। এদিকে ভারত আবার মধ্যস্থানে নিজেকের অবস্থিত করার চেষ্টা করছে। ইউক্রেনের ব্যাপারে ভারত কোনও কথা না বললেও জি-৭ সম্মেলনে ভারত বলেছে যে তারা এই যুদ্ধ থামানোর পক্ষে। এদিকে রাশিয়া শর্ত দিয়েছে যে তারা যুদ্ধ বিরতি করতে পারে যদি ইউক্রেন নেটোতে যোগ দেবেনা বলে ঘোষণা দেয় এবং রাশিয়া যে চারটি শহর দখল করে নিয়েছে তাকে মেনে নিতে হবে ইউক্রেনকে। কিন্তু ইউক্রেন বলেছে যে বিনাশর্তে রাশিয়াকে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে হবে। ইউক্রেনের উত্তর পূর্বাংশে একনও স্থলপথ আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। ইতিমধ্যে দশটি গ্রাম দখল করে নিয়েছে রুশ সেনারা। এই মধ্যে ইউক্রেনে উপস্থিত হলেন আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। ইউক্রেনের পরিস্থিতি ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এখনই ইউক্রেনকে রক্ষা করতে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন চিন দেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি চিন রাশিয়ার ৭৫ তম বন্ধুত্বের পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে বেজিংয়ে উপস্থিত। কথা হয়েছে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে। চিন এবং রাশিয়া এদিন একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেছে। তারা সেখানে বলেছে যুদ্ধ থামাতে চায়। রাজনৈতিক সমাধান করতে প্রস্তুত। ইউক্রেনের সঙ্গে রাজনৈতিক পথ ধরে যুদ্ধ বন্ধ করতে সবাইকে একটি ছাতার তলায় আসার কথা বলেছেন পুতিন এবং শি জিনপিং। এদিকে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন ইজরায়েলের যুদ্ধ থামানো উচিত। প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দিয়ে ইজরায়েলের উচিত হচ্ছে গাজার যুদ্ধ থামানো। এদিকে ইজরায়েল থেকে বলা হয়েছে হামাস জঙ্গিদের নিধন না করা পর্যন্ত ইজরায়েল অস্ত্র ত্যাগ করবে না। ইজরায়েলকে ধ্বংস করে প্যালেস্টাইন কোনও সময়ে গড়ে তোলা যায় না। ইজরায়েলকে রক্ষা করতে বিশ্বের সব নাগরিকদের এগিয়ে আসা দরকার রয়েছে। ইজরায়েল আজকে আক্রান্ত তা নিয়ে কেউ একটি কথাও বলছে না। হামাস জঙ্গিরা ইজরায়েলকে ধ্বংস করে দিতে চায় তা নিয়ে কারোর মুখে কোনও কথা নেই। সবাই চুপ করে বসে রয়েছে। এজিকে ইউফক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন খারকিভের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। একনওঅবস্থা নিয়ন্ত্রণ থাকলেও ভালো নয়। ইউক্রন আজকে আক্রান্ত তা নিয়ে কেউ কোনও কথছ না এটাই হচ্ছে সবচেয়ে অবাক করার বিষয়। ইউক্রেনের সেনারা দখলদারদের চাপে রেখেছে। রাসিয়া বারবার নতুন করে আক্রমশ করতে শুরু করেছে। তার ফলে ইউত্রেনের মতো একটি ছোট দেশকে তৈরি হতে সময় লাগছে। লোকসভার নির্বাচনে সপ্তম দফা বা শেষ দফার ভোট নির্বিঘ্নে হল। কলকাতায় কোনও রকম রাজনৈতিক ঝেমেলা দেখা দেয়নি। ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণ। কোথাও কোনও রমক ঝামেলা হয়নি। তবে সাময়িক রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল তা মিঠিয়ে ফেলতে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী সক্রিয় ছিল। তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এবারে আসছে নির্বাচনের ফলাফলের দিন। সেই দিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে সমস্ত ভারতবাসীদের। কারা কেন্দ্রীয় সরকার গড়বে তা ঠিক হবে ভোটের ফলাফলের পর। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করেছেন যে যদি শাসক দল জেতে বা সরকার গঠন করে তাহলে অতীতের ভুল গুলোকে সংশোধন করতে হবে। আরও জনমুখী বাজেট পেশ করতে হবে। সাধারণ মানুষের কথা ভাবতে হবে। ভারতের অতি সাধারণ মানুষের সংখ্যা বেশি। ধনীর সংখ্যা তুলনায় কুবই কম বলা যেতে পারে। যারা এখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি তাদের দিকে তাকাতে হবে। না হলে মহান ভারত গড়ে তোলা একেবারে অবস্তব।যেসব কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা তাকে সফল করতে গেলে সাধারণ মানুষের কথাকে বেশি করে গুরুত্ব দিতে হবে। তাদেরকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

বিদেশি পড়ুয়াদের নিয়ে বড় ঘোষণা ট্রাম্পের

আমেরিকার কলেজ থেকে স্নাতক স্তরে পাশ করলেই বিদেশি পড়ুয়ারা হাতে পাবেন গ্রিন কার্ড। মার্কিন প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনের আবহে এই গোষনা করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের বলেন, আমেরিকার কলেজগুলো থেকে স্নাতক হওয়ার পরে ভারতীয় পড়ুয়ারা দেশে ফিরে কোটিপতি হয়ে যায়। এই বিষয়টা আটকানো দরকার। উল্লেখ্য, অভিবাসীদের তীব্র বিরোধী হিসাবেই পরিচিত ট্রাম্প। তাঁর মুখে এমন কথা শুনে অবাক ওয়াকিবহাল মহল। সম্প্রতি আমেরিকার একটি সমীক্ষায় উঠে এসেছে, মার্কিন ভোটারদের ৫৯ শতাংশই চান অভিবাসীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হোক। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অভিবাসী ইস্যু বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এহেন পরিস্থিতিতে একটি পডকাস্টে বিদেশি পড়ুয়াদের নিয়ে কথা বলেন ট্রাম্প। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী হয়েছেন তিনি। পডকাস্টে ট্রাম্প বলেন, আমি যেটা করতে চাই সেটা এরকম হবে। কেউ যদি আমেরিকার কলেজ থেকে ডিগ্রি লাভ করে তাহলেই গ্রিন কার্ড দেওয়া হবে ওই পড়ুয়াকে। সেই গ্রিন কার্ড ব্যবহার করে আমেরিকায় থাকতে পারবেন বিদেশি পড়ুয়ারা। এক প্রশ্নের উত্তরে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, এমন অনেক ঘটনা শুনেছি যে বিদেশ থেকে আমেরিকায় পড়তে আসা পড়ুয়ারা এখানে থেকে যেতে চেয়েছেন। মার্কিন সংস্থাগুলোয় কাজ করে সেখানকার উন্নতি করতে চেয়েছেন, কিন্তু পারেননি। ট্রাম্পের মতে, মার্কিন সংস্থাগুলোর উন্নতির জন্য বিদেশি পড়ুয়াদের অনেক পরিকল্পনা থাকে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা আমেরিকায় কাজে লাগানোর সুযোগ তারা পায় না। পড়ুয়ারা নিজের দেশে ফিরে গিয়ে স্বদেশীয় সংস্থায় সেই পরিকল্পনা প্রয়োগ করেন আর কোটিপতি হয়ে যান। তাঁদের মাধ্যমেই উন্নতি করে ভারত, চিনের মতো দেশের সংস্থাগুলো। সেটা যেন আটকানো যায়, সেই জন্যই গ্রিন কার্ড দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন ট্রাম্প। উল্লেখ্য, অভিবাসীদের উপরেই অনেকখানি নির্ভর করে মার্কিন অর্থনীতি। সেদেশের প্রচুর সংস্থায় কর্মরত আছেন বিদেশিরা। তাদের আটকাতেই এই পরিকল্পনা নিতে বলেছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

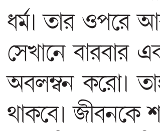

যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলেই দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলেই দিতে হয়।

মজার কথা বলে হাসাতেও পারতেন জীবনানন্দ

কৌশিক দাস

এক অধ্যাপকের বাড়িতে গিয়ে জীবনানন্দ চায়ে কয়েক বার চুমুক দিয়ে বললেন, 'চাটা যদি আপনার কথা মতো কড়া হত, তা হলেও উপভোগ্য হত।' লিখছেন সুদীপ জোয়ারদারবাংলা সাহিত্যের পাঠকেরাও কবি জীবনানন্দের ব্যক্তিরূপ এ ভাবেই কল্পনা করতে অভ্যস্ত হয়েছে। হয়। কিন্তু এ পরিচয় জীবনানন্দের সত্যিকারের পরিচয় নয়।কেউ বলেছেন, তিনি অন্তর্মুখী, আত্মসমাহিত। কেউ বলেছেন, তিনি নির্জনতম। কেউ বলেছেন তিনি সংসারপলাতক। আবার কেউ গলার পর্দা আরও একটু চড়িয়ে বলেছেন তিনি অমিশুক, অসামাজিক।বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরাও কবি জীবনানন্দের ব্যক্তিরূপ এ ভাবেই কল্পনা করতে অভ্যস্ত হয়েছে। হয়। কিন্তু এ পরিচয় জীবনানন্দের সত্যিকারের পরিচয় নয়। যাঁরা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশেছেন, তাঁরা দেখেছেন, তিনি সহজ, সরল, মিশুক, গল্পপ্রিয়, পরিহাসপটু এক সামাজিক মানুষ। হাসাতে পারতেন, নিজে হাসতেও পারতেন। এবং যে সে হাসি নয়। একেবারে লোককে চমকে দেবার মত হাসি। পরিচিত মহলে তার হাসি বিখ্যাত ছিল। তাঁর হাসিকে কেউ বলেছেন, 'উৎকট হাসি', কেউ বলেছেন 'অট্টহাসি', কেউ বলেছেন 'মেজাজি হাসি' ইত্যাদি। হাসির সময় জীবনানন্দ স্থান কাল ভুলে যেতেন। এই হাসির মধ্যেই ধরা পড়ত তাঁর সহজ সরল অন্তঃকরণ। বড়িষা কলেজে এক সহকর্মীর কাছে তিনি এক বার বলেছিলেন, 'বুদ্ধদেব বসু, নির্জন কবি নির্জন কবি বলে আমার সম্পর্কে একটা লিজেন্ড খাড়া করেছেন যেটা আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঠিক নয়।' বোন সুচরিতা দাশ 'কাছের জীবনানন্দ' তেও লিখেছেন, কবিকে ঘিরে জনশ্রুতি কতটা ভুল। জীবনানন্দের পথচলা ও আড্ডার সঙ্গী সুবোধ রায় লিখেছেন, জীবনানন্দ কতটা আড্ডাপ্রিয় ও পরিহাসপ্রিয় ছিলেন তার কথা। সুবোধ রায়ের স্মৃতি কথা থেকে জানা যায়, কবি গল্প করতে এতটাই ভালবাসতেন যে তাঁর বাড়িতে সন্ধেয় গল্প করতে গেলে অনেকদিনই রাত্রি একটা দেড়টা হয়ে যেত।জীবনানন্দের জীবনের (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ থেকে ২২ অক্টোবর ১৯৫৪) শেষ চাকরি হাওড়া গার্লস কলেজে। এই কলেজেই প্রথম জীবনানন্দ পেয়েছিলেন অধ্যাপনার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ। জীবনানন্দকে এই কলেজে ছাত্রী, শিক্ষক সবাই ভালবেসেছিল। তিনিও কলেজকে ভালবেসেছিলেন। পরিবেশ নিজের মনের মত হলে তিনি নিজেকে মেলে ধরতেন। হাওড়া গার্লস কলেজেও তার অন্যথা হয়নি। এই কলেজে জীবনানন্দের সহকর্মী ছিলেন অধ্যাপক অসিতকুমার বং়দ্যাপাধ্যায়। অসিতবাবু জীবনানন্দকে বর্ণনা করেছেন 'হাস্যপরিহাসের অংশভাগী' ও 'বন্ধুবৎসল' বলে। এই কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী জীবনানন্দকে বলেছেন 'একজন সঙ্গলোভী সামাজিক মানুষ।' তিনি লিখেছেন, 'জীবনানন্দের যে বিচিত্র মনোরম পরিচয় আমরা পাইয়াছি, স্মৃতির ভাণ্ডারে তাহার মূল্য অপরিমেয়।'জীবনানন্দ সম্পর্কে গড়ে ওঠা জনশ্রুতি নিয়ে স্ত্রী লাবণ্য

দাশ এক বার কবিতা সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে উষ্মাও প্রকাশ করেছিলেন। আসলে বাড়িতে যে মানুষটিকে সর্বক্ষণ দেখেছেন, তিনি যে একেবারেই আলাদা। বিয়ের পরে স্ত্রী যাতে ঠিকমত পড়শোনা করতে পারে তার জন্য যত্নশীল, বোন ভাইয়ের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ, প্রিয় মানুষদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে আগ্রহী, নীতির প্রশ্নে আপসে যেতে নারাজ এবং যথেষ্ট ব্যক্তিত্বেরও অধিকারী। এই মানুষটিকে তিনি ওই সব জনশ্রুতির সঙ্গে মেলাবেন কী ভাবে! তাঁর কাছে বাইরের ওই সব কথা অনেকটাই 'বানিয়ে তোলা'।বোন সুচরিতা দাশ লিখেছেন, 'জীবনানন্দ বাড়িতে এত মজার মজার কথা বলতেন যে সবাই হেসে কুটিপাটি হত। সে সময় দাদাটিকে দেখলে কে বলবে, ইনিই এত গুরুগম্ভীর কবিতা লেখেন!' মজার মজার কথা বলে অন্যকে হাসানোর স্বভাব জীবনানন্দের ছেলেবেলা থেকেই ছিল। এই স্বভাব সম্ভবত তিনি পেয়েছিলেন মাতুল বংশ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে। জীবনানন্দের দাদামশাই চন্দ্রনাথ দাশ ছিলেন রসিক মানুষ। তিনি অনেক হাসির গানও লিখেছিলেন। ভাই অশোকানন্দ লিখেছেন, 'পার্কে, রাস্তায় কোথাও হিউমারের গন্ধ পেলেই জীবনানন্দ দাঁড়িয়ে যেতেন। তারপর আড়ালে গিয়ে সঙ্গী বন্ধুর কাছে, অথবা বাড়িতে এসে নিকটজনেদের কাছে তা রসিয়ে পরিবেশন করতেন।'জীবনানন্দের রঙ্গ রসিকতার নানা গল্প তাঁর কাছের মানুষেরা লিখে গিয়েছেন। সত্যি জীবনানন্দের হদিশ পেতে গেলে সেই সব গল্পে একটু কান পাততে হবে। কয়েকটা উদ্ধার করা যাক। অশোকানন্দ আর তিনি তখন কলকাতার অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেন। তিনি বিএ, আর অশোকানন্দ আইএসসি। এক দিন সকালবেলা বাইরে থেকে দৌড়ে ঘরে ঢুকে ভাইকে একজন ধনী, নামজাদা অধ্যাপকের নাম করে বললেন, 'শিগগির আয়। দেখে যা হোস্টেলের সামনে দিয়ে কেমন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন!' নামজাদা, ধনী অধ্যাপক মশাই সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন শুনে অশোকানন্দ একটু অবাকই হলেন। দাদার সঙ্গে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে দেখেন, মলিন শার্ট পরে এক জন ভদ্রলোক সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন, যাঁর সঙ্গে অধ্যাপক মশাইয়ের চেহারার অনেক সাদৃশ্য। অশোকানন্দের লেখা থেকে দাদার কৌতুকপ্রিয়তার আর একটি গল্প। সেই সময় তিনি দিল্লিতে অশোকানন্দের কাছে আছেন। ভাইয়ের বাড়িতে অনেক বন্ধু, আত্মীয়স্বজনের সমাগম হয়েছে। এক দিন সকালবেলা অশোকানন্দ নিজের ঘর থেকে দাদাকে শুধোলেন, 'তোমার বাথরুম খালি আছে কি?' জীবনানন্দ জবাব দিলেন, 'দিল্লির মসনদ কি কখনও খালি হয়?'হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনাকালীন তাঁর রসরসিকতার অনেক কথা জানা যায়। যেমন, এক দিন এক অধ্যাপকের বাড়িতে গিয়েছেন সবার সঙ্গে। অধ্যাপক বন্ধুটি ছিলেন স্পষ্টবাদী এবং স্পষ্ট কথাটা বলতেন বেশ কড়া ভাবে। সবার জন্য চাজলখাবার এল। জীবনানন্দ চায়ে কয়েক বার চুমুক দিয়ে বললেন, 'চাটা যদি আপনার কথার মত কড়া হত, তা হলেও উপভোগ্য হত।' জীবনানন্দের অন্তরঙ্গ বন্ধু সুবোধ রায় লিখেছেন, 'রাস্তায় কোনও মোটা পুরুষ অথবা মহিলা দেখলে তিনি তাদের নিয়ে আড়ালে এসে নির্দোষ মস্করা করতেন। তাঁর আর একটি মস্করার বিষয় ছিল তাঁর মাথায় গজিয়ে ওঠা টাকটা নিয়ে।' জীবনানন্দের পরিচিত মূর্তির সঙ্গে এ সব মিলবে না। যেমন মিলবে না, সংসারে শান্তি আনার জন্য তাঁর ভাড়াটেকে উৎখাত করার তৎপরতা। আর্থিক দুরবস্থা ঘোচাতে নিজের ফ্ল্যাটের একটা ঘরে এক মাঝবয়সী মহিলাকে ভাড়াটে হিসাবে বসিয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই প্রকাশ পেল মহিলার স্বরূপ। মহিলার ঘরে অন্যধরনের লোকের সমাগম হতে লাগল। কবির মানসিক অশান্তি শুরু হল। তিনি উঠেপড়ে লাগলেন মহিলাকে উৎখাত করতে। সাহায্যের জন্য অনেক হোমরাচোমরা ব্যক্তিরও শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হল না। আইনি পথে সুবিধা করতে পারবেন না ভেবে, এক সময় গুন্ডা দিয়েও মহিলাকে উৎখাত করার কথা তিনি ভেবেছিলেন। এরপরেও কি জীবনানন্দকে 'সংসারপলাতক' বলা যাবে? অনেকের মতে বাড়ির এই দুশ্চিন্তাতেই ১৯৫৪ সালের সেই অভিশপ্ত ১৪ অক্টোবর ট্রামলাইন দিয়ে হাঁটার সময় তিনি অমন অন্যমনস্ক ছিলেন।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পদে আবার অজিত দোভাল

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ এই মুহূর্তে ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি হলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদষ্টা অজিত দোভাল। ভারতের চার মূর্তি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। ইঁনারা যেভাবে কাশ্মীরকে পুনর্গঠন করলেন সেটা সুফল আগামি দিনে পাওয়া সম্ভব হবে। দক্ষতার সঙ্গে অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করলেন। অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলা এবং তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার মতো কঠিন কাজ আর নেই। যখন সেই স্থানটির নাম কাশ্মীর। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি কাশ্মীর অশান্ত। তাকে শান্ত করার কোনও পথ কোনও সরকার খুঁজে বের করতে পারছে না। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোদি কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাশ্মীরটাকে একেবারে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে ফেল্‌লেন অজিত দোভালকে সঙ্গে নিয়ে। দোভালের ওপরে ভরসা রাখেন প্রধানমন্ত্রী মোদি । এটা কিন্তু কেউই ভাবতে পারেনি। কাশ্মীরে প্রায় অতিরিক্ত সেনা পাঠানোর পেছনে কোনও সরকারি গোপন সিদ্ধান্ত ছিল সেটা কিন্তু বেশ কয়েকজন উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কিন্তু তারা ভেবেছিল স্বাধীনতা দিবসের জন্য হয়তো এতো কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ। স্বাধীনতা দিবস কেটে গেলে কাশ্মীর থেকে অতিরিক্ত সেনা তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু সব অঙ্ককে ভুল করে দিয়ে একেবারে ৩৭০ ও ৩৫ এ ধারাকে একেবারে বাতিল করে. গোটা কাশ্মীরকে কেন্দ্র সরকার গ্রহণ করে নিল। লাদাখকে আলাদা করে দিয়ে একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করলো। এটাকে বলা যেতে পারে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। বিশ্বের কোনও নেতারা ভারত যে এইভাবে দক্ষতার সঙ্গে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেটা অনুভব করতে পারেনি। চিন পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল বেশ ক্ষুরধার বুদ্ধি রাখেন সেটার পরিচয় দেখতে পাওয়া গেল। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা দোভাল কোনও কাজ ফেলে রাখেন না। তিনি দেশের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। এর জন্যই ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে বেশি পচ্ছন্দ করেন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল একটি দেশের সম্পদ বলা যেতে পারে। তিনি যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন তা বর্তমানে অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এটা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এটা না করতে পারলে ভারতের মতো স্বাধীন দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হতো। তীক্ষন বুদ্ধি অধিকারী অজিত দোভাল। দূরদৃষ্টি রয়েছে তাঁর। দূরদৃষ্টি থাকার ফলে তিনি যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা সুফল পাওয়া সম্ভব হয়।

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ১৯৪৫ সালে উত্তরাখণ্ডের পূববর্তী ইউনাইটেড প্রদেশ গৌড়ওয়ালি পরিবারে পাউড়ি গড়ওয়ালের গিরি বানসিলুনে গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মেজর জিএন দোভাল। তিনি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পিতার পথকে তিনি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন ছোটবেলা থেকেই। পিতার মতো দক্ষ সেনা হওয়ার বাসনা তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা রাজস্থানের আজমারের আজমির মিলিটারি স্কুল (পূর্বতন নাম ছিল কিং জর্জ রয়্যাল মিলিটারি স্কুল) গ্রহণ করেন। তারপরে ১৯৬৭ সালে তিনি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কৌশল গত এবং সুরক্ষা বিষয়ক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান ও সহিত্যে এবং কুমুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। দেশকে নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করতে থাকেন। তিনি ভাবতেন দেশকে যদি সুরক্ষিত করা যায় তাহলে ভারতের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা সম্ভব। তার জন্য তিনি নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে আইপিএস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবেন। কেরল থেকে আইপিএস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে পাশ করেন ১৯৬৮ সালে। তারপরে তিনি অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে সন্ত্রাসবাদীদেরকে একেবারে নিকেশ করে দিয়েছিলেন। মিজোরাম এবং পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তিনি মোকাবিলা করে জয়ী হন। তাঁর মনের মধ্যে আছে অসাধারণ সাহস। যে সাহসের ওপরে ভিত্তি করে তিনি যে কোনও সময়ে যে কোনও মূহূর্তে যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। তিনি কীভাবে জয়কে নিতে আনতে হবে তার পরিকল্পনা মনে মনে এঁকে নিতেন। কারোর সঙ্গে আলোচনা করতেন না তাঁর গোপন কৌশল কি। কোনও পদ্ধতি গ্রহণ করলে জঙ্গিদের সঙ্গে মোকাবিলা করা অতি সহজ হবে তার কৌশল এঁকে নিতেন। তাঁর অসীম সাহসিকতাই তাঁকে আজকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পদে দেখতে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এটা ভারতের তথা ভারতবাসীর গৌরব বলা যেতে পারে দোভালকে। তিনি যে কোনও সময়ে ছদ্মবেশে রাস্তায় সাধারণ মানুষের মতো ঘোরাফেরা করতে পারেন। যেমন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিপ্লবী রাসবিহারী বোস ছিলেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বোস ইংরেজদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য কোনও কোনও সময়ে মেম সাহেব আবার কোনও সময়ে কুলি, ঝাড়ুদার বা বোরখা পরে মুসলিম নারী সেজে বের হয়ে যেতেন ব্রিটিশ পুলিশের জাল ছিঁড়ে। তাঁকে ধরা খুব মুশকিল ছিল। এমনকী তিনি গোপনে ছদ্মবেশ ধারন করে জাপানে চলে গিয়েছিলেন। দোভালও ঠিক সেই রকম একজন ব্যক্তি। তিনিও ছদ্মবেশে রাস্তায় ঘুরে বেড়ান তাতে তাঁর বিন্দু মাত্র ভয় থাকে না। তিনি পাঞ্জাবে খালিস্তানপন্থীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার সময়ে কুলি সেজে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতেন। যেমন আজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কাশ্মীরের মতো অগ্নিগর্ভ স্থানে তিনি সাধারণ পোশাক পরে রাস্তায়। সেখানকার বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে কথা বলছেন। গতকাল কাশ্মীরের বহু স্থানে তিনি একেবারে সম্পূর্ণ একাকী ঘুরে বেড়িয়ে দেখেছেন সেখানকার মানুষেরা কীভাবে নামাজ পড়ায় অংশ গ্রহণ করছে। কাশ্মীর কতটা শান্ত হয়েছে তা তিনি নিজে পরখ করেন। রাস্তায় বের হয়ে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের সঙ্গে আবার আড্ডাও দেন। তিনি বেশ কয়েকটি ভাষা ভালো করে বলতে পারেন। কোনও জড়তা কথা বলার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। গল্প করতে শুভ ভালোবাসেন। মজার মজার গল্প করেন যা শুনে শ্রোতারা একেবারে আপ্লুত হয়ে পড়ে। তারা ভাবতে পারে না এই মানুষটি একজন ভারতের মতো দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। অতি সাধারণ ঘরের লোক বলে মনে হয়। রাতের বেলায় তিনি বাগানে খাটে শুয়ে পড়েন। কোনও অসুবিধা হয় না। সাধারণের সঙ্গে চা পান করতে তিনি প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকেন। তার মনের মধ্যে কোনও সময়ে অহং ভাবটা দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি যে একজন কেউকেটো এটা একেবারে দেখা যায় না বলেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে বেশি করে পচ্ছন্দ করেন। মন্ত্রীসভার সদস্যদের চেয়ে প্রধানমন্ত্রী অতি কাছের লোক হচ্ছেন অজিত দোভাল। একেবারে মাটির মানুষ তিনি। আইপিএস অফিসার বলে তাঁকে দেখলে মনে হয় না। মনে হয়. আমার আপনার খুব কাছের লোক। একেবারে পাড়ার প্রতিবেশি।

১৯৯৯ সালে কান্দাহার. বিমান ছিনতাইয়ের সময় বন্দিদের. মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে যে তিনজন আলোচকের মধ্যে তিনি ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম। তিনি ঠাণ্ডা মাথার লোক বলা যেতে পারে। এক দশক ধরে তিনি ধরে তিনি আইবি'র প্রধান ছিলেন। মাল্টি এজেন্সির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এর পাশাপাশি তিনি আবার ছিলেন টাস্ক ফোর্স অব ইণ্ডিয়ান এজেন্সির চেয়ারম্যানও ছিলেন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল কাজ করেন সাহসিকতরা সঙ্গে। তিনি মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের বিদ্রোহের সময় দোভাল লালডেনগারে সাতটি সেনাপতিকে জিতেছিলেন। তিনি বার্মার আরাকানে এবং চিনা ভূখণ্ডের ভিতর মিজো জাতীয় সেনা বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘকাল ছদ্মবেশে কাটান। মিজোরাম

চিনকে আমেরিকার অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে তোপ

কিছুটা অভূতপূর্বভাবেই ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে চিনের দিকে তাক করে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছিলেন আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগ। চিনের বিরুদ্ধে আমেরিকা প্রকাশ্যে মুখ খুলতে শুরু করেছে। চিনের আগ্রাসী নীতির সমালোচন করতে শুরু করেছে আমেরিকা। এখনই চিনের দিকে তাক না করে কথা বললে জো বাইডেনের পক্ষে গদি সামলানো খুবই কঠিন। জাপানে কোয়াড বৈঠক হয়েছিল । সেখানে উপস্থিত ছিল আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত। সেই বৈঠকে থেকে চিনা বিরোধী কোনও স্লোগান দিতে পারেনি ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। তারা প্রতিবাদ করলেও আলোচনাকে সমানে রেখে কথা বলে সমস্যার সমাধান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এদিকে সেই সময়ে আমেরিকা সরাসরি চিনের বিরোধী হয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে কোনও রাখঢাক না করে। ভারতের সঙ্গে চিনের বিরোধ একটি মাত্র কারণে সেটা হচ্ছে সীমান্ত বিরোধী। চিন চাইছে না ভারত তাইওয়ানের সঙ্গে কোনও ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করুক। চিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে তাইওয়ান চিনের অংশ। আমেরিকা সেটা মানে না। তারা তাইওয়ানকে মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতও তাইওয়ানের সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক তৈরি করেছে। ফলে চিন ভারতের উপরে বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে লাদাখের বেশ কিছু অংশ দখল করে রেখে দিয়েছে এবং চিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে লাদাখ এবং অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অংশ নয়। চিন সেই কারণে অরুণাচল প্রদেশের বহু স্থানের নাম পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন যে নাম পরিবর্তন করলেই চিনের অংশ অরুণাচল প্রদেশ তাদের হয়ে গেল তা ভাববার কোনও কারণ নেই। ভারত যদি আমেরিকা বা বেজিং এর নাম পরিবর্তন করতে শুরু করে তাহলে কি আমেরিকা এবং বেজিং ভারত হয়ে যাবে। রাষ্ট্রপুঞ্জে কোনও তথ্য বা মানচিত্র জমা দেওয়া রয়েছে তাকে খতিয় দেখতে হবে এবং মর্যাদা দিতে হবে। এদিকে চিন বলতে শুরু করেছে যে ভারত জোর করে হিমালয় সীমান্ত এলাকাগুলি দখলে রেখেছে। ফলে চিনের সঙ্গে ভারতের সংঘাত অনিবার্য হয়ে দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। আজ না হোক কাল চিনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে একটি বোঝাপড়ায় আসতে হবে ভারতকে সেটা নিয়ে ভারতকে আমেরিকা সতর্ক করে দিয়েছে। এদিকে জো বাইডেন সেখানকার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সহযোগিতা পাওয়ার নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। নয়াদিল্লিতে উপস্থিত হয়েছিলেন আমেরিকার বিদেশ সচিব। তিনি চিনের নাম করে বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে চিন কমিউনিস্ট পার্টি গণতন্ত্রের বন্ধু নয়। চিনের মূল উদ্দেশ্য হল বিশ্বের যেসব গণতান্ত্রিক দেশ রয়েছে সেগুলোর ওপরে কর্তৃত্ব করা। সেটা করতে গিয়ে চিন এখন ভারতের সীমান্ত দখল করে বসে রয়েছে। বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। চিন সেনারা বলেছে সীমান্ত থেকে সারা সরে যাবে। কিন্তু কথা বললেও কাজে তারা তা করছে না। এখনও গালওয়ান উপত্যকা চিন ভারতে যে টুকু অংশ দখল করে রেখে দিয়েছিল সেখানেই চিন সেনারা রয়েছে। তারা কোনও কথা শুনতে চাইছে না। মালাবার অঞ্চলে ভারত আমেরিকার সেনা মহড়া শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। সেই মালাবার সেনা মহড়া নিয়ে চিন চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। এই মহড়া বড় ধরনের সামরিক মহড়া হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। কোয়াড বৈঠকের পর চিন নিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করেনি ভারত। তার কারণ হচ্ছে ভারত চিনের সঙ্গে বৈঠক করার এবং আলোচনা করার পথটা খুলে রাখার চেষ্টা করছে। এদিকে আমেরিকার পক্ষ থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে চিন কোনও কথাকে বেশি পাত্তা দেবে না। হাজারবার আলোচনা করলেও চিন তাদের সেনা সরাবে না। তারা ভারতের স্থান দখল করে রাখবে। কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতে পারলে চিন আরও বেশ কয়েকটি এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে তাতে ভারতের সীমান্ত এলাকা একেবারে ভেঙে পড়বে। ফলে এখন থেকে ভারতকে চিনের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগরে একাধিপত্যের কথা বললেও ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর চিনের একবারও নাম করেননি। চিনের নাম না করে প্রশান্ত মহাসাগরকে সবার জন্য উন্মুক্ত রাখার দাবি করেন। জো বাইডেন প্রশাসন চিনের. সঙ্গে সরাসরি আক্রমণ করে কথা বললেও ভারত কিন্তু চিনের একবারও নাম করেনি। আমেরিকার প্রশাসন চিনের সঙ্গে সংঘাতে ভারতের নাম জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও ভারত সেই ফাঁদে পা বাড়ায়নি। আমেরিকা এবং চিনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ভারত বিদেশ নীতির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখাকে সঙ্কট থেকে মুক্ত করতে গেলে রাশিয়া এবং চিনের সঙ্গে কথা বলেই তার সমাধান করতে হবে বলে মনে করে ভারত। সেই কারণে আমেরিকার সঙ্গে গলা মিলিয়ে এখন ভারত চিন বিরোধী কোনও কথা বলতে নারাজ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে এখন চিন বিরোধী কথা বলতে হবে, না হলে তার পক্ষে মার্কিন নাগরিকদের সমর্থন পাওয়া খুবই কঠিন। আমেরিকার সঙ্গে প্রতিরক্ষার বিষয়ে সমঝোতা করার বিষয়টা মাথায় রেখে দিয়েছে ভারত। যদিও ভারত কাউকে এখন বেশি করে সমর্থন করতে পারছে না। আমেরিকার বরাবরই চিন বিরোধিতার ভূমিকায় থাকছে এটা পরিস্কার। তবুও ভারতকে চিনের ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। না হলে বিপদ বৃদ্ধি পেতে বেশি সময় নেবে না। এখনও চিন বা ভারত কেউই যুদ্ধ চায় না। তবে চিন যেভাবে গালওয়ান উপত্যকায় সেনা সমাবেশ বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আগামি দিন ভারতকে চিন্তায় ফেলবে সেটা নিশ্চিত। আমেরিকার পক্ষ নিয়ে এখনও কোনও কথা বলতে চাইছে না বিদেশ মন্ত্রক। তারা চিন এবং আমেরিকার মধ্যে উপস্থিত থেকে একটি নিরপেক্ষ মত প্রকাশ করতে শুরু করেছে। এদিকে আমেরিকার বিদেশ সচিব বলে দিয়েছেন, ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে আমেরিকা সব রকমের সাহায্য করবে। এর জন্য দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার পথ নির্মাণ করা হবে। অদূর ভবিষ্যতে চিন দ্বারা যদি ভারত আক্রান্ত হয় তাহলে আমেরিকা চুপ করে বসে থাকবে না সেটাও পরিস্কার। আমেরিকার কাঁধে কাঁধ রেখে লড়াই করবে স্বাধীন ভারতের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে। চিন যেভাবে গোটা অঞ্চলকে একেবারে অস্থির করে তুলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন্তার কারণ থেকে যাচ্ছে। চিন এখন তার শক্তিকে যাচাই করার চেষ্টা করছে। তার জন্য আমেরিকা আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকা যদি চিন দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে আমেরিকার কীভাবে তার মোকাবিলা করবে তার পথ তৈরি করে ফেলেছে। চিনকে ভয় কোনও দিনও পায় না আমেরিকা সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এদিকে চিন পরিস্কার করে বলেছে যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চেয়ে জো বাইডেন অতি ভয়ঙ্কর। খুবই ঠাণ্ডা মাথার রাজনীতিবিদ। পা ফেলেন খুবই সতর্কভাবে। চিন সম্পর্কে বাইডেন প্রশাসন আরো কড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এটা স্বাভাবিক। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ছুবই চালাক প্রেসিডেন্ট। বুদ্ধি ধরেন। চুপচাপ কাজ করতে ভালো বাসেন। সারা বিশ্বের ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণ করার আগে তিনি প্রশাসনের সবার সঙ্গে কথা বলে নেন। আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া নিয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তবে বাইডেন যেভাবে চলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিনি যথেষ্ট পরিমানে চিন্তিত।

গণপরিবহনে উত্তরবঙ্গের সর্বপ্রথম পরিবেশ বান্ধব সিএনজি গ্যাস চালিত বাসের শুভ সূচনা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন ঃ গণপরিবহনে উত্তরবঙ্গের সর্বপ্রথম পরিবেশ বান্ধব সিএনজি গ্যাস চালিত বাসের শুভ সূচনা করলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। এক দিকে পরিবেশবান্ধব অপরদিকে জ্বালানি খরচের সাশ্রয়। এতে আগামী দিনে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্র পরিবহন সংস্থার পরিবহন খরচ যেমন বাঁচাবে। অপরদিকে পরিবেশ থাকবে দূষণমুক্ত এই বিষয়ে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, আমরা ১৩ কোটি টাকার ব্যয়ে ৩০ টি সিএনজি গ্যাস চালিত বাস রাস্তায় নামাতে চলেছি। তারই সোমবার শুভ সূচনা হলো। একটা বাস এতদিন পর্যন্ত চালাতে আমাদের তেলের খরচা পড়তো ২২ টাকা প্রতি কিলোমিটার। এখন সিএনজি চালিত বাসে খরচা পড়বে ১৬ টাকা প্রতি কিলোমিটার। এতে আমাদের পরিবহন খরচা অনেক বাজবে পরিবেশ হবে ভীষণ মুক্ত।

বাইক চোর সন্দেহে যুবককে গণপ্রহার, উন্মত্ত জনতার হাত থেকে বাঁচাল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৪ জুন ঃ চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে মারধরের ঘটনা ঘটল এ বার পশ্চিম মেদিনীপুরে চন্দ্রকোনা এলাকায়। উত্তেজিত জনতার হাত থেকে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। দিন কয়েক আগেই এক ব্যক্তির বাইক চুরি যায় বাড়ির কাছ থেকে। গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে খোঁজখবর করে বাইকের সন্ধান না পাওয়ায় ওই ব্যক্তি থানায় যান। চন্দ্রকোনা থানায় বাইক চুরির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। সোমবার সকাল থেকেই এই বাইক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। এলাকাবাসীর দাবি, স্থানীয় এক যুবকই বাইকটি চুরি করেছেন। যুবকের নাম দুলাল জমাদার। তাঁর বাড়ি গড়বেতা রসকুণ্ডু এলাকায়। দুলালকে হাতেনাতে ধরেছেন এবং বাইকটিও উদ্ধার করেছেন বলেও দাবি গ্রামবাসীদের। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই যুবককে বাইক চোর সন্দেহে ধরে তাঁর হাত বেঁধে মারধর করেন গ্রামবাসীরা। তার পর দুলালকে গ্রামের মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। থানার সামনেও তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। উন্মত্ত গ্রামবাসীদের হাত থেকে যুবককে উদ্ধার করে পুলিশ। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, থানাতেই বসিয়ে রাখা হয় তাঁকে। তবে কোনওপক্ষের তরফেই কোনও অভিযোগ দীর্ঘক্ষণ দায়ের করা হয়নি।

চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিতে ধর্ণায় বসলেন কংগ্রেস কাউন্সিলর অম্লান মুন্সি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন ঃ জলপাইগুড়ি পৌরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতি তীব্র বঞ্চনা ও অবহেলা, জলপাইগুড়ি পুরসভার দুর্নীতি ও পৌর প্রধানের অকর্মণ্যতার প্রতিবাদে চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে শহরের প্রাণ কেন্দ্র কদমতলা মোড়ে ধর্ণা মঞ্চ বানিয়ে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের নিয়ে ৪ দিনের জন্য ধর্ণায় বসলেন পৌরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর অম্লান মুন্সি। সোমবার ২৪ জুন থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অম্লান মুন্সী বলেন, তিনি তাঁর ওয়ার্ড সহ জলপাইগুড়ি শহরের উন্নয়ন নিয়ে বরাবর সরব হয়েছেন। তাই তার কন্ঠস্বর রোধ করে দেওয়ার জন্য ২৪ নং ওয়ার্ডের সমস্ত উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিয়েছে তৃণমূল পরিচালিত জলপাইগুড়ি পুরসভা। চেয়ারম্যানের অসহযোগিতার ফলে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিক সহ গোটা জলপাইগুড়ি শহরের মানুষ পৌর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিশেষ করে রাস্তা, লাইট, পানীয় জল, বস্তি উন্নয়ন, বিধবা ভাতা বার্ধক্য ভাতা সহ বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা পাচ্ছেন না এলাকার মানুষ। এছাড়াও শপথ নেওয়ার সময় পৌরপ্রধান যেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কোনটিই বাস্তবায়িত হয়নি। তাই আমরা চাই উনি অবিলম্বে পদত্যাগ করুন।

সিকিমে বন্যা পরিস্থিতি,১৫০ ফুট লম্বা ফুটব্রিজ তৈরি ভারতীয় সেনার

দুরন্ত বার্তা, সিকিম , ২৪ জুন ঃ সিকিমে বন্যা পরিস্থিতি, ১৫০ ফুট লম্বা ফুটব্রিজ তৈরি ভারতীয় সেনার। ভারী বৃষ্টির ফলে সিকিমে ফুলেফেঁপে উঠেছে তিস্তা নদী। অবিরাম বৃষ্টির জেরে কোথাও ভেসে গেছে রাস্তা, ভেঙে গেছে ব্রিজ। তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন সিকিমের স্থানীয় বাসিন্দারা। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য ভারতীয় সেনার ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করলো ১৫০ ফুট লম্বা ফুট ব্রিজ। তিস্তা নদীর ওপরেই তৈরি করা হয়েছে এই ফুটব্রিজ। অত্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়া এবং কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়াররা তাঁদের অতুলনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। আটচল্লিশ ঘন্টার কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে ব্রিজ তৈরীর কাজ।

হোমিওপ্যাথির প্রচার বাড়াতে সচেতনতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন ঃ হোমিওপ্যাথির প্রচার প্রসার বাড়াতে সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে জলপাইগুড়িতে । হোমিওপ্যাথি সচেতনতা প্রচার সপ্তাহে জেলার ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে আউটডোর পরিষেবা চালানো হচ্ছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। জেলায় হোমিওপ্যাথি ইন্ডোর তৈরি করতে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের কাছে পরিকল্পনা পাঠানো হয়েছে বলে জেলার আয়ুষ বিভাগের প্রধান কল্যাণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন। জলপাইগুড়িতে হোমিওপ্যাথি কলেজ গড়ার বিষয়ে ইতিমধ্যেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর।

নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, বিক্ষোভ মিছিল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন ঃ নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরোধিতা করে ও এর জন্য কেন্দ্র সরকারকে দায়ী করে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করল দার্জিলিং জেলা ছাত্র পরিষদ। সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ি হাশমি চক থেকে মিছিলটি শুরু হয়। হিল কার্ট রোড পরিক্রমা করে ফের হাশমি চকে এসে মিছিলটি শেষ হয়। সেখানেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কুশ পুতুল দাহ করা হয়। এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবেলায় এলাকায় পুলিশবাহিনী মোতায়ন করা হয়।

যানজট সমস্যা, বহুদল পার্কিং তৈরি করতে চান শিলিগুড়ির বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ জুন ঃ শিলিগুড়ি শহরের যানজট সমস্যা মোকাবিলায় বিধায়ক তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় বহুদল পার্কিং তৈরি করতে চান শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। শিলিগুড়ি শহরের পার্কিংয়ের অবস্থা বেহাল। সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, শহরের এখন একমাত্র মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যত্রতত্র পার্কিং। শিলিগুড়ি শহরে কোথাও কোন নির্দিষ্ট পার্কিং নেই। তার জেরে রাস্তার উপরে মানুষকে গাড়ি রেখে নিত্যদিনের কাজ সারতে হচ্ছে। রাস্তায় যত্রতত্র গাড়ি রাখার জন্য তৈরি হচ্ছে যানজট। এর জন্যই শহরের ভেতর ২-৩ কিলোমিটার রাস্তা যেতে সময় লাগছে প্রায় ঘন্টাখানেক। এর জেরেই সাধারণ মানুষকে নাকাল হতে হচ্ছে। পার্কিংয়ের কথা মাথায় রেখে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, তার বিধায়ক তহবিলে থাকা প্রায় আড়াই কোটি টাকা সমস্ত প্রক্রিয়া মেনে শিলিগুড়ি পৌরনিগমের হাতে তুলে দিতে চান। যাতে শিলিগুড়ি শহরে মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং তৈরি করে শহরে পার্কিং ব্যবস্থার হাল ফেড়াতে পারে। শংকর ঘোষ বলেন, উন্নয়নের প্রশ্ন রাজনীতি মানুষ চায় না। শিলিগুড়ির আমি বিধায়ক। এখানে পৌর বোর্ড বিরোধী হোক, রাজ্য সরকার বিরোধী হোক, বিধায়ক হিসেব অসংখ্য বিরোধিতার সম্মুখীন হই না কেন শিলিগুড়ির মানুষ আমাকে নির্বাচন করেছে কাজ করে দেখানোর জন্য। মনে করি বিধায়ক তহবিলের টাকা শিলিগুড়ির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যা সেই পার্কিং সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার হোক। সেই টাকা আমি মেয়র সাহেব বা শিলিগুড়ি পুরসভার হাতে তুলে দিতে চাই। পদ্ধতি মেনে তারা শিলিগুড়ির পার্কিংয়ের সমস্যা সমাধান করুন। পাশাপাশি আমি চাই মাননীয় সাংসদও এখানে মাল্টিলেভেল পার্কিংয়ের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, শহরে যত্রতত্র রেলের প্রচুর অসংগঠিত জমি পরে রয়েছে সেগুলি রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিলে রাজ্য সরকার ও পৌরনিগম সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে পার্কিং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। বিগত সময়ে শিলিগুড়ির বাম চালিত বোর্ডের কাউন্সিলর ছিলেন শংকর ঘোষ তিনি নিজেও জানেন তাদের অপকর্মের দায় আমাদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। হঠাৎ করে এই ধরনের কথা বলে তিনি বামেদের সস্তার রাজনীতির পুনর্জন্ম দিতে চাইছেন।

‘‘ফর দ্য স্কলার, বাই দ্য স্কলার, উইথ দ্য স্কলার’’ গবেষণায় মানোন্নয়নে নয়া উদ্যোগে বিশ্বভারতী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম , ২৪ জুন ঃ ‘‘ফর দ্য স্কলার, বাই দ্য স্কলার, উইথ দ্য স্কলার’’ গবেষণায় মানোন্নয়নে নয়া উদ্যোগে এগিয়ে এলো বিশ্বভারতী। গবেষণার মানোন্নযনের পাশাপাশি গবেষক-গবেষিকাদের গবেষণার কাজে উৎসাহিত করতে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের এক অভিনব উদ্যোগ বলে জানান বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ। তিনি জানান, এবার থেকে গবেষক- গবেষিকাদের নিজেদের গবেষণা কাজের উপর এবং গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতির উপর তাঁরা চাইলে তাঁদের নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবেন। এতদিন এই ধরণের কোনো সাধারণ ক্ষেত্র বা সুযোগ ছিল না যেখানে গবেষক- গবেষিকারা তাঁদের গবেষণা -বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারতেন। এতে একদিকে যেমন গবেষক- গবেষিকারা তাঁদের উপস্থাপন- দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাবেন, তেমনি অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপক- অধ্যাপিকা, গবেষক- গবেষিকাদের সাথে সমষ্টিগত আলোচনা (গ্রুপ ডিসকাশন), আন্তঃবিভাগীয় গবেষণারও সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। সেই লক্ষ্যে আগামী ২৭ জুন ২০২৪ বৃহস্পতিবার বেলা ৩.৩০ মিনিটে বিশ্বভারতীর গবেষক- গবেষিকাদের বক্তৃতা মালা শিরোনামে প্রথম অধিবেশন শুরু হচ্ছে। স্কলার লেকচার সিরিজে গবেষণা - বক্তব্য উপস্থাপনে থাকছেন পল্লী শিক্ষা ভবনের কৃষিবিভাগের পি এইচ ডি স্কলার সৌমেশ আচার্য। এই অধিবেশনে অনলাইনে বিশ্বভারতীর বাইরের কোনো গবেষক-গবেষিকা বা অধ্যাপক- অধ্যাপিকা চাইলে যোগদান করতে পারেন। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের এই উদ্যোগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং গবেষক- গবেষিকারা অত্যন্ত সাধুবাদ জানিয়েছে এবং তাঁরা এই অধিবেশন প্রতি মাসে অন্ততঃ দুটি করে করতে বলছেন, যাতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের গবেষক- গবেষিকারা বলার সুযোগ পান। গ্রন্থাগারিক, গবেষণা সকলের সমান সুযোগের জন্য এই অধিবেশনের মূল ভাবধারা কে ব্যক্ত করেছেন গবেষক- গবেষিকাদের জন্য, গবেষক- গবেষিকাদের দ্বারা, গবেষক- গবেষিকাদের সাথে। অধিবেশন পরিচালনার ভারও থাকবে গবেষক- গবেষিকাদের উপর, যাতে কি ভাবে সঞ্চালনা করতে হয় সেটাও তাঁরা রপ্ত করতে পারেন। গবেষণা সহায়তা পরিষেবার অংশ হিসেবে বিশ্বভারতী লাইব্রেরি নেটওয়ার্কের এই পদক্ষেপ প্রথম ও মৌলিকত্বের অংশীদার বলে বিশ্বভারতী সূত্রে জানানো হয়েছে।

কৃষক বন্ধু নিয়ে দুর্নীতির খবর সম্প্রচারিত হতেই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ জুন ঃ কৃষকবন্ধুর টাকা নিয়ে হচ্ছে দুর্নীতি। বঞ্চিত হচ্ছে প্রকৃত চাষীরা। চাষীদের এমনই অভিযোগে পড়েছিল শোরগোল। সেই খবর সম্প্রচারিত হয়ে সংবাদ মাধ্যমে। খবর সম্প্রচারিত হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। জেলাশাসকের নির্দেশে সরজমিনে তদন্ত করে আধিকারিকরা। যদিও তদন্তে গিয়ে কোনরকম দুর্নীতির প্রমাণ সামনে আসেনি। যে চাষীরা এই অভিযোগ এনেছিলেন তারাই সম্পূর্ণ ১৮০ও ভোল পাল্টে দিয়েছেন। জানা গেছে স্থানীয় সিএসপির মালিক বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছিলেন। প্রত্যেক চাষী সঠিক ভাবে তাদের টাকা পাচ্ছে। গতকালই মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলজান্না এলাকায় কৃষকরা এই অভিযোগ এনেছিলেন। ওই এলাকায় গিয়ে সরেজমিনে অভিযোগের তদন্ত করলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও তাপস কুমার পাল এবং সহকারী কৃষি অধিকর্তা প্রভাত উপল আচার্য। অভিযোগ উঠেছিল হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের তেলজান্না সুইস গেট এলাকার প্রায় শতাধিক কৃষক, কৃষক বন্ধুর টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নির্দিষ্ট জমির ভিত্তিতে সেই কৃষকদের আইডি হয়েছে। কিন্তু কৃষক বন্ধুর টাকা ঢোকে নি তাদের অ্যাকাউন্টে। স্থানীয় সিএসপিতে গিয়ে তারা জানতে পারেন তাদের টাকা ঢুকছে নাবালকদের অ্যাকাউন্টে। একজনের কাছেই থাকছে ১০০ থেকে ১৫০ টি অ্যাকাউন্ট। তার মাধ্যমেই চলছে দুর্নীতি। একই পরিবারের ৫ থেকে ৬ জন নাবালকের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে টাকা। বিহারের অ্যাকাউন্টেও টাকা যাচ্ছে বাংলার কৃষকদের। অভিযোগ ওঠার পর নড়েচড়ে বসে ব্লক প্রশাসন। আজ ওই এলাকায় ছুটে যান প্রশাসনিক কর্তারা। তারা সমস্ত অভিযোগকারীদের সঙ্গে কথা বলেন কাগজপত্র খতিয়ে পরীক্ষা করার পর প্রশাসনিক কর্তারা জানান ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হয়েছিল। সমস্ত কাগজপত্র ঠিক আছে এবং নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে। এলাকার এক সিএসপি মালিক ওয়াসিম এলাকার কৃষকদেরকে ভুল বুঝিয়ে বিক্ষোভ তৈরি করেছিলেন। আমরা এলাকার কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেছি। বিডিও তাপস পাল বলেন, এলাকায় অভিযোগকারীদের সঙ্গে কথা বলেছি তাদের সমস্যা শোনা হয়েছে কাগজপত্র দেখা হয়েছে। এলাকার এক সিএসপি মালিক এই কৃষকদেরকে ভুল বুঝিয়ে ছিল। আমরা তদন্ত শুরু করেছি। তবে প্রশ্ন উঠেছে কেন এই ধরনের ভুয়ো অভিযোগ তুলে ছিলেন কৃষকরা। তাদের উদ্দেশ্যটাই বা কি ছিল। যদিও প্রশাসনিক তৎপরতায় সামনে এসেছে প্রকৃত সত্য।

স্কুলের মধ্যেই সহপাঠীর গলায় ‘ব্লেড চালাল’ ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৪ জুন ঃ স্কুলের মধ্যে সার্জিক্যাল ধারালো ব্লেড নিয়ে আঘাত নবম শ্রেণির ছাত্রকে। আঘাতে গুরুতর জখম ছাত্র। অভিযোগ নবম শ্রেণির আরেক ছাত্রের বিরুদ্ধে। গাফিলতির অভিযোগ তুলে তুমুল উত্তেজনা বিক্ষোভ অভিভাবকদের। সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পুলিস। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের চাঠরা কুঞ্জরানি বাণীভবন স্কুলে সার্জিক্যাল ব্লেড দিয়ে নবম শ্রেণির ছাত্রকে আঘাত করার অভিযোগ নবম শ্রেণির আরেক সহপাঠীর বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, স্কুল ব্যাগে করে এক ছাত্র সার্জিক্যাল ব্লেড নিয়ে স্কুলে এসেছিল! ওই ছাত্র ক্লাসের মধ্যেই এক সহপাঠীর সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়ায়। কথা কাটাকাটির সময়ই অভিযুক্ত ছাত্র ব্যাগ থেকে ওই সার্জিক্যাল ব্লেড বের করে তা দিয়ে ওই ছাত্রের গলায় আঘাত করে। কোনওরকমে নিজেকে সরিয়ে নেয় সে। তবে তার চোয়ালের ওপর আঘাত লাগে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ছাত্রকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানেই তার চিকিৎসা করা হয়। তবে বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে গেছে ওই ছাত্র। কিন্তু স্কুলের মধ্যে ধারালো অস্ত্র নিয়ে কীভাবে ঢুকল ওই ছাত্র? প্রশ্ন উঠছে। এই ঘটনায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকেরা। অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে আইনতভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান বিক্ষোভরত অভিভাবকেরা। ঘটনাস্থলে আসে তমলুক থানার পুলিস। অভিযুক্ত ছাত্রকে টিসি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও এই বিষয়ে মুখ খোলেননি ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এই বিষয়ে হামলাকারী ছাত্র বা তার পরিবারের পক্ষ থেকেও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত, হরিপাল, হুগলি

দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি নং
331/JGP/2024 তারিখ ১৮।০৬।২০২৪
অত্র পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত 15 th CFC তহবিল হইতে ২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের জন্য নলকূপের মালপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে Online দরপত্র আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ঃ ২৬।০৬।২০২৪, ১২ টা পর্যন্ত।
Website: https//wbtenders.gov.in

প্রধান
জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
06/GPW/WBFDC/2024- 25	**Grass Carpeting at Jatragachi Bridge to DLF 2 Bridge in New Town, Kolkata**	24.06.2024	28.06.2024

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

বিজেপির চারজন পঞ্চায়েত সদস্য সহ কয়েকজন কর্মীর তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ জুন ঃদিনহাটার বুড়িরহাটে বিজেপির চারজন পঞ্চায়েত সদস্য সহ বেশ কিছু কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করল। সোমবার মন্ত্রী উদয়ন গুহর দিনহাটার বাড়ির অফিসে বিজেপি দলের এই পঞ্চায়েত সদস্য সহ কর্মী সমর্থকরা তৃণমূলে যোগদান করলে তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের দিনহাটা ২ ব্লক সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য্য, তৃণমূলের দিনহাটা শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধর প্রমুখ। তৃণমূল নেতৃত্ব বলেন, লোকসভা নির্বাচনের পর যেভাবে প্রতিদিন দলে দলে বিজেপির দলের পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে কর্মী সমর্থকরা তৃণমূলে যোগদান করছে আগামীতে এই দলকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন ঃ ময়নাগুড়ির চূড়াভান্ডার এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। রবিবার রাত থেকে এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তারপর থেকেই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ময়নাগুড়িতে। ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর ময়নাগুড়ি ব্লক ও পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে তদন্ত। যদিও এটিকে ফেক ভিডিও বলে দাবি করেছে পুলিশ। সোমবার সকালে ময়নাগুড়ির বিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিষয় নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে। এই ভিডিও ভাইরালের পিছনে কে বা কারা রয়েছে, তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

PRADHAN
PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
SADAR BLOCK, JALPAIGURI
(1)NIT NO.WB/JAL/SADAR/P.G.P/02/ 24-25, DATED: 18/06/2024

The Pradhan, Paharpur Gram Panchayat, Sadar Block, Jalpaiguri invites Tender in percentage Rates for Construction of Leach pit or soak pit with earth work in excavation, cement concrete work. Work completion period: 60 Days. Date & Time of submission Bids From : **21/06/2024 Time : 18.00 Hours To : 01/07/2024 Time : 18.00 Hours**. Date & Time for Opening : **04/07/ 2024 Time : 11.00 Hours**. For Further details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Paharpur Gram Panchayat
Sadar Block, Jalpaiguri

SHORT NOTICE INVITING TENDER No. WBIW/EE/ MDMD/SNIT-03/2024-25 (2 nd Call) of SNIT- 01 of 2024-25 Sl. No.-4)

On behalf of governor of West Bengal, the Sealed Tender(s) invited by the undersigned against this NIT No. about for “maintenance & repair of sluice gate at Pujali”. Last date of application for permission to participate in tender 27.06.24 up to 2.00 pm. For details log on to: www.wbiwd.gov.in & Notice Board during office hours of the undersigned.

Sd/- Executive Engineer
Metropolitan Drainage Mechanical Division
Jalasampad Bhawan (4 th Floor)
Salt Lake City, Kolkata- 700091

E-Tender Notice
NIT No-WB/BWN/K.G.P/NIT 01/2024-2025
NIT No- WB/BWN/K.G.P/NIT 02/2024-2025

Online Bids are invited from bonafide contractors for the listed works under 15 th FC (Tied and untied). Last Date of Online bid submission 05-07-2024. For details information contact.

Sd/- Prodhan
Khandaghosh Gram Panchayat
Khejurhati, Khandaghosh, Purba Bardhaman

NOTICE INVITING TENDER

Memo No-75/Maji/15th CFC, 76/Maji/15th CFC, E-tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhaman. The last date of tender dropping 02/07/2024. For more details, Please visit Panchayat office or go to www.wbtenders.gov.in

সেতুর কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৬৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৯-০৬-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০-এপি-I-২০২৪। কাজের নামঃ বিজি-১ খণ্ডের অন্তর্গত সেতু নং. ৫৭ এর ঝুঁকে পড়া উইং ওয়ালের মেরামত এবং ছোট সেতু নং. ৭৮, ৭৯, ৯৬, ১৩০ এর ব্যারেল দৈর্ঘ্যের সম্প্রসারণ। টেণ্ডার রাশিঃ ১,২৪,৪১,৭৮৯.৬১ টাকা। বায়না রাশিঃ ২,১২,২০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১১-০৭-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১১-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Hirbandh Gram Panchayat

Vill : Tilaboni P.O.- Bauridiha P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
NIT No-01/HirGP/2024-25

Pradhan, Hirbandh Gram Panchayat invites Tenders of few Construction works in Hirbandh GP area within 02/07/2024 details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Hirbandh Gram Panchayat, PO – Bauridiha, Dist. – Bankura.

Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C), BR-V, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/01/2024-2025
Name of work : **Restoration of IPS, concrete and paver block footpath and passage at 16G, Patwar Bagan Ln, 19/6 Chaku Khansama etc places in Ward No. 037**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 3,61,562.75**. Earnest Money: **Rs. 7,400.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **05.07.2024** at **11 a.m**. Date and time of opening of tender: **08.07.2024** at **11 a.m**.

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/049/01/PH/2024-2025
Name of work : **Emergency repairing of potholes on road surface, IPS / concrete / paver block passage and footpath etc. in Ward No. 049, Br-V**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,60,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,200.00**. Period of Completion: **180 Days**.

3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/049/02/CK/2024-2025
Name of work : **Emergency removal of chockage / collapsed sewer / damaged sewer lines etc in Ward No. 049, Br-V**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **180 Days**.

4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/050/01/PH/2024-2025
Name of work : **Emergency repairing of potholes on road surface, IPS / concrete / paver block passage etc. in Ward No. 50, Br-V**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **180 Days**.

5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/050/02/CK/2024-2025
Name of work : **Emergency removal of chockage / collapsed sewer / damaged sewer lines etc. in Ward No. 050, Br-V**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **180 Days**.

6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/050/03/PIT COVER/2024-2025
Name of work : **Supplying fixing MH cover / GP cover / CP cover / Inspection PIT cover according to requirement within 24 hours in Ward No. 50, Br-V**. Estimate Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **180 Days**. Last date and time of submission of bid: **06.07.2024** at **11 a.m**. (for sl. no. 2 to 6). Date and time of opening of tender: **08.07.2024** at **11 a.m**. (for sl. no. 2 to 6). The bid forms and other details are available on and from **25.06.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1) and **26.06.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 2 to 6) the website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 6).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate tenders in two bid system for the following works:

1. NIT No. : EEC/BX/093/002/2024-2025/D
Name of work : **Maintenance of IPS footpath near Prem. Nos. 204, 206, 230 Jodhpur Park etc in Ward No. 093, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS) : **Rs. 2,78,237.35**. Earnest Money: **Rs. 5,600.00**. Time of Completion: **60 Days**.

2. NIT No. : EEC/BX/081/001/2024-2025/D
Name of work : **Rest. of paver block footpath Dist. by C.E.S.C Dept. near 1, 1/1, 1/2, Chetla Road etc in Ward No. 081, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS) : **Rs. 2,16,267.58**. Earnest Money: **Rs. 4,400.00**. Time of Completion: **75 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.07.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2). Date and time of opening of bid: **06.07.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **25.06.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The website : **https://etender.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites E-tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/02/2024-2025/D
Name of work : **Restoration of paver block and IPS on footpath near 114/4/2 Hazra Rd, 28B K.P. Lane etc in Ward No. 83 disturbed by CESC and natural wear and tear**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 4,84,147.26**. Earnest Money: **Rs. 9,700.00**. Period of Completion: **90 Days**.

2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/087/29/2023-2024/D
Name of work : **Restoration of paver block, IPS footpath, asphaltum surface near 46, 64 L Place Rd, 46/A, 32 Southern Ave etc in Wd 87 disturbed by CESC & Airtel**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,69,064.63**. Earnest Money: **Rs. 5,400.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **06.07.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2). Date of opening of tender : **08.07.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **26.06.2024** at **5 p.m.** from website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C)/Borough-IX, KMC** invites tender online item rate two bid system for the following works:

1. NIT No. : KMC/IX/074/011/2024-2025
Name of work : **Maintenance of drainage by sypplying fitting and fixing M.H cover, G.P cover, C.P cover & inspection PIT cover as and when required within 24 hours in Ward No. 74**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00** (on actual basis). Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **240 Days**.

2. NIT No. : KMC/IX/074/012/2024-2025
Name of work : **Removal of chokage by repairing S.W pipe line & ancillary work at different places in Ward No. 74**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00** (on actual basis). Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **240 Days**.

3. NIT No. : KMC/IX/074/008/2024-2025
Name of work : **Restoration of paver block footpath at Raja Santosh Raod, Chetla Hut Road and Gopal Nagar Road disturbed by P.U Agency in Ward No. 74**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,86,032.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **06.07.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 to 3). Tender will be opened on : **08.07.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 to 3).

4. NIT No. : KMC/IX/073/001/2024-2025 (1st call)
Name of work : **Repairing of paver block foothpath at Rajeswar Das Gupta Road & Basanta Bose Road (Damaged by Water Supply Dept.) in Ward No. 73**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,44,050.17**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.

5. NIT No. : KMC/IX/078/003/2024-2025 (1st call)
Name of work : **Removal of chokage by repairing S.W pipe line & ancillary work at different places in Ward No. 78**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00** (on actual basis up to sanction limit **Rs. 2,00,000.00**). Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **365 Days**.

6. NIT No. : KMC/IX/078/004/2024-2025 (1st call)
Name of work : **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H cover, G.P cover, C.P cover & inspection PIT cover as and when required within 24 hours in Ward No. 78**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : (on actual basis up to sanction limit) **Rs. 2,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.07.2024** at **12 noon** (for sl. no. 4 to 6). Tender will be opened on : **06.07.2024** at **12 noon** (for sl. no. 4 to 6). The bid forms and other details are available on and from **26.06.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3) and **25.06.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 4 to 6). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 6).

109/24-25

বিজ্ঞান - পরিবেশ

আমাজন নদীতে এমন মাছের খোঁজ পেলেন বিজ্ঞানীরা, যাদের দাঁত মানুষের মতো

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর গভীরে পিরানহার মতো দেখতে ভয়ানক এক মাছের খোঁজ মিলেছে। মানুষের মতো দাঁতযুক্ত নতুন মাছটির বৈজ্ঞানিক নাম 'মাইলোপ্লাস সওরন'। প্যাকু প্রজাতির এই মাছ প্রায় দু শ বছর ধরে আমাজন নদীতে থাকলেও এত দিন পিরানহা বলে ভুল করতেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ১৮৪১ সালে আমাজনে প্রথম এই মাছের সন্ধান পাওয়া গেলেও এত দিন নানা কারণে দৃষ্টির বাইরে ছিল। নিওট্রপিক্যাল ইকথোলজি জার্নালে নতুন মাছের তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তিনটি স্বতন্ত্র প্রজাতির মাছের সঙ্গে মিল থাকার পাশাপাশি সামান্য শারীরবৃত্তীয় পার্থক্যের কারণে এত দিন মাছটি নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের বিজ্ঞানী রুপার্ট কলিঙ্গ বলেন, প্যাকু মাছের শরীরে কমলা রঙের সূক্ষ্ম দাগ রয়েছে।

প্যাকু আর পিরানহা একই পরিবারের সদস্য। পিরানহাকে প্রায়ই আক্রমণাত্মক ও রক্তপিপাসু শিকারি বলে মনে করা হয়। যদিও এই মাছ আসলে সর্বভুক ও প্রধানত

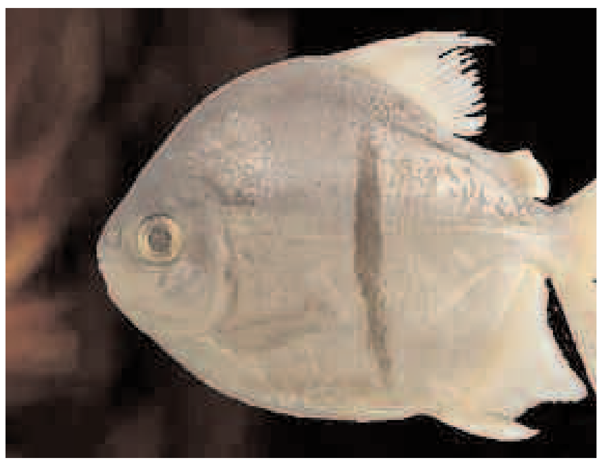

উদ্ভিদভিত্তিক খাদ্য পছন্দ করে। প্যাকু মাছে মানুষের মতো দাঁত দেখা যায়। পিরানহাকে যতটা আক্রমণাত্মক ভাবা হয়, আসলে ততটা আক্রমণাত্মক নয়। নতুন গবেষণায় তিনটি প্যাকু প্রজাতির মাছকে আলাদাভাবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। গবেষকেরা এখনো নিশ্চিত নন তিনটি মাছ কতটা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তবে মাছগুলোকে একই পূর্বপুরুষের বংশধর বলে ধারণা করা হচ্ছে। একই পরিবেশে থাকার কারণে সব কটি মাছই একইভাবে বিবর্তিত হয়েছে। একে অভিসারী বিবর্তন বলা হয়।

মহাবিশ্বে বিস্ফোরণ, জানতে স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে চীন ও ফ্রান্স

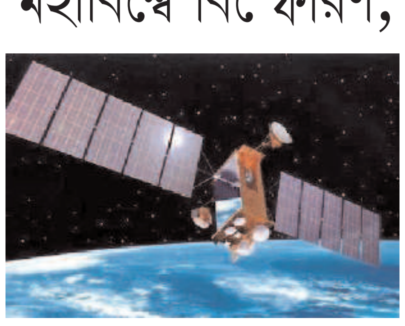

মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বিস্ফোরণের রহস্য জানতে যৌথভাবে স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছে চীন ও ফ্রান্স। গত শনিবার চীনের সিচুয়ানে অবস্থিত মহাকাশ ঘাঁটি থেকে 'লং মার্চ ২-সি' নামের রকেটের মাধ্যমে 'স্পেস ভ্যারিয়েবল অবজেক্ট মনিটর' স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করা হয়। চীন ও ফ্রান্সের বিজ্ঞানীদের তৈরি স্যাটেলাইটটিতে চারটি যন্ত্র আছে। পৃথিবী থেকে ৬২৫ কিলোমিটার ওপরের কক্ষপথে অবস্থান করা ৯৩০ কিলোগ্রাম ওজনের স্যাটেলাইটটির মাধ্যমে মহাবিশ্বে গামা রশ্মি বিস্ফোরণের কেন্দ্রের তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা। সাধারণত বিশাল নক্ষত্র বিস্ফোরণের পরে গামা রশ্মির বিস্ফোরণ ঘটে। এসব বিস্ফোরণ সূর্যের চেয়ে ২০ গুণের বেশি শক্তিশালী হয়। বিস্ফোরণের কারণে উজ্জ্বল মহাজাগতিক আলো তৈরি হয়, যা শত শত কোটি সূর্যের বিস্ফোরণের সমান। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ফ্ল্যাটিরন ইনস্টিটিউটের সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিকসের জ্যোতিঃ পদার্থবিদ ওরে গটলিব বলেন, বিস্ফোরণ থেকে আলো আমাদের কাছে পৌঁছাতে অনেক সময় নেয় বলে পুরো বিষয়টিকে সময়ের দিকে ফিরে তাকানোর মতো মনে হয়। বিভিন্ন রশ্মি মহাকাশের মধ্য দিয়ে আসার সময় গ্যাস ও ছায়াপথের চিহ্ন বহন করে। মহাবিশ্বের ইতিহাস ও বিবর্তনকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করবে নতুন স্যাটেলাইটটি। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, নতুন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি রহস্য উন্মোচন করার সম্ভাবনা রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে মহাবিশ্বের সবচেয়ে দূরবর্তী গামা রে বার্স্ট বা জিআরবি বিস্ফোরণ।

আজ পর্যন্ত শনাক্ত করা সবচেয়ে দূরবর্তী বিস্ফোরণটি বিগ ব্যাংয়ের ৬৩ কোটি বছর পর হয়েছিল। সেই সময়ে মহাবিশ্ব তার শৈশবকালে অবস্থান করছিল। ফ্রান্সের প্যারিস ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রোফিজিকসের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেডেরিক ডাইগনে বলেন, 'আমরা নিজেদের স্বার্থে গামা-রশ্মি বিস্ফোরণের রহস্য জানতে আগ্রহী। এসব বিস্ফোরণের তথ্য আমাদেরকে নক্ষত্রের মৃত্যুকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। স্যাটেলাইটের তথ্য বিশ্লেষণ করে অসম্ভব সব ঘটনা বিশ্লেষণ করতে পারি আমরা।' নতুন কৃত্রিম উপগ্রহটি ফ্রান্স ও চীনের মহাকাশ সংস্থা যৌথভাবে পাঠিয়েছে। পশ্চিমা দেশের সঙ্গে চীনের মহাকাশবিষয়ক সহযোগিতা বেশ অস্বাভাবিক বলা হচ্ছে।'

পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

দুর্গাপুর, ২৪ জুন ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নবান্ন থেকে স্বচ্ছ পরিষেবার কাজে কড়া বার্তা দিচ্ছেন। অন্যদিকে তখন স্বজনপোষণের অভিযোগে পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূলের একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য। সোমবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল অন্ডালের খান্দরা পঞ্চায়েতে। ঘটনাকে ঘিরে আবারও গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসায় চরম অস্বস্তিতে পড়ছে শাসকদল। উল্লেখ্য, অন্ডালের খান্দরা পঞ্চায়েতে ২৩ টি গ্রাম সাংসদের মধ্যে ২০ জন তৃণমূলের ও ৩ জন রয়েছেন সিপিএম সদস্য। গত বুধবার সুমিতা বাউরী ও আশিস নন্দী নামে দুইজন সদস্য পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সদর দরজায় তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। সোমবার আবারও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কখনও পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে আবার কখনও জোরপূর্বক পঞ্চায়েতে ঢুকে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা। তবে এবার এক- দুই জন নয়, বিক্ষোভের সামিল হলো ১০ জন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য। এদিন বেলা ১২টা নাগাদ বিক্ষোভকারীরা পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে।

মেডটেকএ ভারতের নতুন লাফঃ পেশ করছি মি. সো মেরিলের তৈরি এক বৈপ্লবিক হাঁটু প্রতিস্থাপন রোবট

কলকাতা ২৪ জুন ঃ ভারতের চিকিৎসা প্রযুক্তি সেক্টরের অগ্রগতিতে এক বিরাট সাফল্য! মেরিল গর্বের সাথে উন্মোচন করল মি. সো নামক এক দেশীয়ভাবে প্রযুক্তিতে তৈরি হাঁটু প্রতিস্থাপন রোবট যা অর্থোপেডিক সার্জারির চেহারা বদলে দেবে। এই অত্যাধুনিক যন্ত্রটি রোবটিক সার্জারিতে এক বিশাল লাফকে চিহ্নিত করে যা অসাধারণ ফলাফলের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভারতের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে তুলে ধরে।অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে বিকশিত এবং বহুমুখী ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা মি. সো নজিরবিহীন নির্ভুলতা এবং ধারাবাহিকতা প্রদান করে। এর উন্নত ক্ষমতার কারণে ন্যূনতম অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় যা রোগীদের সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে অনেকটা কমিয়ে দেয় এবং আরো ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।মি. সো -র প্রযুক্তির বিস্ময় হল রিয়াল-টাইম ডেটা এবং সার্জারির সূক্ষ্ম পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় করার ক্ষমতা। উন্নত ইমেজিং ও ৩ মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে এই রোবট ডাক্তারদের অস্ত্রোপচারের পরিকল্পনা করতে এবং অস্ত্রোপচার চলাকালীন বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করে। এটি নিশ্চিত করে যে অস্ত্রোপচার বিষয়ক প্রতিটি পদক্ষেপ যেন নির্ভুল হয় যার ফলে হাঁটুর ইম্প্রলান্টকে সঠিক স্থানে এবং সঠিক ভাবে লাগানো সম্ভব হয়। মি. সো -র এই নির্ভুলতা হাঁটুর ইমপ্লান্টের স্থায়িত্ব বাড়ায় এবং সার্জারির পর রোগীর সামগ্রিক সন্তুষ্টি এবং গতিশীলতাকে উন্নত করে।মি. সো -র মতো রোবটিক-সহায়তাপ্রাপ্ত হাঁটুর প্রতিস্থাপন হল অর্থোপেডিক সার্জারির ভবিষ্যৎ। এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হল উন্নত ফলাফল, রোগীর নিরাপত্তা, এবং অপারেটিং রুমের উন্নত দক্ষতা।

রোবোটিক হাঁটু সার্জারি প্রথাগত পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি সুবিধাজনক, যেমন এতে ছোট ছেদের প্রয়োজন হয়, কম রক্তক্ষরণের সাথে সাথে রোগীদের ব্যথাও কম হয়, যার অর্থ হল কম অস্বস্তি এবং দৈনন্দিন জীবনে তাদের দ্রুত ফিরে আসা।এছাড়াও মি. সো -র সূচনা ভারতে রোগীদের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবার বিকল্প নিয়ে আসে এবং বিশ্বমানের প্রযুক্তি অফার করে যা একসময় শুধুমাত্র পশ্চিমের দেশগুলিতে পাওয়া যেত। মি. সো -এর মাধ্যমে সারা দেশের সার্জনরা হাঁটুর রোগে ভুগতে থাকা অসংখ্য ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট এবং দক্ষ হাঁটুর সার্জারি প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারবেন।মেরিল সারা দেশে দক্ষ সার্জনদের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করেছে এবং উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তিকে বৃহত্তর জনসংখ্যার কাছে আরও সহজলভ্য করে তুলছে।সাধারণ কথায় বলতে গেলে মি. সো -র আবির্ভাব ভারতের চিকিৎসা প্রযুক্তি যাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক উপস্থাপন করে। এটা দেখায় যে ভারতে অস্ত্রোপচারের রোবোট তৈরিতে কতটা উন্নতি হচ্ছে, এবং নিজেদের আবিষ্কার করা এসব যন্ত্রপাতি কীভাবে সারা পৃথিবীর উপকার করতে পারে। ভারত পরবর্তী চিকিৎসা প্রযুক্তির অগ্রগতির অধ্যায়ে নেতৃত্ব নিতে প্রস্তুত, যাতে রোগীরা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সর্বোত্তম চিকিৎসা পায়।শ্রীমানেশ দেশমুখ, মার্কেটিং হেড, ইন্ডিয়া এন্ড গ্লোবাল ,মেরিল, বলেন, '' মেরিল আনতে পেরে খুশি কারণ ভারতে হাঁটু বদলের অস্ত্রোপচারকে সার্বজনীন করার ক্ষমতা রয়েছে -র। গত কুরি থেকে পঁচিশ বছরে বাত (অস্টিওআর্থারাইটিস)রোগীর সংখ্যা প্রায় দু কোটি থেকে বেড়ে ছয় কোটি হয়েছে। যত লোকের হাঁটু বদলের অস্ত্রোপচার প্রয়োজন তত লোক এই অস্ত্রোপচার করাতে পারেন না। এই ফাঁকটা আরও দক্ষতার সঙ্গে ভরাট করা যেতে পারে রোবোটিক অস্ত্রোপচার আরো ব্যাপক আকারে প্রচলন করে। এখন ভারতের রোবটিক সার্জারির খরচ জোগানো একটা চ্যালেঞ্জ। বিদেশ থেকে আমদানি করা রোবোটিক সিস্টেম প্রচুর খরচ সাপেক্ষ হওয়ার জন্য অনেক সময় আপনার পারিপার্শ্বিক হাসপাতাল গুলি সেই খরচের কারণে রোবোটিক সিস্টেম আনতে পারে না।

এছাড়াও ডাক্তার বা নার্সদের রোবটিক সিস্টেমের প্রশিক্ষণের জন্য অনেক বেশি খরচ হয়। আমরা নিয়ে এসেছি কারণ আমাদের লক্ষ্য এইসব বাধা অতিক্রম করে দেশে তৈরি আন্তর্জাতিক মানের রোবট অনেক কম খরচে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া।

পাশাপাশি আমরা সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমন একটা বাস্তুতন্ত্র গড়ে তুলতে পারি যাতে রোবটিক অস্ত্রোপচার করাটা আরো সহজসাধ্য হয়ে উঠতে পারে এবং আমরা চাই যে এই প্রযুক্তি দেশের সমস্ত ছোট এবং বড় শহরগুলিতে পৌঁছে দেওয়া।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এগিয়ে চলেছে, এখনও পর্যন্ত ৬১ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন

মালিগাঁও, ২৪ জুনঃ বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম 'গ্রিন রেলওয়ে' হওয়ার দিকে মিশন মোডে এগিয়ে চলেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। মোট শূন্য কার্বন নির্গত অর্জন এবং ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণ অর্জনের লক্ষ্য হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার জোনের মধ্যে আন-ইলেক্ট্রিফাইড ব্রড গজ রুটের সমস্ত বৈদ্যুতিকীকরণের কাজের গতি বৃদ্ধি করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এখনও পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৫৮৩ আরকেএম (রুট কিলোমিটার) বৈদ্যুতিকীকরণ অর্জন করেছে, যা ৪২৬০ রুট কিলোমিটার নেটওয়ার্কের ৬১ শতাংশ। আটটি উত্তর পূর্বাঞ্চলয়ী রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ১৩৯৯.৩৪ রুট কিলোমিটার বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে মোট বৈদ্যুতিকীকরণ রুটের মধ্যে অসমে ১২২৯.৩৪ রুট কিলোমিটার, মণিপুরে ২.৮১ রুট কিলোমিটার, মেঘালয়ে ৯.৫৮ রুট কিলোমিটার, নাগাল্যান্ডে ৬.০০ রুট কিলোমিটার এবং ত্রিপুরায় ১৫১.৫৯ রুট কিলোমিটার ইতিমধ্যে

বৈদ্যুতিকীকরণ হয়ে গেছে। এছাড়াও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধীনে ইতিমধ্যে বিহারে ৩১৮.৮৭ রুট কিলোমিটার এবং পশ্চিমবঙ্গে ৮৬৪.৯৪ রুট কিলোমিটার বৈদ্যুতিকীকরণ হয়েছে। সমগ্র জোনের বিভিন্ন সেকশনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (ইরকন), রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক সার্ভিস (রাইটস),উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েকনস্ট্রাকশন দ্বারা বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ পর্যায় ক্রমিকভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে। বৈদ্যুতিকীকরণের ফলে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর মধ্যে ট্রেন চলাচলের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে ও উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে রেল নেটওয়ার্ক শক্তিশালী হবে এবং পরিবহণের একটি পরিবেশ অনুকূল, দ্রুত, শক্তি সাশ্রয়ী পদ্ধতি প্রদান করবে। দূষণ হ্রাস হওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্তভাবে আমদানিকৃত ক্রুড অয়েলের উপর নির্ভরশীলতাও হ্রাস করবে, যার ফলে মূল্যবান বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় হবে।

এর ফলে বাধাহীনভাবে পরিবহনের সুবিধা হওয়ার পাশাপাশি ট্রেনের গড় গতিও বৃদ্ধি পাবে, ফলে ট্র্যাকশন পরিবর্তনের জন্য হওয়া সময় বাচিয়ে ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা সম্ভব হবে।

Name Change
I, Puspa Sarkar D/O- Panchanan Mondal resident of Vill-Kalimohanpur, P.O.- Belkash, P.S.-Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713102, have changed my name and shall henceforth be known as 'PUSPARANI SARKAR' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 24/06/2024. That Puspa Sarkar and Pusparani Sarkar both are same and one identical person.

Name Change
I, AMAR CH SARKAR @ AMAR CHANDRA SARKAR S/O-SUREN SARKAR resident of Vill-Kalimohanpur, P.O.- Belkash, P.S.-Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713102, have changed my name and shall henceforth be known as 'AMARCHAND SARKAR' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 24/06/2024. That AMAR CH SARKAR, AMAR CHANDRA SARKAR and AMARCHAND SARKAR all are same and one identical person.

নাম পরিবর্ত
আমি, REHANA BIBI (পুরাতন নাম) স্বামী ANWAR ALI MONDAL, ঠিকানা BIMAN NAGAR, AIRPORT, KAIKHALI, NORTH 24 PARGANAS -700052, WEST BENGAL ,কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 24.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে REHENA BIBI (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। REHENA BIBI (নতুন নাম) এবং REHANA BIBI (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change
I ENAMUR RAHAMAN THANDAR, S/O OSIUR RAHAMAN THANDER, R/O MADHYA PANCHUR, PO BIDHANGARH, PS RABINDRANAGAR, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700066, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ENAMUR RAHAMAN THANDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/05/2024, THAT ENAMUR RAHAMAN THANDAR AND ENAMUR RAHAMAN THANDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I AKHAY MOLLICK, S/O KRISHNAMOHAN MALLICK, R/O MADAN MOHAN COLONY, RANAGHAT, RANAGHAT, PIN-741201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKSHOY MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024, THAT AKHAY MOLLICK AND AKSHOY MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ANJALI MOLLICK, W/O AKSHOY MALLICK, R/O MADAN MOHAN COLONY, RANAGHAT, RANAGHAT, PIN-741201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANJALI MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024, THAT ANJALI MOLLICK AND ANJALI MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHIULI DAPTARI, W/O ABDUS CHHALAM TARAFDAR, D/O ABUL KALAM DAPTARI, R/O VILL PURBANAGAR, PO DUTTAPULIA, PS GANGNAPUR, DIST NADIA, PIN-741504, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHIULI DAPTARI TARAFDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD. XX JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS RANAGHAT ON 18/06/2024, THAT SHIULI DAPTARI TARAFDER AND SHIULI DAPTARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, RABINDRA N CHANDA (OLD NAME), SON OF KEDAR CHANDA, RESIDING AT VILL-PUNJA, PO-NEKURSENI, DANTAN, WEST MEDINIPUR-721451, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RABINDRA NATH CHANDA (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024.THAT RABINDRA N CHANDA AND RABINDRA NATH CHANDA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, SHAIK REJABUL HAQUE S/O Sk Nur Md declare that my daughter said name KHADEJA KHATUN (old name), residing at VILL-CHAKRAPUR, P.O.- KHANAKUL, P.S.- KHANAKUL, Hooghly Rural, 712406, West Bengal, INDIA, I have changed my daughter name to (shall henceforth be known as) MST KHADEJA KHATUN (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/06/2024. MST KHADEJA KHATUN (new name) and KHADEJA KHATUN (old name) both are same identical perso

Name Change
I, Smriti Additya (old name) W/O Bishnu Narayan Aditya, residing at Daspara, East Udayrajpur, P.S.- Madhyamgram, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700129, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Smriti Aditya (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/06/2024. Smriti Aditya (new name) and Smriti Additya (old name) both are same identical person.

Name Change
I, ZULFIKKAR HAZRA, SON OF ABDUL ZABBAR HAZRA, RESIDING AT 10, NAZRUL ISLAM AVENUE,VIP ROAD, KAIKHALI MONDAL GANTHI, RAJARHAR GOPALPUR (M), NORTH 24 PARGANAS -700052, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ZULFIKKAR ALI HAZRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024. THAT ZULFIKKAR HAZRA AND ZULFIKKAR ALI HAZRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, MUMTAZ BEGUM HAZRA, WIFE OF ZULFIKKAR ALI HAZRA, RESIDING AT 10,NAZRUL ISLAM AVENUE,VIP ROAD, KAIKHALI MONDAL GANTHI, RAJARHAR GOPALPUR (M), NORTH 24 PARGANAS -700052,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAMTAJ BEGUM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024. THAT MUMTAZ BEGUM HAZRA AND MAMTAJ BEGUM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SWADESH CH BAPARI, S/O NIRANJAN BAPARI, R/O 1620, MADRAL, MUKHERJEE PARA, MADRAL, BHATPARA, KANKINARA, PIN-743126, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWADESH BAPARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024, THAT SWADESH CH BAPARI AND SWADESH BAPARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I LITAN NANDI, SON OF BIJOY KANTI NANDI, RESIDING AT UDAYAN PALLY, PRITHIBA, HABRA, NORTH 24 PARGANAS -743704, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LITON NANDI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024. THAT LITAN NANDI AND LITON NANDI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I HASIBUR RAHAMAN MANDAL, SON OF MUJIBAR RAHAMAN MONDAL, RESIDING AT VILL & PO-KHALITPUR, PS-PETRAPOLE, BONGAON, NORTH 24 PARGANAS-743405, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HASIBUR RAHAMAN MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024.THAT HASIBUR RAHAMAN MANDAL AND HASIBUR RAHAMAN MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I HALIMA MANDAL, WIFE OF HASIBUR RAHAMAN MONDAL, RESIDING AT VILL & PO-KHALITPUR, PS-PETRAPOLE, BONGAON, NORTH 24 PARGANAS-743405, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HALIMA MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024. THAT HALIMA MANDAL AND HALIMA MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, DIL KUMARI SINGH (OLD NAME), W/O SHYAM SINGH, RESIDING AT 211, EJIPURA MAIN ROAD, SRINIVAGILU, BANGALORE SOUTH, KARNATAKA,PIN-560047.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MERRY SINGH (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024. THAT DIL KUMARI SINGH AND MERRY SINGH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, SHABIA PARVEEN (OLD NAME), WIFE OF MANAWAR HUSSAIN, RESIDING AT 37/4A, KABITIRTHA SARANI, PO-KHIDDIRPORE,PS-WATGUNGE,KOLKATA-700023, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHABIHA PARVEEN (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024.THAT SHABIA PARVEEN AND SHABIHA PARVEEN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Rima Bepari W/o. Ratan Bepari R/o. 254/B, Manashi Para South Dumdum (M), 24 Pgs. (N), Pin-700065, W.B., India shall henceforth be known as Rima Bepari Das. I declare that Rima Bepari Das and Rima Bepari is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn the Notary Public, Kolkata on 24-06-2024.

Name Change
I , MD Rakib S/O- Mohammad Ahsan, resident of Talpata, P.O.- Memari, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal-713146, have changed my name and shall henceforth be known as 'MOHAMMAD RAKIB' vide an affidavit before the notary public at purba bardhaman on 21/06/2024. That MD Rakib and Mohammad Rakib' both are same and one identical person.

Name Change
I , Probodh Kumar Paul S/O- Panchkari Paul, resident of Meghnath Saha Palli, Goda, Burdwan (Sadar), Burdwan, West Bengal-713104, have changed my name and shall henceforth be known as 'PROBODH CHANDRA PAUL' vide an affidavit before the notary public at purba bardhaman on 21/06/2024. That Probodh Kumar Paul and Probodh Chandra Paul all are same and one identical person.

Name Change
I, YEAR ALI MANDAL, SON OF ANSAR MONDAL, RESIDING AT HARIHARPUR, NORTH 24 PARGANAS,WESTBENGAL-743232, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YEAR ALI MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024. THAT YEAR ALI MANDAL AND YEAR ALI MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, NARESH MADHOGARHIA, SON OF MOTILAL MADHOGARHIA, RESIDING AT CHANDRASHEKHAR BUILDING, 27B ROWLAND ROAD, L.R. SARANI, KOLKATA-700020, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NARESH KUMAR MADHOGARHIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024. THAT NARESH MADHOGARHIA AND NARESH KUMAR MADHOGARHIA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SHANKUNTALA DEVI MADHOGARHIA, WIFE OF MOTILAL MADHOGARHIA, RESIDING AT CHANDRASHEKHAR BUILDING, 27B ROWLAND ROAD, L.R. SARANI, KOLKATA-700020,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAKUNTALA DEVI MADHOGARHIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024.THAT SHANKUNTALA DEVI MADHOGARHIA AND SHAKUNTALA DEVI MADHOGARHIA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, SANTU KUMAR BANGAL, BY FAITH HINDU,SON OF DILIP BANGAL, RESIDING AT VILL-PURBA POALI, PO-POALI, PS-NODAKHALI, SOUTH 24 PARGANAS -743318, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. SK. ISMAIL BY FAITH ISLAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 25/07/2017. THAT SANTU KUMAR BANGAL AND MD. SK. ISMAIL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SUPRIYA KUMAR MANDAL, S/O NIMAI CHAND MANDAL, R/O KARAKULI CONTAI, KANTHI, PS CONTAI, EAST MEDINIPUR, PIN-721401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUPRIYA MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT CONTAI ON 20/02/2024, THAT SUPRIYA MANDAL AND SUPRIYA KUMAR MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD EARDALI GAZI, S/O LATE TALUKDAR GAZI, R/O KATANDIGHI, KRISHNA CHANDRAPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743354, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ERAD ALI GAZI , VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024, THAT ERAD ALI GAZI AND MD EARDALI GAZI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SARAFAT MOLLA, S/O LATE GOLAM, R/O V-75/C, AKRA ROAD, BARTALA, PS RAJABAGAN, KOLKATA -700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SARAFAT HOSSAIN MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024, THAT SARAFAT HOSSAIN MOLLA AND SARAFAT MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SAMIMARA, W/O SARAFAT HOSSAIN MOLLA, R/O V-75/C, AKRA ROAD, BARTALA, PS RAJABAGAN, KOLKATA -700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMIM ARA BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024, THAT SAMIM ARA BEGUM AND SAMIMARA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RUBAIYA KHATUN, W/O SK SAHABUDDIN, R/O 10/1, RAICHARAN GHOSH LANE, PS TILJALA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUBAYA KHATUN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/06/2024, THAT RUBAYA KHATUN AND RUBAIYA KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, ARPAN SAHA CHOWDHURY S/O RAMKRISHNA SAHA CHOWDHURY resident of Woodburn Road, Ward No. 09 of Nabadwip Municipality, P.O. & P.S. Nabadwip, Dist.-Nadia, Pin-741302 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my & my father's actual name ARPAN SAHA CHOWDHURY S/o RAMKRISHNA SAHA CHOWDHURY instead of ARPAN SAHA CHOUDHURY S/o RAMKRISHNA SAHA CHOUDHURY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Nabadwip, Nadia on 20/06/2024. ARPAN SAHA CHOWDHURY S/O RAMKRISHNA SAHA CHOWDHURY and ARPAN SAHA CHOUDHURY S/o RAMKRISHNA SAHA CHOUDHURY all are same persons.

Name Change
I, Mozibor Sarkar/Majibar Sarkar/Mojibar Sarkar/Majibar Sarkar (Old Name) S/o Hasen Sarkar residing at PO-Sadal, PS Khargram, Dist- Murshidabad, PIN-742157 WB shall henceforth be known as Majibor Sarkar (New Name) vide affidavit dated 05.06.24 sworn before The Notary Public at Kolkata . That Mozibor Sarkar/Majibar Sarkar/Mojibar Sarkar/Majibar Sarkar (Old Name) and Majibor Sarkar (New Name) all are same and one identical person.

Name Change
I, Mohammed Saifuddin Mondal (old name) S/O Nazimuddin Mondal, residing at Vill- Trimohini Paschim Para, P.O. & P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Saifuddin Mondal (new name) vide an affidavit sworn before the Judicial Magistrate 1st Class at Basirhat (North 24 Pgs) on 20/06/2024. Md Saifuddin Mondal (new name) and Mohammed Saifuddin Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Lila Dhar Agarwala (old name) S/O Late Banowari Lal Agarwala, residing at 52/2B, Hazra Road, Shantikunj, Ballygunge, Kolkata- 700019, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Liladher Agarwala (new name) vide an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 24/06/2024. Liladher Agarwala (new name) and Lila Dhar Agarwala (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Jyotsna Maiti (old name) W/O Amarjeet Chaudhary, residing at 162/A, Nabadiganta, Budherhat Road, Panchasayar, Chakgaria, Kolkata- 700094, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jyotsna Chaudhary (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/06/2024. Jyotsna Chaudhary (new name) and Jyotsna Maiti (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Pramod Kumar (old name) S/O Bhola Prasad Chaudhari, residing at Mahmadpur Lalse, Mahmadpur Badal, Kadam Chowk, Sakra, Muzaffarpur, Bihar- 843119, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Vijay Kumar Choudhary (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/06/2024. Vijay Kumar Choudhary (new name) and Pramod Kumar (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Shova Devi (old name) W/O Vijay Kumar Choudhary, residing at Mahmadpur Lalse, Mahmadpur Badal, Kadam Chowk, Sakra, Muzaffarpur, Bihar- 843119, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Alka Devi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/06/2024. Alka Devi (new name) and Shova Devi (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Amarjeet Kumar (old name) S/O Vijay Kumar Choudhary, residing at 162/A, Nabadiganta, Budherhat Road, Panchasayar, Chakgaria, Kolkata- 700094, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Amarjeet Chaudhary (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/06/2024. Amarjeet Chaudhary (new name) and Amarjeet Kumar (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Dr Irfan Ahmad (old name) S/O Rahmat Alam, residing at 168/E, Tiljala Road, P.O.- Gobinda Khatick Road, P.S.- Karaya, Kolkata-700046, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammed Irfan Ahmad (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/06/2024. Mohammed Irfan Ahmad (new name) and Dr Irfan Ahmad (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Ashis Mondal S/O Late Adhir Mondal declare that my son said name Nairit Mondal (old name), residing at Ratan Kuthi, North Hatgacha, P.S.- Kolkata Leather Complex, Pin-700156, West Bengal, INDIA, I have changed my son name to (shall henceforth be known as) Naihrit Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/06/2024. Naihrit Mondal (new name) and Nairit Mondal (old name) both are same identical person.

NAME CHANGE
I Swapan Kumar Ghosh S/o: Late Niranjan Ghosh R/o: H/H 25 S.L Sarani P.O.- Aswininagar P.S- Baguiati, Kolkata- 700159 (Previous Pin Code: 700059) shall henceforth be known as Swapan Ghosh as declared before the Judicial Magistrate 1st class, Alipore court, Kolkata vide affidavit no.: 10604, Dated 24/06/2024. Swapan Kumar Ghosh & Swapan Ghosh both are same & identical person.

Name Change
I, Sambhu Das (Old Name) S/o Late Sukha Ranjan Das Residing at 2/4C Subarnabati Abasan, Champadali More , Barasat, North 24 Parganas, W.B- 700124 India shall henceforth be known as Sambhu Nath Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-06-2024. Sambhu Das (Old Name) and Sambhu Nath Das (New Name) both are same and one identical person.

কাটমানি দিতে না পারায় রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা থেকে বঞ্চিত, বিয়ের সাত মাস হলেও অ্যাকাউন্টে ঢুকলো না টাকা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ জুন ঃ রাজ্য সরকারের রূপশ্রী প্রকল্প। যে প্রকল্পের মাধ্যমে বিয়ের সময় মেয়েরা তাদের অ্যাকাউন্টে ২৫ হাজার টাকা পায়। সেই প্রকল্পেও এবার দুর্নীতির ছায়া। চাঁচল থানার শিমুলতলা এলাকার বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন। দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালান। দৃষ্টিশক্তিহীন হয় সেটাও ঠিকভাবে করতে পারেন না। আনোয়ারের মেয়ে আজিনা খাতুনের বিয়ে হয় গত বছর ডিসেম্বর মাসে। আর্থিক প্রতিকূলতার মাঝেই অতিকষ্ট করে মেয়ের বিয়ের খরচ জোগাড় করেছিলেন আনোয়ার। তার জন্য বেশ কিছু ধার দেনাও হয়ে গেছিল। ভেবেছিলেন রূপশ্রী প্রকল্পে মেয়ে পঁচিশ হাজার টাকা পেলে সমস্যা খানিকটা দূর হবে। আজিনা নিয়ম অনুযায়ী আবেদন করেছিলেন রূপশ্রীর জন্য। বিয়ের দিন এই প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা ব্লক এবং পঞ্চায়েতের কর্মীরাও এসেছিলেন বাড়িতে। অভিযোগ সেই সময় তাদের কাছে প্রায় দশ হাজার টাকা কাটমানি দাবি করা হয়। কিন্তু সেই টাকা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই বিয়ের সাত মাস অতিক্রান্ত হলেও এখনো মেলেনি রূপশ্রীর টাকা। এবার এই নিয়ে চাঁচল ২ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে আজিনা। তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যও জানিয়েছেন আজিনা এখনো টাকা পাননি। কোন কারনে তার আবেদন বাতিল হয়ে গেছে। এদিকে এই অভিযোগ সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। বিজেপির দাবি রাজ্য সরকারের যত শ্রী প্রকল্প রয়েছে তাতে তত কাটমানি। যার ভাগ প্রশাসনের একাংশ এবং তৃণমূল নেতাদের কাছে যাচ্ছে। যদিও তৃণমূলের দাবি এইভাবে কেউ কাটমানি চেয়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে প্রশাসন পদক্ষেপ নেবে। আজিমা খাতুন জানান, আমি বারবার অ্যাকাউন্ট চেক করি। টাকা ঢুকবে এই আশাতে। কিন্তু এখনো পেলাম না। আমরা টাকাটা পেলে খুব উপকৃত হতাম। বাবা আনোয়ার হোসেনের অভিযোগ, আমাদের কাছে প্রায় দশ হাজার টাকা চেয়েছিল। আমরা দিতে পারিনি তাই টাকা ঢোকেনি। প্রশাসন খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ নিক। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মোবারক হোসেনের বক্তব্য, এই পরিবার এর আগে আমাকে জানিয়েছিল। আমি খোঁজ নিয়ে. জানতে পেরেছিলাম আবেদন বাতিল হয়েছে। ওরা যাতে টাকাটা পেয়ে যায় এটাই চাইবো। মালদা উত্তর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি অয়ন রায়ের কটাক্ষ, তৃণমূলের আমলে রাজ্যজুড়ে এটাই সংস্কৃতি। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে কাটমানি দিতেই হবে। চাঁচল ২ নং ব্লক তৃণমূলের সহ- সভাপতি রায়হান বলেন, যদি কেউ দুর্নীতি করে প্রশাসন অবশ্যই পদক্ষেপ নেবে। আমরা এসব সমর্থন করি না। এসডিও সৌভিক মুখার্জির আশ্বাস, সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও কে তদন্ত করে পদক্ষেপ নিতে বলবো।

চালু হচ্ছে দুটি সম্পূর্ণ মহিলা স্পেশাল বাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুন ঃ সম্পূর্ণ মহিলা স্পেশাল বাস চালু করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ব্যস্ত সময়ে মহিলাদের যাতায়াত সুরক্ষিত ও আরামদায়ক করে তুলতে মঙ্গলবার থেকেই প্রথম বাসটি চালাবে। রাজ্যের এক পদস্থ অফিসার সোমবার একথা জানান। হাওড়া থেকে ছেড়ে বাসটি বালিগঞ্জ পর্যন্ত যাবে। সকালে অফিসটাইমে এই বাস পরিষেবার ফলে মহিলারা অত্যন্ত নিরাপদে ও ঝুঁকিবিহীন চলাচল করতে পারবেন নিজেদের কর্মস্থলে। এই দুটি নন-এসি বাস হাওড়া থেকে সকাল সাড়ে ৯টা এবং ১০টার সময় ছাড়বে। মহিলা স্পেশাল বাসের কন্ডাক্টরও মহিলা হবেন। প্রত্যেক স্টপে শুধু মহিলারাই এই বাসে উঠতে পারবেন। বাস পরিষেবার উদ্বোধন করবেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সরকারি সূত্রে আরও জানা গেছে, লেডিজ স্পেশাল ট্রেনগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাসগুলির ছাড়ার সময় ঠিক করা হবে। হাওড়া-বর্ধমান এবং হাওড়া- খড়্গপুর লাইনের লেডিজ স্পেশাল ট্রেনের যাত্রীরা এতে উপকৃত হবেন। লেডিজ স্পেশাল কথাটি খুবই স্পষ্টভাবে লেখা থাকবে। যাতে পুরুষ যাত্রীরা দূর থেকেই তা দেখতে পান। আগামী দিনে আরও বাস বিভিন্ন রুটে চালু হয়ে যাবে। যেমন শিয়ালদহ স্টেশন থেকেও এই বাস চালুর ভাবনা রয়েছে পরিবহণ বিভাগের। হাওড়া-বালিগঞ্জ পর্যন্ত সকালে বাস গেলেও বিকেলে বা অফিস ছুটির সময় একইভাবে বালিগঞ্জ থেকে হাওড়া যাওয়া যাবে কিনা তা ভেবে দেখছে পরিবহণ দফতর। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে প্রথম লেডিজ স্পেশাল বাস চালু হয়েছিল। কিন্তু, কিছুদিনের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যায়।

হাতরাস সিটি রেল স্টেশন পুনঃনির্মাণ হচ্ছে

গোরখপুর, ২৪ জুন ঃ অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে, উত্তর পূর্ব রেলের ইজ্জতনগর ডিভিশনের কাসগঞ্জ-মথুরা রেল সেকশনে অবস্থিত হাতরাস সিটি রেলওয়ে স্টেশনকে ২.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। বর্তমানে, যাত্রী এবং মেইলএক্সপ্রেস সহ মোট ৪০ টি ট্রেন হাতরাস সিটি রেলওয়ে স্টেশনের মাধ্যমে চলাচল করছে এবং এখান থেকে প্রতিদিন প্রায় ৩৪০০ যাত্রী যাতায়াত করে। অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে, হাতরাস সিটি রেলওয়ে স্টেশনে আপগ্রেডেশন এবং উন্নতির কাজগুলির মধ্যে রয়েছে স্টেশন বিল্ডিংকে শক্তিশালী করা, সম্মুখের আলো, সঞ্চালন এলাকার উন্নতি, প্ল্যাটফর্মের আপগ্রেডিং এবং সম্প্রসারণ, ট্র্যাফিক পরিচালনার এলাকা এবং পার্কিং এলাকার উন্নয়ন, যাত্রীদের ওয়েটিং রুম। ভিআইপি লাউঞ্জ, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ওয়েটিং রুম, আধুনিক টয়লেট ও টয়লেট ব্লকের ব্যবস্থা, যাত্রীদের সুবিধার্থে কোচ নির্দেশিকা ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সাইনবোর্ডসহ যাবতীয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে হাতরাস সিটি রেলওয়ে স্টেশনকে আকর্ষণীয় রূপ দেওয়া হয়েছে। স্টেশনে। উপরোক্ত কাজগুলো সমাপ্ত হলে একদিকে হাতরাস সিটি রেলওয়ে স্টেশনের রেলযাত্রী ও ব্যবহারকারীরা উন্নত ও আধুনিক যাত্রী সুবিধার সুবিধা পাবেন অন্যদিকে রেলওয়ে চত্বরে প্রবেশের সাথে সাথে তারা এক মনোরম অনুভূতি পাবেন। .

বঞ্চিত প্রসূতি মা এবং শিশুরা, খাবারের মান অত্যন্ত নিম্ন

আবার প্রকাশ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল দশা, সিডিপিওর নির্দেশে তদন্তে সুপারভাইজার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ জুন ঃ আবার প্রকাশ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল দশা। সঠিক ভাবে দেওয়া হচ্ছে না খাবার। যেটুকু দেওয়া হচ্ছে তাও অত্যন্ত নিম্নমানের। বেশির ভাগ মা এবং শিশু খাবার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু অভিযোগ জানালেও কর্ণপাত করছে না কেউই। তাই এবার তুমুল বিক্ষোভ অভিভাবকদের। সোমবার মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এই বিক্ষোভের ঘটনায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। বিক্ষোভকারী সাহানাজ বিবি, নাসিমা খাতুনদের অভিযোগ সাম্প্রতিক কালে বেশির ভাগ দিনই দেওয়া হচ্ছে না খাবার। দেওয়া হলেও পরিমাণ অত্যন্ত কম। খাবারের মান নিম্ন। মানা হচ্ছে না সরকারি তালিকা। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীকে বলা হলে তিনি কোন রকম কর্ণপাত করেন না। বেশির ভাগ দিন শুধু সাদা ভাত এবং ডিম সেদ্ধ দেওয়া হচ্ছে। ভাতের পরিমাণ খুব কম। খিচুড়ি হলে তা মুখে তোলার অযোগ্য। এদিন কর্মী এবং রাঁধুনিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। এদিকে বিক্ষোভের ঘটনা জানতে পেরে সুপারভাইজার কে সরজমিনে গিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন সিডিপিও। তদন্ত করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে আশ্বাস দিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের সিডিপিও আব্দুল সাত্তার। অভিযোগকারী সাহানাজ বিবি বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী দশ দিন ধরে ছুটিতে। তাই বিগত কয়েকদিনে আরো বেহাল দশা। খাবার প্রায় দেওয়া হচ্ছে না বললেই চলে। আরেক অভিযোগকারী নাসিমা খাতুন জানান, তালিকা মেনে খাবার দেওয়া হচ্ছে না। ভাতের পরিমাণ অত্যন্ত কম। খিচুড়ি মুখে তোলা যায় না। বাচ্চারা অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা আনোয়ার হোসেনের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল দশা। আমরা বললেও কেউ কোন কর্ণপাত করে না। অনেকেই খাবার পাচ্ছে না। তবে সরকার যে খাবার দিচ্ছে সেটা যাচ্ছে কোথায়। রাঁধুনি শ্রুতি দাসের দাবি, রান্না ঠিক ভাবেই করা হয়। নিয়ম মেনে খাবার দেওয়া হয়। দিদিমণি ১০ দিন ছুটিতে ছিল। আমাকে যেটা দিয়ে গেছে আমি সেটাই করেছি। সিডিপিও আব্দুল সাত্তার বলেন, সুপারভাইজার কে বলেছি সরজমিনে গিয়ে খতিয়ে দেখতে। সেই ভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মাওলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কোর্সে ভর্তি চলছে, ৩০ জুন শেষ তারিখ

হায়দ্রাবাদ, ২৪ জুন ঃ মাওলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কোর্সে ভর্তি চলছে হায়দ্রাবাদের প্রধান ক্যাম্পাসে, সারা দেশে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য স্যাটেলাইট ক্যাম্পাসে। প্রফেসর এম. ভানাজা, ডিরেক্টর, ডিরেক্টরেট অফ অ্যাডমিশনের মতে মেধা ভিত্তিক কোর্সের জন্য অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ জুন, ২০২৪। মেধা ভিত্তিক কোর্সের মধ্যে রয়েছে উর্দু, ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, ফারসিতে স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম এমএ ট্রান্সলেশন স্টাডিজ, উইমেন স্টাডিজ, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পলিটিকাল সায়েন্স, ইসলামিক স্টাডিজ, হিস্ট্রি, ইকোনমিক্স, সোসিওলজি, লিগ্যাল স্টাডিজ (সামাজিক কাজ), সাংবাদিকতা এবং গণযোগাযোগ, এমএ জেএমসি (পার্শ্বিক এন্ট্রি) এম.কম, এম.এসসি(গণিত), এম.এসসি (পদার্থবিদ্যা), এম.এসসি (রসায়ন), এম.এসসি (উদ্ভিদবিদ্যা), এম.এসসি (প্রাণিবিদ্যা), এমভিওসি. (এমএলটি), এমভিওসি. (এমআইটি) এবং পিজি ডিপ্লোমা ইন টিচিং ইংলিশ ফুল-টাইম, MCA (ল্যাটারাল এন্ট্রি), পিজি ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম (পার্টটাইম), কার্যকরী উর্দু, হিন্দি এবং অনুবাদ, পেশাদার আরবি, অনুবাদ, ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম (পার্টটাইম) ,তাহসিন-ই-গজল, আরবি, ফার্সি, পশতু, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, ইসলামিক স্টাডিজ, সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম (পার্ট-টাইম) উর্দুতে সার্টিফিকেট কোর্স, আরবি, ফার্সি, পশতু, ফরাসি, রাশিয়ান ভাষায় দক্ষতা , তেলেগু, কাশ্মীরি এবং তুর্কি। আরও বিশদ বিবরণের জন্য বা যে কোনও স্পষ্টীকরণের জন্য আগ্রহী প্রার্থীরা admissionsregularmanuu.edu.in-এ ইমেল করতে পারেন এবং সাধারণ প্রশ্নের জন্য ভর্তি হেল্প ডেস্কে এই নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করা যেতে পারে ঃ ৬২০৭৭২৮৬৭৩, ৯৮৬৬৮০২৪১৪, ৬৩০২৭৩৮৩৭০, ৭৫০০৪৯৬৬৬৮৪ এবং অনলাইন আবেদন ফর্ম ৩৯৬৬৬৪৩৮ এবং অনলাইনে। www.manuu.edu.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

অরেঞ্জ লাইন ওভার এর কেন্দ্র থেকে সিটি সেন্টার ২ পর্যন্ত বিভিন্ন স্টেশনের ৯০ শতাংশ নির্মাণ কাজ

কলকাতা, ২৪ জুন ঃ অরেঞ্জ লাইনের কবি সুভাষ-জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) করিডোরে বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। নিউ টাউন-রাজারহাটে আসা স্টেশনগুলি সাম্প্রতিক সময়ে একটি বড় অগ্রগতি দেখেছে। এই নির্দিষ্ট প্রসারিত বেশিরভাগ স্টেশনের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। একবার চালু হয়ে গেলে, এই স্টেশনগুলি আগামী দিনে হাজার হাজার যাত্রী, পর্যটক এবং অফিসগামীদের পরিষেবা দিতে চলেছে। এই প্রসারিত মেট্রো পরিষেবাগুলি কলকাতার ব্যস্ততম রাস্তাগুলিতে যানজট কমিয়ে দেবে এবং নিউ টাউন-রাজারহাট থেকে কলকাতার অন্যান্য অংশে যাতায়াত খুব সহজ করে তুলবে। নিউ টাউন-রাজারহাট, ব্যবসায়িক এবং আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি অত্যাধুনিক জনপদ পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অন্যতম স্নায়ু কেন্দ্র হয়ে উঠতে চলেছে। সেই কথা মাথায় রেখেই এই জনপদে মেট্রো পরিষেবা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে ভারত সরকার। অনেক ধীরগতির পরে, সাম্প্রতিক সময়ে এই মেট্রো প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে যা কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইন নামে পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি ইতিমধ্যেই ০৬.০৩.২০২৪ তারিখে কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে জাতির সেবায় ৫.৪০ কিলোমিটার প্রকল্প উৎসর্গ করেছেন। অধিকন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত আরও ৪.৩৯ কিলোমিটার প্রসারিত অংশ ইতিমধ্যেই চালু করার জন্য সিসিআরএস অনুমোদন পেয়েছে। এই বর্ধিত প্রসারিত বাণিজ্যিক পরিষেবা খুব শীঘ্রই শুরু হবে। ২৮.৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডোরের বাকি কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে। আইটি সেন্টার থেকে সিটি সেন্টার-২ পর্যন্ত প্রসারিত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ ৯০ সম্পূর্ণ। এই স্টেশনগুলিতে বৈদ্যুতিক এবং সংকেত এবং টেলিযোগাযোগের কাজ চলছে। এই প্রসারিত, সেখানে ১০টি স্টেশন থাকবে যা আধুনিক প্রযুক্তির সাথে এলাকার শিল্প ও সংস্কৃতির মিশ্রণে তৈরি করা হয়েছে। স্টেশন ভবন এবং তাদের সাজসজ্জা নিউ টাউন এবং রাজারহাট শহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করবে। উল্লেখ্য যে, প্রশান্ত চেহারা ছাড়াও, এই সমস্ত স্টেশনগুলিতে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা যেমন এসকেলেটর, লিফট, সিঁড়ি, পানীয় জলের সুবিধা, টয়লেট, আধুনিক প্ল্যাটফর্ম, স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন স্ব-টিকিটিং সুবিধার জন্য। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, যাত্রীদের সুবিধার্থে জরুরী আলোর ব্যবস্থা, অন্ধদের জন্য স্পর্শকাতর ফ্লোর ইন্ডিকেটরসহ আরও কিছু অতিরিক্ত সুবিধা থাকবে এখানে।

ক্ষোভের মুখে পুরনিগমের কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ জুন ঃ পুনরায় একবার অবৈধ নির্মাণ ভাঙলো শিলিগুড়ি পুরনিগম। সোমবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নং ওয়ার্ডের সূর্যসেন কলোনী বি ব্লকের একটি বাড়ির অবৈধভাবে তৈরি কিছু অংশ ভেঙে দেওয়া হয়। এলাকায় মোতায়ন করা হয় পুলিশবাহিনী। তবে বাড়ির মালিকের অভিযোগ, পুরনিগমের থেকে নোটিস দেওয়া হয়েছিল, সেই নোটিস অনুযায়ী তারা কিছুটা অংশ ভেঙেছিলো তবে তা পর্যাপ্ত ছিল না। তাই এদিন পুরনিগমের কর্মীরা এসে ওই নির্মাণ ভেঙে দেয়। নির্মাণ ভাঙার খবর পেয়ে সেখানে যান ওয়ার্ড কাউন্সিলর বিমান তপাদার তিনি সংবাদ মাধ্যমে বলেন এই নির্মাণ ভাঙা হবে বলে পুরনিগম কোনো নোটিস দেয়নি। আগে নোটিস দিলে সামগ্রী সরিয়ে নেওয়া যেত।

মদ বিক্রির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সবংয়ে, বিক্ষোভ মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৪ জুন ঃ সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবংয়ে। সোমবার সকালে সবংয়ের দশগ্রাম পঞ্চায়েতের মশাগ্রামে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলারা। লাঠি, ঝাঁটা নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। দোকানে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের দাবি, এখানে মদের দোকান চললে পরিবেশ নষ্ট হবে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। তখন তাদেরও বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। কিছুক্ষণের জন্য পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা। মহিলারা জানিয়েছেন, মদের দোকানের জন্য পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। বাইরের লোকজনের আনাগোনা বাড়ছে।

সিঙ্গুরে সমবায় সমিতিতে উড়েছে সবুজ পতাকা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৪ জুন ঃ বিধানসভায় শূন্য, লোকসভাতেও শূন্য। পুরসভা বলতে একমাত্র তাহেরপুরেই সিপিএম রয়েছে। এবার পঞ্চায়েতেও ধাক্কা দেওয়া শুরু করল তৃণমূল। দীর্ঘ তিন দশক যে সমবায় সমিতিতে লাল পতাকা উড়েছে, এবার সেখানে সবুজ, ঘাসফুলের ছড়াছড়ি। বামেদের দখলে থাকা সমবায় সমিতিও জিতে নিল শাসকশিবির। রবিবার সিঙ্গুরে গোবিন্দপুর সমবায় সমিতির পরিচালন সমিতির

নির্বাচন ছিল। যে ভোট নিয়ে দফায় দফায় উত্তেজনাও ছড়ায়। এমনই অশান্তি বাধে যে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে পরিস্থিতি সামলায়। ভোটের ফলাফলে সেখানে দেখা গেল শুধুই তৃণমূল সমর্থকদের জয়। তবে বিরোধীদের অভিযোগ, বহিরাগতদের নিয়ে এসে ছাপ্পা ভোট করিয়েছে তৃণমূল। এমনকী বিরোধীদের মারধর করে বুথ থেকেও বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যদিও যদিও নির্বাচন শেষে ফল ঘোষণা হয়। ৩৫ বছর ধরে বামেদের দখলে থাকা গোবিন্দপুর সমবায় সমিতি পায় তৃণমূল। ১৯৮৯ সাল থেকে যখন প্রথম সমিতি গঠন হয়, তখন থেকেই এখানে লাল পতাকার দাপট। ২০১৮ সালে ৪৫ টি আসনের মধ্যে ৩৩টি আসন পায় বামেরা। ১২টিতে তৃণমূল জেতে। তবে এবারের সমবায় ভোটে ৪৫-এ ৪৫-ই পেল তৃণমূল। সমবায় এখন তাদের। জিতে বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। বরং সিঙ্গুরের শাসকনেতা বেচারাম মান্না বলেন, গোবিন্দপুরে সমবায় সমিতির নির্বাচনে আমরা ৪৫-০ ভোটে জয়ী হলাম। এখানে সিপিএম এবং বিজেপি রামধনু জোট গড়ে লড়েছিল। তাদের জোটও তৃণমূলকে হারাতে পারল না। আমরা ৩৫ বছর পর সিপিএম বিজেপির থেকে বোর্ড ছিনিয়ে নিলাম। যদিও স্থানীয় সিপিএম নেতা প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ব্যাপক হারে ছাপ্পা হয়েছে। ভোটই দিতে দেয়নি। ওরা নিজেদের মনে মত করে ভোট দিয়েছে। সিঙ্গুর থানার একটি সমবায় বামপন্থীদের হাতে ছিল, সেই সমবায় ছিনিয়ে নিতেই এত কিছু।

বাংলার অযোধ্যাতেও ভরাডুবি গেরুয়া শিবিরের

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৪ জুন ঃ রয়েছে রামচন্দ্রের মন্দির, রয়েছে সীতাকুণ্ড, তবুও অযোধ্যাতে নির্বাচনে ভরাডুবি গেরুয়া শিবিরের। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বৃহ এলাকা হলো অযোধ্যা। আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চন্দ্রকোণা বিধানসভায় অবস্থিত এই অযোধ্যা এলাকা। চন্দ্রকোণা পুরসভার অযোধ্যা এলাকাতেও এই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে তৃণমূল। পুর এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি করেও লোকসভা নির্বাচনে পিছিয়ে গেছে বিজেপি। তেমনই এই অযোধ্যাতেও বিজেপিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে তৃণমূল। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প থেকে এলাকার উন্নয়ন, সবকিছুই হয়েছে। তাই জয় লাভ করেছে তৃণমূল বলছেন এলাকাবাসী। দাবি এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বের। চন্দ্রকেতু রাজার আমলে এই এলাকায় রামচন্দ্রের মন্দির থেকে শুরু করে সীতাকুণ্ড সমস্ত কিছুই ছিল। তাই এই জায়গার নাম অযোধ্যা। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ভগ্নপ্রায় রামচন্দ্রের মন্দিরটিকে সংস্কারের দাবি তুলেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এই অযোধ্যায় ১০৬২ জন ভোটার। এবার লোকসভা ভোটে ভোট পড়েছে ৯২৫ টি। তৃণমূল পেয়েছে ৪৬৭ টি, বিজেপি ৪১১ টি, সিপিএম ২৪ টি । বিজেপিকে পিছনে ফেলে ৫৬ ভোটে এগিয়ে তৃণমূল। আর তাতেই রাম- রাজ্য উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার পাশাপাশি বাংলার চন্দ্রকোণার অযোধ্যাতেও হারল বিজেপি। যদিও চন্দ্রকোণা বিজেপি নেতারা পালটা যুক্তি দিচ্ছেন যে, তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে। ভোটে বিজেপি শতাংশের নিরিখে সব জায়গায় এগিয়ে রয়েছে। বিজেপির আরও দাবি, চন্দ্রকোণার অযোধ্যায় ভোট শতাংশের নিরিখে বিজেপির ভোট বে।ছে। যেভাবে ভোটে তৃণমূল সন্ত্রাস রিগিং করেছে, তা সত্ত্বেও আমাদের ফল ভালো হয়েছে। মানুষ আমাদের সাথেই রয়েছে।

বিশ্বভারতীর সমবায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গ্রাহক ও লগ্নিকারীদের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৪ জুন ঃ বিশ্বভারতীর সমবায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালো গ্রাহক ও লগ্নিকারীরা। বিশ্বভারতীর সমবায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহক ও লগ্নিকারীরা। বিশ্বভারতীর একসময়ের ছাত্রনেতা ভ্রমর ভান্ডারীর নেতৃত্বে এই আন্দোলনকে ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠলো কবিগুরুর শান্তিনিকেতন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর সমবায় ব্যাংক এখন দুর্নীতির আঁতুর ঘর। বহুদিন যাব নির্বাচন হচ্ছে না, গ্রাহকরা পাচ্ছেন না সুষ্ঠ পরিষেবা, লগ্নিকারীরা লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত, এই সমস্ত গুরুতর অভিযোগগুলোকে সামনে রেখে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহক ও লগ্নিকারীরা। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে ১৯২৭ সালে বিশ্বভারতীতে পথ চলা শুরু হয় সমবায় ব্যাংকের। ব্যাংকে অধিকাংশ গ্রাহক বিশ্বভারতীর কর্মী, আধিকারিক, অধ্যাপকরা। ঋণ থেকে শুরু করে ইনভেস্টমেন্ট সবটাই রয়েছে এখানে। অথচ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নরকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। নির্বাচন বন্ধ, পাশাপাশি গ্রাহকরা ন্যায্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যারা লগ্নি করেছেন প্রাপ্য লভ্যাংশ পাচ্ছেন না, আবেদন করেও মিলছে না ঋণ। এইধরনের নানান অভিযোগ তুলে বিশ্বভারতীর কো- অপারেটিভ সমবায় ব্যাংকে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা। খুব স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বভারতীর কর্মী, আধিকারিক, মাস্টারমশাইদের এই বিক্ষোভকে ঘিরে অশান্ত হয়ে ওঠে বিশ্বভারতী। সোমবার দ্বিতীয় দিনে পড়লো এই বিক্ষোভ।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ড্রাইভারদের চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৪ জুন ঃ সেহারা আউট পোস্ট , রায়না থানা ও পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং সেহারা বাজার নার্সিংহোমের সহযোগিতায় সেহারা বাজার কমিউনিটি হলে স্থানীয় ড্রাইভারদের চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় । এই স্বাস্থ্য শিবির কে উৎসাহিত করতে উপস্থিত হয়েছিলেন এসডিপিও সদর সাউথ অভিষেক মন্ডল, সিআইসি তপন কুমার বসাক, রায়না থানার ওসি পুস্পেন্দু জানা । সমগ্র অনুষ্ঠানটি সংগঠিত করেন সেহারা আউট পোস্টের বড় বাবু কৃপাসিন্ধু ঘোষ । এদিন প্রায় পঞ্চাশ জনের বেশি ড্রাইভারদের চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পুলিশের উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হওয়ায় ড্রাইভাররা সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, অনেক সময় তারা অতিরিক্ত গাড়ি চালাতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু সময় করে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা করা আর হয়ে ওঠে না। এই পরীক্ষার অনেকের চক্ষু ও শারীরিক সমস্যা দেখা গেছে। তাদের সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এই স্বাস্থ্য শিবিরের উপস্থিতি হয়েছিলেন বর্ধমান সান হাসপাতালের বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক আর কে শ্রীবাস্তব, ডাক্তার অনুরণ সাহা, ডাক্তার অমল গুহ, ডাক্তার আবুল কালাম আজাদ। প্রধান অতিথি এসডিপিও সদর সাউথ এই শিবির আয়োজন করার জন্য ও সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য সেহারা আউট পোস্টের বড়বাবু কৃপাসিন্ধু ঘোষের প্রশংসা করেন। অভিষেকবাবু ড্রাইভারদের ট্রাফিক আইন সঠিক ভাবে মেনে চলার আহ্বান জানান।

ভরা কোটালে বাঁধ ভাঙার আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৪ জুন ঃ ভরা পূর্ণিমার কোটালে নদীর বাঁধ ভাঙার আতঙ্কে সুন্দরবনের মানুষ। একদিকে স্বস্তির বৃষ্টি, অন্যদিকে নদী বাঁধ ভাঙার আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না সুন্দরবনের সাগর দ্বীপের বাসিন্দাদের। স্বস্তির বৃষ্টির ফলে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ চাষের কাজে নেমে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাগরের চাপাতলা, কচুবেড়িয়া, কশতলা সাপখালি, সুমতিনগর, বঙ্কিমনগর, মহিষামারি সহ একাধিক জায়গায় নদী বাঁধের বেহাল দশা। বাঁধ গুলির মেরামতির কাজ শুরু করেছে সেচ দফতর। কিন্তু এই বর্ষাকালে বাঁধের কাজ করলে তা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। সামনের অমাবস্যা পূর্ণিমার কোটালে ভাঙার সম্ভাবনা আছে। গ্রামবাসীদের দাবি, বর্ষাকাল বাদ দিয়ে অন্য কোনও সময় বাঁধ মেরামতি করলে বাঁধ মজবুত হয় বেশিদিন। এদিকে কয়েকদিন পর থেকে ভারী বৃষ্টি শুরু হবে, তখন বাঁধের কাজ করা যাবে না। বাঁধ ভেঙে চাষের সময় নোনা জল প্লাবিত হবে জমি। আমরা চাই প্রশাসন বিষয়টার উপর নজর দিক। এই ব্যাপারে সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান জানান, বেহাল নদী বাঁধ গুলোর মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। বর্ষায় যাতে বাঁধ না ভাঙে, প্রশাসন সেদিকে নজর রাখছে।

Nasibpur Gram Panchayat
Nasibpur, Singur, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works vide **Tender Reference No.: NGP/134/2024, NGP/135/2024 & NGP/136/2024, Date: 24.06.2024.** Bid Submission Start Date : **25.06.2024 at 11:00 AM.** Bid Submission End Date : **03.07.2024 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date : **06.07.2024 at 10:00 AM.** For details information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Nasibpur Gram Panchayat

পুলিশ কর্মীদের মধ্যে হেলমেট বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৪ জুন ঃ সোমবার হুগলি গ্রামীণ পুলিশের কামারকুন্ডু হেডকোয়ার্টার্সের তরফ থেকে পুলিশ কর্মীদের মধ্যে গ্রীষ্মকালীন কীট এসি হেলমেট বিতরণ করা হয় । পুলিশ কর্মীদের হাতে হেলমেট গুলো তুলে দেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন, ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ডি এন্ড টি প্রীযব্রত বক্সী, সিঙ্গুর থানার ওসি সহ পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ। জানা গেছে এই এসি হেলমেট পূর্বে রাজ্যের কোন থানা থেকেই দেওয়া হয়নি। আজকে মূলতঃ যে সমস্ত পুলিশকর্মীরা ট্রাফিক গার্ডে ডিউটিরত তাদের মধ্যেই এই হেলমেটগুলি বিতরণ করা হয়। পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন জানান আগামী দিনে গ্রামীণ পুলিশের অন্যান্য কর্মীবৃন্দের মধ্যে এরূপ হেলমেট তুলে দেওয়া হবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে বহু পুলিশকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

NIET No.: WB/HWH/AGP/NIET-316, DATED: 21/06/2024
An e-tender notice for 3 nos. work has been published. Details are available in http://wbtenders.gov.in. Bid submission start dt.: 24/06/2024 at 5:30 P.M. Bid submission closing dt.: 03/07/2024 at 5:30 P.M.
Sd/- Pradhan
Antila G.P.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ও/এসি/টি/১০০ থেকে ১০১/২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ২১.০৬.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১০০-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** নিউ কোচিং ডিপো, আসানসোলে বন্দে ভারত ট্রেনের জন্য রক্ষণাবেক্ষণের পরিকাঠামো এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার বিকাশ/উন্নয়ন জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৫,৮৩,২২৫.৬১ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৫১,৭০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৩ মাস। **ক্রঃ নং ২। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১০১-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিশনের জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/আসানসোলের অধীনে ২০২৩-২০২৪ বর্ষের জন্য বর্ষাকালে জরুরি উপকরণ হিসাবে বোঝাই ও খালাস সহ গুঁড়ো পাথরের সরবরাহের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৬৮,২৪,৫৬৭.১৪ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৮৪,১০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময় ঃ** উভয় ক্রমিক নম্বরের জন্য ২২.০৭.২০২৪-এ দুপুর ১২টা। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে। (ASN-98/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেজিপিডব্লু-সিএআরআর-এআরটিএআরএমই-২৪-১, তারিখ ঃ ২৪.০৬.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ওয়ার্কস ম্যানেজার/আরএসপি (ক্যারেজ ওয়ার্কস), খড়্গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর, পিন-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম ঃ** বিজি কোচসমূহকে এআরটি/এআরএমই-তে রূপান্তর, পরিমাণ-১৭ কোচ। **পরিমাণ ঃ** এনআইটি অনুযায়ী। **কাজের অবস্থান ঃ** খড়্গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, পোস্টঃ খড়্গপুর, জেলাঃ পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৩১,২৯,৮৫৩.০৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৬৫,৭০০ টাকা। **চুক্তির সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৬ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৭.২০২৪ দুপুর ৩টা। বিস্তারিত টেন্ডার নথি ই-টেন্ডার পোর্টাল **http://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **(PR-301)**

NIET No.: WB/HWH/AGP/NIET-325, DATED: 21/06/2024
An e-tender notice for 2 nos. work has been published. Details are available in http://wbtenders.gov.in. Bid submission start dt.: 24/06/2024 at 5:30 P.M. Bid submission closing dt.: 03/07/2024 at 5:30 P.M.
Sd/- Pradhan
Antila G.P.

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২১-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৪-২৫-এর প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার, তারিখ ২১.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম/অবস্থান ঃ** "আসান-সোল ডিভিশন—বরাকর এবং মুগমাতে এমএসডিএসি দ্বারা ডুয়েল ডিটেকশনের ব্যবস্থা।" **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৬৭,৪৭,৭৭২.০৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪,৩৩,৭০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ২৭০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৭.২০২৪-এ দুপুর ৩টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ http://www.ireps.gov.in/** এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে উপেক্ষা করা হবে। টেন্ডারদাতার/বিডারের অবশ্যই ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে এবং অবশ্যই আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্টার্ড হতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতারা/বিডাররা ই-টেন্ডারিংয়ে অংশ নিতে পারবেন। (ASN-97/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪

মেসি ৩৭, ফুটবল ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, লিও মানে স্বপ্নের রাজপুত্র

নিউ ইয়র্ক, ২৪ জুনঃ সকালে হোস পাইপ দিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের গাড়িতে যে ছেলেটি রাজপথ পরিষ্কার করেন, তাঁর পরনে মেসি লেখা জার্সি। আবার যিনি প্রতিদিন রাতে সংবাদপত্রের বান্ডিল নিয়ে দৈনিক লোকালে ওঠেন, তাঁর পরনে মেসির জার্সি। মেসি মিলিয়ে দেন সবকিছুকে, তিনি ভালবাসার প্রাসাদ গড়েছেন ফুটবল দুনিয়ায়। কোপা আমেরিকার আসরে রবি রাতে স্ত্রী আন্তোনেলা কুইজোকে নিয়ে খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। আচমকা দেখা গেল পুরো স্টেডিয়াম অন্ধকার করে মোবাইলের আলোয় মেসির মুখ আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। জন্মদিনের একদিন আগেই তাঁর জন্মদিন পালন করল ফ্লোরিডার মাঠ। তিনি জীবন্ত কিংবদন্তি। প্রতিদিন মেসির বয়স বাড়ে না, কমে। তাঁর

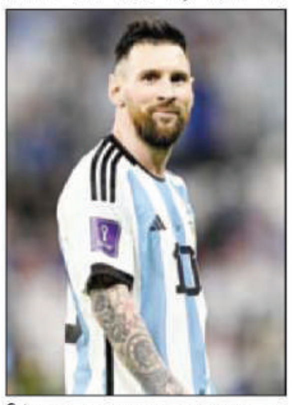

ফিটনেস, গোলক্ষুধা, নয়া প্রজন্মের কাছেও দৃষ্টান্তের। তিনি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নয়, প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জ উপভোগ করেন। ২০ বছরের ফুটবল জীবনে বহুবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। একবার কোপা আমেরিকা জিততে না পেরে অবসরই নিয়ে নিয়েছিলেন। ফিরে আসেন দেশবাসীর ডাকে। লিও তোমায় বিশ্বসেরা করতে হবে আর্জেন্টিনাকে। তিনি পেরেছেন, জিতিয়েছেন পুরো দেশকে। মারাদোনার সঙ্গে তুলনা টেনে বলা হতো, দিয়েগো আমাদের সব দিয়েছে, লিও পারেনি। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপ মেসির ফুটবল ভাণ্ডারের কোহিনুর খুঁজে দিয়েছে। তিনি যখন লুসেইল স্টেডিয়ামের ফাইনালে কাপ জয়ের পরে আলতো করে ট্রফিতে চুম্বন খাচ্ছেন, সেইসময় তৃপ্ত তামাম ফুটবল প্রেমীরা। মেসি সম্পূর্ণই হতেন না যদি তাঁর হাতে বিশ্বকাপ না থাকত। সোমবার মেসি ৩৭ বছরে পা দিলেন। জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সর্বস্তরের ব্যক্তিরা।

বিশ্বকাপে শিকে ছেঁড়েনি

সেই ক্রিকেটারই জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতের ক্যাপ্টেন!

মুম্বই, ২৪ জুনঃ টি-২০ বিশ্বকাপ শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে রয়েছে। টুর্নামেন্টের আর মাত্র ৫টি ম্যাচ বাকি। কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের পর ভারতীয় টিম জিম্বাবোয়ে যাবে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলতে। ৬ জুলাই থেকে ভারত-জিম্বাবোয়ে টি-২০ সিরিজ চলবে ১৪ জুলাই অবধি। যে কারণে একদিকে যখন ভারতীয় টিম বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের টিকিটের জন্য লড়াই করছে, অপরদিকে বিসিসিআই ভাবছে ভারতের জিম্বাবোয়ে সফরের কথা। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদবের মতো সিনিয়র ক্রিকেটারদের এই সফরে দেখা যাবে না বলেই জানা গিয়েছে। ফলে একঝাঁক ভারতীয় তরুণ ক্রিকেটার যে জিম্বাবোয়ের বিমান ধরবেন, তেমনটাই মনে করছে ক্রিকেট মহল। এই পরিস্থিতিতে শোনা গিয়েছে, টি-২০ বিশ্বকাপে সুযোগ না পাওয়া এক ভারতীয় ক্রিকেটার এ বার জিম্বাবোয়ে সফরে টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন হতে পারেন। কে তিনি? ২৪ বছর বয়সী শুভমন গিল রয়েছেন

জিম্বাবোয়ে সফরে ভারতের ক্যাপ্টেনের দায়িত্বে এগিয়ে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, সিনিয়র সিলেকশন কমিটি ইতিমধ্যেই ২০ সদস্যের এক স্কোয়াড বেছে রেখেছে। কিন্তু এখনও সরকারি ঘোষণা হয়নি। হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব টি-২০ বিশ্বকাপে ব্যস্ত। জিম্বাবোয়ে সফরে যাবেন কিনা, তা জানতে চেয়ে সিনিয়র সিলেকশন কমিটি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তাঁরা জানিয়েছেন, যেতে চান না। ভারতের মূল টিম বিশ্বকাপে যেহেতু ব্যস্ত তাই তরুণ ক্রিকেটারদেরই জিম্বাবোয়ে সিরিজে পাঠানোর কথা ভাবছে বোর্ড। রোহিত, বিরাট, হার্দিক, বুমরাদের জিম্বাবোয়ে সিরিজের সময় বিশ্রাম দেওয়া হবে। টি-২০ বিশ্বকাপের পরই যেহেতু ওই সিরিজ, তাই ওয়ার্কলোড ম্যানেজের জন্য বিসিসিআই তাঁদের বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভেবেছে। শুভমন গিল টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় টিমের সঙ্গে সফর করেছিলেন রিজার্ভ প্লেয়ার হিসেবে। যিনি বিশ্বকাপের ইউএসএ পর্ব শেষ হওয়ার পর বোর্ডের নির্দেশে আবেশ খানের সঙ্গে দেশে ফিরেছিলেন। এ বার শোনা যাচ্ছে শুভমনকেই ক্যাপ্টেন বাছতে চলেছে বোর্ড। এই সফরে রিঙ্কু সিং, যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু স্যামসনদের যাওয়ার কথা। তাঁরা অবশ্য এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজে রয়েছেন। তাঁদের পাশাপাশি অভিষেক শর্মা, রিয়ান পরাগ, নীতীশ কুমার রেড্ডি, তুষার দেশপান্ডে, হর্ষিত রানারা এ বার জিম্বাবোয়ে সফরে ডাক পেতে পারেন বলেই শোনা গিয়েছে।

রাসেলের লড়াই ব্যর্থ, 'নকআউট' জিতে সেমিফাইনালে প্রোটিয়ারা

অ্যান্টিগা, ২৪ জুনঃ দু'বারের চ্যাম্পিয়নদের ছিটকে দিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সুপার এইট গ্রুপ ২-তে নকআউট হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতীয় সময় অনুযায়ী আগের রাতেই প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিল ইংল্যান্ড। এই গ্রুপে একটা স্পটই বাকি ছিল। দৌড়ে ছিল আয়োজক তথা দু'বারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও প্রোটিয়ারা। ইংল্যান্ড আগের রাতে বিধ্বংসী পারফরম্যান্সে নেট রান রেটে ফারাক গড়ে দেয়। সে কারণেই এই দুদলের কাছে জয় ছাড়া বিকল্প ছিল না। ব্যাটিংয়ে রস্টন চেজ ও বোলিংয়ে আন্দ্রে রাসেল মরিয়া চেষ্টা করলেন। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে রাসেলের লড়াই কাজে এল না। এ বারের টুর্নামেন্টে অন্যতম অপরাজিত দল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই ধারা বজায় রাখল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো বিধ্বংসী দলের বিরুদ্ধে পার্থক্য গড়ে দিল স্পিনাররা! অ্যান্টিগায় টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রোটিয়া অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। প্রথম ওভারেই শেই হোপকে ফেরান মার্কো জানসেন। পরের ওভারে ক্যাপ্টেন মার্করামের জালে বিগ ফিশ নিকোলাস পুরানের উইকেট। মাত্র ৫ রানেই ২ উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ থেকে বিশ্বকাপ। ক্যারিবিয়ান ব্যাটিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ পুরান। তাঁর উইকেটেই যেন ম্যাচ থেকে অর্ধেক ছিটকে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওপেনার কাইল মেয়ার্স ও চারে নামা অলরাউন্ডার রস্টন চেজের ব্যাটে লড়াই করার মতো স্কোর আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজের। মেয়ার্স ৩৫ রান করেন। চেজ ৪২ বলে ৫৩। আন্দ্রে রাসেল ৯ বলে ১৫ রানের ক্যামিও। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩৫ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রোটিয়া বোলারদের মধ্যে অনবদ্য চায়নাম্যান তাবরাইজ শামসি। ৪ ওভারে ২৭ রান দিয়ে

৩ উইকেট। দক্ষিণ আফ্রিকা রান তাড়ায় শুরুতেই হোঁচট খায়। দ্বিতীয় ওভারে বোলিংয়ে আসেন আন্দ্রে রাসেল। ওভার শুরু করেন রিজা হেনড্রিক্সের উইকেটে, শেষ বলে আউট কুইন্টন ডি'কক। পরপর দু'ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি করা কুইন্টনকে আউট এবং ওভারে জোড়া উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে লড়াইয়ে রাখেন রাসেল। তবে ২ ওভার শেষেই বৃষ্টি। সে সময় দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ২ উইকেটে ১৫ রান। দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকে ম্যাচ। ডাক ওয়ার্থ লুইসে দক্ষিণ আফ্রিকার লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৭ ওভারে ১২৩ রান। প্রোটিয়া ইনিংসের সপ্তম ওভারে বোলিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাঁ হাতি স্পিনার গুডাকেশ মোতি। বিধ্বংসী ব্যাটিং করেন হেনরিখ ক্লাসেন। এই ওভারে আসে ২০ রান। এটাই যেন পার্থক্য গড়ে দেয়। পরপর উইকেট হারিয়ে ক্রমশ চাপ বাড়ছিল প্রোটিয়া শিবিরে। ১৬তম ওভারের দ্বিতীয় বলে সপ্তম উইকেট হিসেবে ফেরেন কেশব মহারাজ। তখনও জয়ের স্বপ্ন দেখছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেষ ১০ বলে দক্ষিণ আফ্রিকার ১৩ রান প্রয়োজন তখনও। মার্কো জানসেনের সঙ্গে ক্রিজে কাগিসো রাবাডা। ক্রমশ চাপ বাড়ছিল প্রোটিয়া শিবিরে। চাপের মুখে রাবাডার বাউন্ডারি যেন আত্মবিশ্বাস জোগায় মার্কো জানসেনকে। শেষ ওভারে পাঁচ রান প্রয়োজন ছিল। ১৭তম ওভারের প্রথম বলে ছয় মেরে ম্যাচ ফিনিশ করেন জানসেন।

বলিভিয়ার অপেক্ষা বাড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহজ জয়

'ভালো খেলোয়াড়দের নিয়ে কোনো মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় জয় ছাড়া একটা দশক কেটে যেতে পারে না'-কোপা আমেরিকায় নিজেদের প্রথম ম্যাচের আগে আক্ষেপ নিয়ে বলেছিলেন বলিভিয়া কোচ আন্তোনিও কার্লোস জাগো। সেই অপেক্ষা বেড়েছে আরও। জয় দিয়ে তার প্রায় ১০ বছরের খরা কাটানোর আশা উড়িয়ে দিয়ে শুভ সূচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

কোপা আমেরিকা

টেক্সাস, ২৪ জুনঃ ভারতীয় সময় সোমবার সকালে 'সি' গ্রুপের ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে আয়োজকরা। ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক শুরুতেই যুক্তরাষ্ট্রকে এগিয়ে নেওয়ার পর প্রথমার্ধের শেষ দিকে ব্যবধান বাড়িয়েছেন ফোলারিন বালুগুন। আক্রমণাত্মক ফুটবলে শুরু থেকে বলিভিয়াকে চেপে ধরে যুক্তরাষ্ট্র। লাতিন আমেরিকার ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে সবশেষ ৩১ ম্যাচে কেবল এক জয় পাওয়া বলিভিয়া পিছিয়ে পড়তে পারত ২০ সেকেন্ডেই! বালুগুনের ব্যর্থতায় সেবার বেঁচে যায় দলটি। গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি আয়োজকদের। তৃতীয় মিনিটে ডি বক্সের মাথা থেকে দর্শনীয় এক গোল করে দলকে এগিয়ে নেন পুলিসিক। ৬৯ ম্যাচে এটি তার ৩০তম গোল। ২০১৬ সালে বলিভিয়ার বিপক্ষেই নিজের প্রথম গোল করেছিলেন তিনি। ৪৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে যুক্তরাষ্ট্র। পুলিসিকের কাছ থেকে বল পেয়ে জাতীয় দলের

হয়ে ছয় ম্যাচের গোল খরা কাটান স্ট্রাইকার বালুগুন। দ্বিতীয়ার্ধে বলিভিয়ান গোলরক্ষক গিয়ের্মো ভিসকারার দৃঢ়তায় বাড়েনি ব্যবধান। ৬৫তম মিনিটে বদলি নামা রিকার্ডো পেপির চারটি চেষ্টা দারুণ দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন তিনি। ম্যাচ শেষে বলিভিয়ার কোচ কার্লোস জাগো বলেন, শুরুর ধাক্কাই তাদের ম্যাচ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। ''আমরা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম। তৃতীয় মিনিটে গোল হজমের পর আর পেরে উঠিনি। আমাদের আরও লড়াই করতে পারা উচিত ছিল। তবে এটাও বিবেচনায় রাখতে হবে যে, আমাদের প্রতিপক্ষ ছিল টুর্নামেন্টের আয়োজক দল। তারা শক্তিশালী একটি জাতীয় দল। ছেলেদের চেষ্টায় আমি খুশি।'' ২০১৫ আসরের পর কোপা আমেরিকায় আর কোনো জয় না পাওয়া বলিভিয়ার বিপক্ষে প্রত্যাশিত জয়ে শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্র কোচ গ্রেট বারহল্টার বললেন, তাদের চাওয়া খেলায় উন্নতি। ''দলের প্রতি বার্তা ছিল, সবসময়ই নিজেদের প্রথম ম্যাচে জেতা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা নিজেদের পারফরম্যান্সের উন্নতি নিয়ে কথা বলেছি। টুর্নামেন্টজুড়ে পারফরম্যান্সের উন্নতি চালিয়ে যাওয়া নিয়ে কথা বলেছি। আমার মনে হয়, যাত্রা শুরু হিসেবে এটা ভালো।'' আগামী শুক্রবার আটলান্টায় পানামার বিপক্ষে খেলবে যুক্তরাষ্ট্র। একই দিন নিউ জার্সিতে উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে বলিভিয়া।

বিশ্বকাপের মাঝেই বিরাট দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার

মুম্বই, ২৪ জুনঃ বিপর্যয়ে একেবারে বিধ্বস্ত। এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হতে পারে, কখনও ভাবেননি। ভাবার কথাও নয়। বিশ্বকাপ এখন তুঙ্গে। তার মাঝেই যে এমন কিছু ঘটবে, দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার। এই মুহূর্তে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজে রয়েছেন। বিশ্বকাপ সম্প্রচারকারী চ্যানেলের হয়ে কমেন্ট্রিও করছেন। তারই মাঝে যে খবর পেয়েছেন, তা একেবারে ভেঙে চুরে দিয়েছে তাঁকে। এই প্রাক্তন অলরাউন্ডারের নাম ইরফান পাঠান। ওয়েস্ট ইন্ডিজে কী ঘটেছে তাঁর সঙ্গে? ইরফান পাঠান তো বটেই, প্রাক্তন যে সমস্ত ক্রিকেটার ধারাভাষ্য দেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত মেকআপ আর্টিস্ট আছে। অনেকে আবার সম্প্রচারকারী চ্যানেলের দেওয়া মেকআপ আর্টিস্টের সঙ্গে কাজ করেন। ইরফান পাঠান ব্যক্তিগত মেকআপ আর্টিস্ট রাখেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজে সেই মতো ২২ বছরের ফৈয়াজ আনসারিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই ফৈয়াজের সঙ্গে ইরফানের যোগাযোগ বেশ কিছুদিনের। উত্তরপ্রদেশের বিজনুরের ছেলে মুম্বইয়ে গিয়ে নিজস্ব সেলুন খুলেছিলেন। ইরফান তাঁরই সেলুনে প্রথম বার যান। সম্পর্ক সেই সময় থেকেই চলছে। ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডারের ব্যক্তিগত মেকআপ আর্টিস্ট হতে সময় লাগেনি ফৈয়াজের। বিদেশ সফর হলে ইরফানের সঙ্গেই যান তিনি। সেই মতো ওয়েস্ট ইন্ডিজেও গিয়েছেন। আর সেখানেই ঘটল

দুর্ঘটনা। যে হোটেলে রয়েছেন ধারাভাষ্যকাররা, সেখানকার সুইমিং পুলে ডুবে মারা গিয়েছেন ফৈয়াজ। এই ঘটনার একেবারে ভেঙে পড়েছেন ইরফান। ফৈয়াজ অনেকটা ভাইয়ের মতো ইরফানের কাছে। মাত্র ২ বছর আগে বিয়ে করেছেন ফৈয়াজ। তাঁরই আচমকা দুর্ঘটনায় মৃত্যু পুরো পরিবারকে কার্যত ভাসিয়ে দিয়েছে। ইরফানের তত্ত্বাবধানে ফৈয়াজের বডি দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তিন-চারদিন সময় লাগবে ফৈয়াজের শেষ বারের মতো দেশে ফিরতে। ইরফান অবশ্য তাঁর 'ছোট ভাই' এর জন্য যথাসাধ্য করার চেষ্টা করছেন। বিশ্বকাপের কারণেই তাঁর পক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছেড়ে আসা সম্ভব নয়। সে কথা মাথায় রেখেও ইরফানের মন পড়ে রয়েছে ফৈয়াজের সঙ্গে। এখনও ফৈয়াজের মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না ইরফান।

অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনে গ্রুপসেরা জার্মানি, শেষ ষোলোয় সঙ্গী সুইজারল্যান্ডও

একের পর এক আক্রমণ করেও সাফল্য পাচ্ছিল না জার্মানি। বিপরীতে, প্রথমার্ধে গোলের জন্য এক শটেই বাজিমাত করে জয়ের পথে ছুটছিল সুইজারল্যান্ড। কিন্তু শেষ সময়ে পাল্টে গেল চিত্রনাট্য। নিকলাস ফুয়েলখুগের দারুণ হেডে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল তিনবারের শিরোপাজয়ীরা।

ইউরো ২০২৪

ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, ২৪ জুনঃ টানা দুই ম্যাচ জিতে আগেই সুপার এইট নিশ্চিত করেছিল জার্মানি। এরপরও সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষ আজকের ম্যাচটি মোটেই গুরুত্বহীন ছিল না। বিশেষ করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের রাউন্ডে যেতে এই ম্যাচটি ছিল মহাগুরুত্বপূর্ণ। এমন ম্যাচে অতিরিক্ত সময়ের গোলে হার এড়িয়ে গ্রুপসেরা হয়েই পরের পর্বে গেল জার্মানি। ৯২ মিনিটে বদলি খেলোয়াড় নিকলাস ফুলক্রুগের গোলে ১-১ গোলে ড্র করেছে জার্মানরা। আগের দুই ম্যাচে দুর্দান্ত খেলা জার্মানিকে আজ বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিল সুইসরা। জমাট রক্ষণে জার্মান আক্রমণভাগকে চাপেই রেখেছিল তারা। একপর্যায়ে জার্মানদের হার নিশ্চিতই মনে হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বরুসিয়া ডর্টমুন্ড তারকা ফুলক্রুগই ত্রাতা হয়ে বাঁচিয়েছেন জার্মানিকে। এ ড্রয়ে গ্রুপ 'এ' থেকে ৭ পয়েন্ট নিয়ে পরের পর্বে গেল জার্মানি। ৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়েছে সুইজারল্যান্ড। অন্য ম্যাচে শেষ মুহূর্তের গোলে স্কটল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারিয়েছে হাঙ্গেরি। এ জয়ে হাঙ্গেরির তৃতীয় সেরা দলগুলোর একটি হয়ে পর্বের যাওয়ার সুযোগ এখনো আছে। ফ্রাঙ্কফুর্টে ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই কর্নার থেকে গোলের সুযোগ পায় জার্মানি। তবে সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেনি তারা। শুরু থেকে জার্মানি বলের দখল রেখে খেললেও, সুইজারল্যান্ড ছিল বেশ সতর্ক। জার্মানিকে আটকে রেখে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টাও করে তারা। এর মধ্যেও ১২ মিনিটে সুইস রক্ষণকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল আয়োজকরা। কিন্তু অল্পের জন্য গোলের দেখা পাননি কাই হাভার্টজ। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ রেখে একের পর এক আক্রমণে যাওয়ার সুফল জার্মানি পায় ম্যাচের ১৭ মিনিটে। বক্সের বেশ বাইরে থেকে দারুণ এক শটে গোল করেন

রবার্ট আনড্রিচ। তবে একই আক্রমণের শুরুতে বক্সের ভেতর জামাল মুসিয়ালা প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে ফাউল করায় ভিএআর যাচাইয়ের পর বাতিল করা হয় গোলটি। গোল না পেলেও সুইস রক্ষণকে বেশ চাপে রাখে জার্মানরা। যে কারণে জার্মানি আক্রমণে যাওয়ার সময় সুইজারল্যান্ডের প্রায় সব খেলোয়াড়কে নিচে নেমে এসে রক্ষণ সামলাতে হচ্ছিল। শেষ ষোলোয় যাওয়ার জন্য সুইজারল্যান্ডের ড্র যথেষ্ট ছিল। সে কারণেই হয়তো বেশ সতর্ক হয়ে খেলছিল তারা। ধীরে ধীরে অবশ্য আক্রমণেও যায় তারা। ২৮ মিনিটে দাপুটে খেলতে থাকা জার্মানিকে স্তব্ধ করে এগিয়েও যায় সুইজারল্যান্ড। দারুণ এক প্রতি-আক্রমণ থেকে রেমো ফ্রুয়েলারের সহায়তায় অসাধারণ এক স্লাইডিং শটে গোল করে সুইসদের এগিয়ে দেন ডান এনডয়ে। একটু পর এনডয়ের শট অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে না গেলে দুই গোলে পিছিয়ে যেতে পারত জার্মানরা। এগিয়ে গিয়ে সুইজারল্যান্ড আরও বেশি সতর্ক ফুটবল খেলতে শুরু করে। এ সময় রক্ষণে জোর দিলেও আক্রমণের সুযোগগুলোও কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে তারা। জার্মানি অবশ্য দলীয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দিয়েও ম্যাচে সমতা ফেরানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল। যদিও এদিন সেরা ছন্দে দেখা যায়নি জার্মানিকে। এরপর ৪১ মিনিটে সুযোগ হাতছাড়া করেন আন্তোনিও রুডিগার। প্রথমার্ধের শেষ দিকে গোলের জন্য আরও মরিয়া হয়ে আক্রমণে যায় জার্মানি। সুইস রক্ষণে এ সময় বেশ প্রেসও করেছে তারা। কিন্তু পিছিয়ে থেকেই শেষ পর্যন্ত বিরতিতে যেতে হয় ইউলিয়ান নাগলসম্যানের দল। বিরতির পর জার্মানি চেষ্টা করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার। বিপরীতে সুইজারল্যান্ডও আক্রমণে গিয়ে তৈরি করছিল হুমকি। ৫০ মিনিটে ফ্লোরিয়ার উইর্টজের দারুণ এক পাস থেকে নেওয়া জামাল মুসিয়ালার শট ঠেকিয়ে দেন সুইস গোলরক্ষক। ফিরতি বলে ব্যর্থ হন ইলকাই গুন্দোয়ানও। গোলের লক্ষ্যে ধীরে ধীরে ম্যাচে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে জার্মানি। ৫৫ মিনিটে দারুণ এক আক্রমণ থেকে ক্রুসের শট চলে যায় পোস্টের বাইরে। এ সময় একের পর আক্রমণে সুইস রক্ষণের পরীক্ষা নিতে থাকে জার্মানি। তবে সুইসদের জমাট রক্ষণ ভেঙে কাঙ্ক্ষিত গোলটি পাওয়া হচ্ছিল না আয়োজকদের। জার্মানিকে বলতে গেলে কোনো সুযোগই দিচ্ছিল না সুইস ডিফেন্ডাররা। আয়োজকদের আক্রমণগুলো যেন পথই খুঁজ পাচ্ছিল না। ৭০ মিনিটে জশুয়া কিমিখের শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ব্লক করে সুইজারল্যান্ডকে বাঁচিয়ে দেন ম্যানুয়াল আকাঞ্জি। ৮২ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে ক্রুসের শট অল্পের জন্য জালে জড়ায়নি। ৮৪ মিনিটে জার্মান শিবিরকে স্তব্ধ করে ব্যবধান ২-০ করে সুইজারল্যান্ড। তবে অফসাইডের ফাঁদে বাতিল হয় সেই গোল। এরপর ম্যাচ যখন শেষ বাঁশি বাজার অপেক্ষায় তখনই দারুণ এক গোলে জার্মানির হয়ে ম্যাচে সমতা ফেরান ফুলক্রুগ। এই গোলই জার্মানিকে গ্রুপসেরা হিসেবে নিয়ে গেল শেষ ষোলোয়।

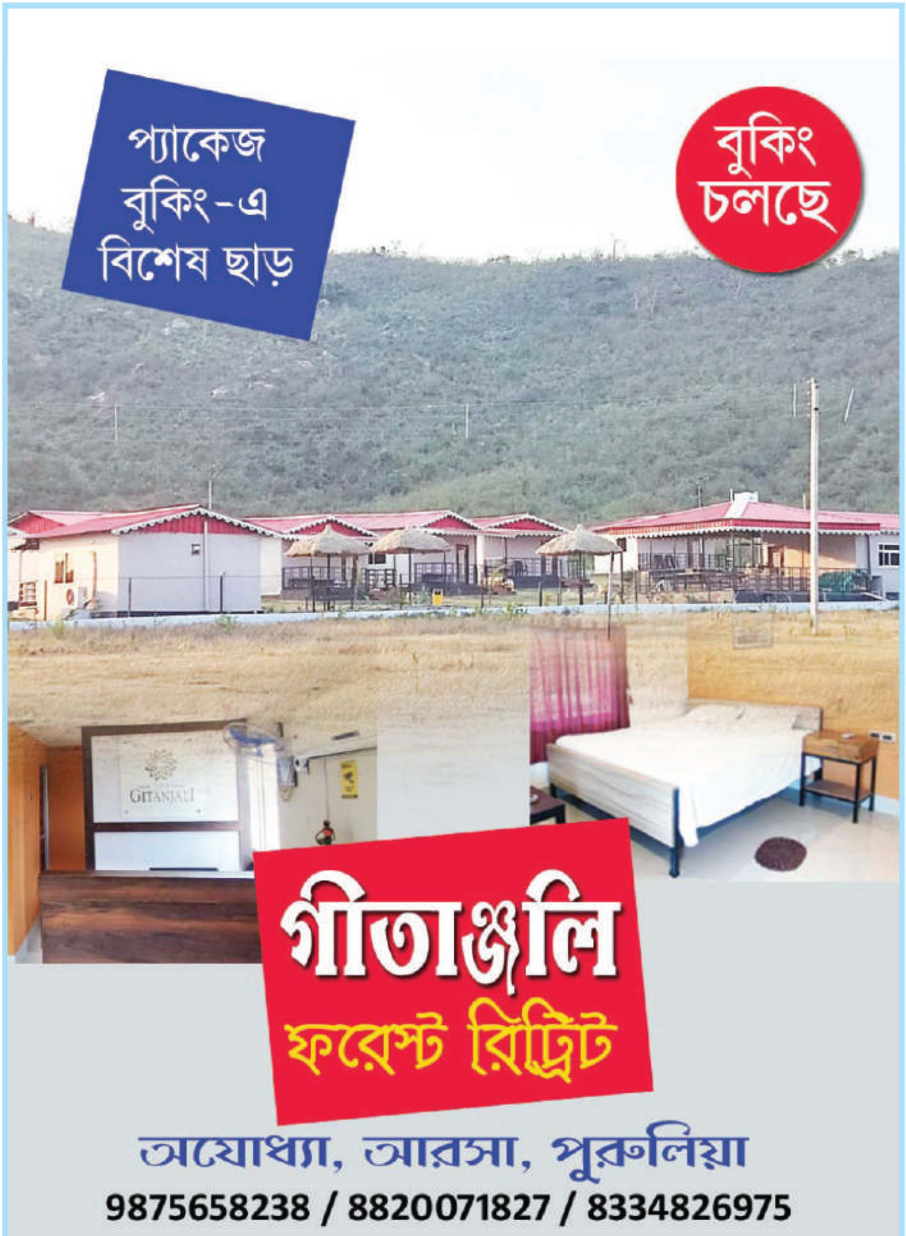

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com